Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/194

গীতা পঞ্চদশী

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
Banaras

PRESENTED

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ময়মনসিংহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

অর্থাৎ

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতা।

2/194
9/13

—:*:—

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী।
সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্।

ঋগ্বেদ-১০-১৯১-৩

—*—

PRESENTED

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
ময়মনসিংহ।

—:—

জন্মাষ্টমী।
২১ ভাদ্র ১৮৬৯ শক। / ১৩৫৪ সন

মূল্য—১৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

রায় চৌধুরী প্রিন্টিং হোম, রংপুর
হইতে—
শ্রীশরদিন্দু রায় চৌধুরী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মুখবন্ধ	১—৯৫
২।	মূল	১—১১৬
৩।	অধ্যায় নিষ্কর্ষ ও বিশিষ্ট শ্লোক	১১৭—২৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী।

ঘণ্টাপথঃ।

		পৃষ্ঠা
১।	প্রতিপদ্—পার্থ বিষাদঃ	১
২।	দ্বিতীয়া—পুরুষার্থ বিনিশ্চয়ঃ	১৪
৩।	তৃতীয়া কামকার নিরাসঃ	১৯
৪।	চতুর্থী—সাংখ্য নিরাসঃ	২৪
৫।	পঞ্চমী—কর্মযোগঃ	২৯
৬।	ষষ্ঠী—বৈশ্বানর নিষ্ঠা	৩৮
৭।	সপ্তমী—লোকসংগ্রহঃ	৪৩
৮।	অষ্টমী—অধিচিত্তম্	৪৯
৯।	নবমী—জ্ঞানযোগঃ	৫৪
১০।	দশমী—বিশ্ব বিন্যাসঃ	৬০
১১।	একাদশী—ভক্তিযোগঃ	৭১
১২।	দ্বাদশী—সাধনপাদঃ	৮২
১৩।	ত্রয়োদশী—স্থিতপ্রজ্ঞঃ	৯০
১৪।	চতুর্দ্দশী—রাসবিলাসঃ	৯৫
১৫।	পঞ্চদশী—বিশ্বরূপ স্তোত্রম্	১০৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

মুখবন্ধ

LIBRARY
No. 5713 2/94
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

(১) গীতার মহিমা

গীতা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার মাধুর্য্যে ও সমস্যা সমাধান-চাতুর্য্যে, গীতা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সভ্য জগতে এমন কোনও ভাষা নাই, যাহাতে গীতা অনূদিত না হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গীতার উপর যতগুলি ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী রচিত হইয়াছে, আর কোনও গ্রন্থের উপর তাহা হয় নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ গীতার ভাব সম্পদে মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে পারসী ভাষায় পদ্যে গীতা অনূদিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী মনিষী ব্রুক্‌স্ সাহেব ইংরেজী পদ্যে গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষায়—বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও মারাঠীতে, গীতা সম্বন্ধে কোনও না কোনও নিবন্ধ প্রতি মাসেই প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ—শঙ্কর ও রামানুজ, শ্রীধর ও মাধবাচার্য্য, গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মনিষীগণ—বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ ও গান্ধী, গীতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষপুর গীতা-প্রেস হইতে "গীতা-সূচী" নামক গীতা সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তকের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে সহস্রাধিক পুস্তকের গণনা আছে। প্রাদেশিক ভাষায় রচিত অনেক পুস্তকই এই তালিকায় বাদ পড়িয়াছে; আবার ১৯৩০ সনের পরে গীতা সম্বন্ধে যে সকল মূল্যবান্ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও এই তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি সংখ্যা সহস্রাধিক। গীতার প্রভাবের ইয়ত্তা নাই।

গীতার প্রেরণা সনাতন। গীতার উদাত্তবাণী চিরদিনই মানবকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু চিরদিনই মুগ্ধ করিবে। ইহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই। কারণ আধ্যাত্মিক জীবনের সারমর্ম গীতাতেই একত্র লিপিবদ্ধ আছে। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "দৈবক্রমে হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য সকল পুস্তক যদি বিনষ্ট হইয়াও যায়, তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। একমাত্র গীতা রক্ষা পাইলেই, কেবল গীতাকে অবলম্বন করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিবে"। ইহা মোটেই অত্যুক্তি নহে। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হিন্দুধর্মের কথাই বলিয়াছেন। পরন্তু বিচার করিলে গীতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য, সকল ধর্মতন্ত্রের উজ্জীবন বিষয়েই প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কারণ গীতাতে সার্বভৌম ধর্মের মূলতত্ত্ব সমূহ সুষ্ঠু সন্নিবিষ্ট আছে। বিশেষতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মজগতে হিন্দুধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য ধর্মতন্ত্র একদিকে, আর হিন্দুতন্ত্রকে একদিকে রাখিলে, হিন্দুতন্ত্র একাই আর সকলের প্রতিপক্ষ হইতে সমর্থ—অবশ্য লোক সংখ্যার গণনাদ্বারা নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের বিবিধ সত্যের বৈচিত্র্যে ও গম্ভীরতায়। হিন্দু-তন্ত্রের মূল সূত্র গীতা, জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ না হইয়া পারে না।

গীতার প্রবক্তা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ভক্তি শাস্ত্রের ভিত্তিস্থানীয় ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন,

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

---অন্যান্য সকলে অংশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণের শুভাবতরণের বহু পূর্ব্বেই ভগবান্ রামচন্দ্র ও মঘবান্ জরথুস্ত্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারা যথাক্রমে সাকার ও নিরাকারোপাসনার আদিম প্রবর্ত্তক। তাহাদের উদান ও অবদানের সমন্বয় করিয়া বাসুদেব গোবিন্দ গীতায় ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। আর্য্যজাতির প্রাক্তন শাস্ত্র সমূহে, যে সকল সার্বজনীন সত্যের আলোচনা আছে, গীতায় তাহাদের সমাহার ও সমন্বয়।

বেদ ও বেদ-পরিশিষ্ট অথর্ব বেদের সারতত্ত্বগুলি সঙ্কলিত করিয়া উপনিষদ্ সমূহ রচিত হইয়াছিল। গীতায় আবার উপনিষদের সার সঙ্কলিত আছে। অতএব গীতায়ই বেদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার—গীতা পাঠেই বেদাধ্যয়নের ফল লাভ করা যায়। গীতাই পঞ্চম বেদ। ধর্ম্ম জগতে গীতার স্থান অতুলনীয়।

কেবল মনোহারিত্ব দ্বারাই কোনও গ্রন্থের মহিমা নির্ণয় করা চলে না। হজরত মহম্মদের জীবনকালে মোসেলিমা নামক এক ব্যক্তি নিজকে পয়গম্বর বলিয়া গৃহীত হইবার দাবী উত্থাপিত করিয়াছিল। কথিত আছে হজরত মহম্মদ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "কোরাণের মতন আর একখানা গ্রন্থ আরবী ভাষায় অপর কেহ প্রকাশিত করুক তো দেখি। তবেই তাহাকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করা যায়।" * কথাটা খুবই সত্য। কেবল ভাষার লালিত্য দ্বারা বিচার করিলে কালিদাসের কাব্যগুলি গীতা হইতে ভাল বলিয়া মনে হইতে পারে, সহস্র রজনীর গল্পগুলি আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া দাবী করিতে পারে।

কিন্তু ইহাদের প্রতিপত্তি ক্ষণস্থায়ী, প্রভাব ভাসা ভাসা। আধ্যাত্মিক সমস্যা সমূহই মানুষকে গভীরতম ভাবে স্পর্শ করে। জীবনের উদ্দেশ্য কী, কেমনে তাহা লাভ করা যায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শুধু কি একটা কল্পনা মাত্র, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান যে গ্রন্থে আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে ব্যক্তি পুত্রশোকে মুহ্যমান, কালিদাসের কাব্য তাহার পক্ষে বিরক্তিকর, গীতাই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

* কোরাণ—১৭ অধ্যায় (নৈশ ভ্রমণ) ৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার কেবল সমস্যাগুলির আলোচনা থাকিলেই চলে না, তাহাদের সমাধান চাই। কেবল পাণ্ডিত্যের শুষ্ক তর্কজাল থাকিলে চলে না; নতুবা "সাংখ্য কারিকা" কিম্বা "শারীরক সূত্র"ই গীতার স্থান অধিকার করিত। আশার আবেদন চাই শান্তির আশ্বাস চাই। আশ্বাসের এমন বলিষ্ঠতা চাই, যাহা একমাত্র তত্ত্বদ্রষ্টার পক্ষেই প্রদান করা সম্ভবপর। বিদেশে গিয়া, নিজ চোখে দেখিয়া ভ্রমণ-কাহিনী লেখা, আর অপর দশ জনের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে সঙ্কলন করিয়া, প্রবন্ধ লেখার পার্থক্য এইখানে। নিজের উপলব্ধির পরিপূর্ণতা যথায় নাই, তাহাদ্বারা অন্যের উপলব্ধি উদ্রিক্ত করা যায় না। গীতার আশ্বাস ও আবেদনের শক্তি অকুণ্ঠিত, তাই গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) যোগত্রয়।

জীবনের উদ্দেশ্য (পুরুষার্থ) কী, তাহাই মানুষের প্রধান প্রশ্ন। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই, তাহার প্রত্যেকটি কার্য্যের দোষগুণ নির্ভর করে। পূর্ব সমুদ্রে যাওয়া যাহার উদ্দেশ্য, সে যদি পশ্চিম মুখে হাটিতে থাকে, তবে সে কখনই তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না। গন্তব্য নির্ণয় করাই প্রথম কথা। অতএব যিনিই বালসুলভ গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন, "পুরুষার্থ কী ?" এই প্রশ্নটা বারবারই তাহার মনে উদিত হয়। দার্শনিকগণ বহুবিধ আলোচনা করিয়া এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর দিয়াছেন। সে উত্তর গুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি কর্মযোগ প্রধান, কতকগুলি জ্ঞানযোগ প্রধান, আর কতকগুলি ভক্তিযোগ প্রধান। গীতাই একমাত্র গ্রন্থ যাহাতে এই তিনটী যোগের সমন্বয় করা হইয়াছে। অতএব পুরুষার্থ লাভের জন্য গীতার মত সহায়ক গ্রন্থ দ্বিতীয় আর একখানা নাই।

গীতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইলে, এই যোগগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক। অতএব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাউক।

কর্মযোগের মতে প্রজ্ঞার (Conscience=বিবেক) আদেশ অনুবর্তন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। প্রেয়স্ বর্জন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়স্ গ্রহণই প্রকৃত পুরুষার্থ। মানুষ যাহা কিছুই করিতে যায় সর্বত্রই তাহাকে একটা দোটানায় পড়িতে হয়—এক-দিকে সুখের আকর্ষণ, অন্যদিকে কল্যাণের নির্দেশ। একটা মনের (ইন্দ্রিয়ের) পথ, ইহা তাহাকে সুখের পশ্চাতে ধাবিত করে, অপরটা বিজ্ঞানের পথ, তাহা তাহাকে কল্যাণের দিকে চালিত করে। কোনও কোনও দার্শনিক মনকে অবর আত্মা (অধরআত্ম=Lower self) এবং বিজ্ঞানকে পরআত্মা (উত্তর আত্মা=Higher self) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মার স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে দার্শনিকগণের এত বেশী মতভেদ আছে যে "ধম্মপদের" অনুসরণ করিয়া ইহাদিগকে যথাক্রমে "চিত্ত" ও "অধিচিত্ত" নামে অভিহিত করিলেই আর বিভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না। সে যাহাই হউক জীবনের প্রত্যেক কাজেই, ছোট বড় সকল ব্যাপারেই, প্রেয়স ও শ্রেয়সের দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। চিত্ত বলিতেছে "আর একটু খাই, মুখে বেশ ভাল লাগিতেছে" অধিচিত্ত বলিতেছে "আর খাইও না খাইলে অসুখ করিবে"; চিত্ত বলিতেছে "লেখাপড়া করিতে ভাল লাগে না, গল্পগুজব করিয়া আসি," অধিচিত্ত বলিতেছে 'বিদ্যাদ্বারা অর্থোপার্জনের যোগ্যতা লাভ না করিলে পরিশেষে কষ্ট পাইবে"। চিত্ত বলিতেছে "এই জিনিষটী আমার নাই, চুরি করিয়া ইহা সংগ্রহ করিব," অধিচিত্ত বলিতেছে "তোমার জিনিষ চুরি হউক, ইহা যেমন তুমি পছন্দ করনা, তেমন তুমিও অন্যের জিনিষ চুরি করিও না"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ যত বড় হয়, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় বস্তুও ততই বাড়ে। শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি রজত খণ্ডের স্থলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা, এক বিঘা জমির পরিবর্ত্তে একটা সমগ্র দেশ, তাহার কামনার বিষয় হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ভাল মন্দের দ্বন্দ্বের হাত হইতে সে অব্যাহতি পায় না। এই যে ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব, সুখ ও কল্যাণের দ্বন্দ্ব, তাহাকেই কঠোপনিষদে প্রেয়স ও শ্রেয়সের দ্বন্দ্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যত্‌ শ্রেয়স্‌ অন্যদ্‌ উতৈব প্রেয়স।
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিণীতঃ॥

কঠ-২-১

মন্দের পথে চলিতে থাকিলে মানুষ ক্রমেই মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুতে পরিণত হয়। ভালর পথে চলিতে থাকিলে ক্রমেই চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া মানুষ দেবতুল্য হয়—চিরভাস্বর গৌরব লাভ করে। শ্রেয়স্‌ই মানুষের অবলম্বনীয় প্রেয়স্‌ নহে।

কোনটী শ্রেয়স্‌ কোনটী প্রেয়স প্রজ্ঞাই (Conscience) আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়—প্রেয়সের দিকে যাইতে নিষেধ করে শ্রেয়সের দিকে যাইতে নির্দ্দেশ দেয়। প্রজ্ঞার নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তন করিতে থাকিলেই আমরা জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করিতে পারিব। প্রজ্ঞা (বিবেক= Conscience) অধিচিত্তের বাণী। আত্মা দ্বারা মনকে জয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়—বড় আমি দ্বারা ছোট আমিকে, অধিচিত্ত দ্বারা চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। ইহাই কল্যাণের (পুণ্যের) পথ। ইহার উল্টা যে পথ, জ্ঞান যেখানে বিজ্ঞানকে, চিত্ত যেখানে অধিচিত্তকে পরাভূত করে, তাহাই অকল্যাণের (পাপের) পথ।

প্রত্যেকের অন্তরেই অধিচিত্ত অবস্থিত, প্রজ্ঞা (Conscience=বিবেক) অধিচিত্তেরই বাণী, আর প্রজ্ঞার আদেশ মানিয়া চলিলেই মানুষ নিঃশ্রেয়স (সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ) লাভ করে, ইহাই কর্মযোগের কথা। অধিচিত্ত (Higher self) পর্য্যন্তই কর্মযোগের সীমানা।

জ্ঞানযোগ কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট নয়। সে আরও অধিক দূর অগ্রসর হয়। জ্ঞানযোগী বলেন চিত্ত অপেক্ষা অধিচিত্ত বড় বটে, অধিচিত্তের আদেশ অনুযায়ী চিত্তকে দমন করিতে হয়, তাহাও সত্য বটে, কিন্তু অধিচিত্ত অপেক্ষাও বড় তত্ত্ব আছে, তাহা হইল আত্মা। অধিচিত্ত যেমন চিত্ত হইতে বরীয়ান্, চিত্তকে উপেক্ষা করিয়া অধিচিত্তে অবস্থান যেমন মানুষের কর্তব্য, আবার অধিচিত্তকে উপেক্ষা করিয়া আত্মাতে অবস্থান তাহা অপেক্ষাও বড় কর্তব্য। তাহাই পরম পুরুষার্থ।

আত্মা শুধু সাক্ষী মাত্র। তাহা সর্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত। আত্মা সুখেও উৎফুল্ল হয় না, দুঃখেও ক্লিষ্ট হয় না। সাক্ষি স্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া, সুখ ও দুঃখ উভয় স্থলেই কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁহার কোনও অভাব নাই, অতএব ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া কিছুই নাই। সকল অবস্থাতেই তিনি উদাসীন সাক্ষিমাত্র রূপে অবস্থিত। সুখের কামনা তো জ্ঞানযোগীর নাই-ই [সুখের কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে মানুষ ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিতেই পারে না] পরন্তু কর্মযোগীর যাহা অবলম্বন কল্যাণ, সেই কল্যাণের কামনাও জ্ঞানযোগীর নাই। কল্যাণ ও অকল্যাণ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা উভয়ই তাহার নিকট সমতুল্য। কামনা থাকিলেই (যতক্ষণ কামনা পূর্ণ না হয় ততক্ষণ) কামনার অপূরণ জনিত দুঃখও থাকিবেই। চিদানন্দময় আত্মার কামনার সম্ভাবনাই নাই। অভাব জ্ঞান হইতেই কামনার উদয় হয়। যাহা পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ তাহাতে অভাবই বা কোথায় আর কামনাই বা কোথায়? কল্যাণের কামনাও আত্মার নাই। আত্মা শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ স্বরূপ সাক্ষিমাত্র। আত্মা সত্যবাদীকেও পূজা করে না, মিথ্যাবাদীকেও ঘৃণা করে না, সাধুর সত্যানুরাগ এবং অসাধুর ছলনা প্রিয়তা উভয়কেই অভিনয় দর্শনের আনন্দের মত তুল্য ভাবে উপভোগ করে।

এইরূপ নির্লিপ্ত উদাসীন, সাক্ষিমাত্র আনন্দময় আত্মার অবস্থিতি উপলব্ধির বিষয়। তর্কদ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত কিম্বা অপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বৈদান্তিক বলেন সাক্ষিমাত্র আত্মা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। তাই বেদান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকরণ গ্রন্থ পঞ্চদশী চৈতন্যকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন —মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। মনোময় কোষ সুখ দুঃখ সংকল্প বিকল্পাত্মক দ্বৈতের লীলাভূমি, বিজ্ঞানময় কোষ কর্তব্যাকর্তব্যরূপ দ্বৈতের লীলাভূমি, আর আনন্দময় কোষ ত্রিগুণাতীত আত্মার অদ্বৈতানন্দের লীলা-ভূমি। আনন্দময় কোষে অবস্থানের নামই মুক্তি। কারণ যাহার কোনও কামনা নাই, তাহার কোনও বন্ধনও নাই, তিনিই মুক্ত পুরুষ।

ভক্তিযোগী আরও একপদ অগ্রসর হন। অক্ষরআত্মা কিম্বা পরাত্মা (সাক্ষি-আত্মা) লইয়া তিনি সন্তুষ্ট নন। তাহার মতে পরাত্মাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নহে। তোমার, আমার ও অপর সকলের পরাত্মা যাহার সৃষ্টি, সেই পরমাত্মাকে বিস্মরণ হইয়া জীবন সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। ভক্তিযোগী পরাত্মাতে থামিয়া থাকেন না। পরমাত্মার প্রসাদ লাভ করিতে চান। সকল অক্ষরাত্মার (সাক্ষিআত্মার) মূলীভূত যে আত্মা, ভক্তিযোগীগণ তাহাকে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মার স্মরণ গ্রহণ করাই ভক্তিযোগী জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজ্ঞা অথবা কর্তব্য বুদ্ধিতো তাহারই দান। মানুষের অধিচিত্তে যে প্রজ্ঞা আছে রুদ্রই তো তাহা স্থাপন করিয়াছেন। চুরি করিয়া খাইয়া শৃগাল অনুতপ্ত হয় না, জীবহত্যার পাপ ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করে না. কেবল মানুষকেই তিনি প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়াছেন। অন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি রূপ উপভোগ করিতে পারে না। তাহার নিকট গোলাপফুল ও কচুপাতার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া পুণ্য পথ অবলম্বন পূর্বক উত্তরোত্তর অভ্যুদয় লাভ করা একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর। শৃগাল কুকুর যেমন বুদ্ধি লইয়া জন্মে তেমন বুদ্ধি লইয়া মরে। মানব শিশু বাল্যকালেই সকলে সমতুল্য —বড় হইয়া উঠিলে একের সঙ্গে অন্যের কত প্রভেদ। কিন্তু মানুষ স্বীয় চেষ্টা দ্বারা এই প্রজ্ঞা অর্জন করে নাই, পুরুষোত্তম রুদ্রই দয়া করিয়া তাহাকে প্রজ্ঞা রত্নে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রজ্ঞা যিনি দিয়াছেন তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া, শুধু প্রজ্ঞার অনুবর্তন শিশুসুলভ মনোভাব, আংশিক অন্ধতা মাত্র। স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ভ্রমণের ন্যায়, মানুষকে তাহা স্থানান্তরে চালিত করিলেও, গন্তব্য কী সে বিষয়ে জ্ঞান, এবং গন্তব্যে পৌঁছিবার আনন্দ তাহাতে নাই। তাই শুধু প্রজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, যিনি প্রজ্ঞা স্থাপন করিয়াছেন সেই প্রজ্ঞাধীশ রুদ্রের পরিচয় লাভ করিতে, কিঞ্চ তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে, ভক্তিযোগী ব্যগ্র হয়।

প্রজ্ঞা তাহার একটি বিভাব (Phase) মাত্র। তাহার আরও অনেক বিভাব আছে। যাহা কিছু সুন্দর, শুভ্র, পবিত্র তেজস্বান্ তাহা সেই বিশ্বেশ্বরই বিভাব। যাহা যাহা বিভূতিমত যাহা শ্রীমত্, যাহা উর্জস্বত্—তাহা সেই বিশ্বেশ্বর রুদ্রেরই সৃষ্ট। তিনি সর্ববিধ গুণের আকর—কল্যাণময়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমময়, গুণময়। তাই ভক্তিযোগী শুধু প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তন করিয়াই তুষ্ট হয় না। রুদ্রের সঙ্গ সুখ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়।

জ্ঞানযোগী কিন্তু এত সহজেই পরমেশ্বরের কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। মোক্ষই তাহার পরম কাম্য, ব্রহ্মই তাহার নিকট চূড়ান্ত তত্ত্ব। তাই পরমেশ্বরের আলোচনায় সে কাণ দেয় না। কাণ তো দেয়ই না, কাণ দিবার কারণও কিছু খুজিয়া পায় না। অর্থাত্ ভক্তিযোগের সাধনাকে সে বৃথা সময়ক্ষেপ বলিয়া মনে করে। পরমহংসদেবকে করতালি দ্বারা সংকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া তোতাপুরী ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন "তুম রুটী বানাও নাকি ?"

এইজন্য ভক্তিযোগীগণ উদ্ভ্রান্ত জ্ঞানযোগকে ভক্তি শাস্ত্রের প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত জনের যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস তাহা দূর করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তাহা কোনও সুচিন্তিত যুক্তিজালের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। জ্ঞানযোগের কথা পৃথক। তাহার একটা সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শন উত্তর-মীমাংসার উপর জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যাতা। শঙ্করের যুক্তিজাল খণ্ডিত করা সহজসাধ্য নহে। মানুষের বুদ্ধি তাহাদ্বারা সহজেই উদ্ভ্রান্ত হইতে পারে। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে মায়াবাদের এত নিন্দা। নিগম কল্পতরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফল রূপ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ। ভাগবতের তত্ত্ব সমূহ চৈতন্যের পারিষদগণ লোক সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের মহিমা বুঝিতে হইলে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে পরাভূত করিবার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের পার্থক্য বুঝিতে হয়। এই জন্য এই বিষয়ের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জ্ঞানযোগী সহজেই ব্রহ্মাতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লয় না। সে দেখে জগতে শুধু কল্যাণ নাই, অকল্যাণও আছে; শুধু দিন নাই, রাত্রিও আছে; শুধু পুণ্য নাই, পাপও আছে। এই অকল্যাণ, এই রাত্রি, এ পাপ কোথা হইতে আসিল ? ঈশ্বর যদি পাপেরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে পুণ্যময় বলা মূঢ়তা; ঈশ্বর যদি দুঃখেরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে দয়াময় বলা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

অতএব জ্ঞানযোগী ঈশ্বরকেই চূড়ান্ত তত্ত্ব বলিয়া মনে করে না। ব্রহ্মতত্ত্বই জ্ঞানযোগীর মতে চূড়ান্ত তত্ত্ব। ব্রহ্ম ভাল ও মন্দ উভয়েরই অতীত; দিন ও রাত্রি উভয়েই সমাহার; পাপ ও পুণ্যে উভয়েরই উৎপত্তিস্থল। তিনি হ্রস্বও বটেন দীর্ঘও বটেন, সূক্ষ্মও বটেন স্থূলও বটেন, আলোকও বটেন তিমিরও বটেন। তাহাতে কোন গুণই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, আবার সকল গুণের আধারও তিনিই। তাহাতেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান, ও সকল দ্বৈতের সামঞ্জস্য; তিনি আছেন কি নাই তাহাও বলা কঠিন। আছেনও, আবার নাইও—"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্ নাসদ্ উচ্যতে" (গীতা-১৩-১৩)।

ব্রহ্ম অনন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত কোনও পদার্থই নাই—থাকিতে পারে না। অন্য কিছু থাকিলে তাহা দ্বারা ব্রহ্ম খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই খণ্ডক পদার্থটী কোথা হইতে আসিল তখন আবার এই প্রশ্ন দাঁড়ায়। অপিচ খণ্ডিত ব্রহ্ম ও খণ্ডক দ্বিতীয় পদার্থের সমাহারের জন্য অপর একটী তৃতীয় বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। ইহার ফল ন্যায় শাস্ত্রে কথিত "অনবস্থা" নামক দোষ। কারণ তখন আবার এই প্রশ্ন উঠে যে সমাহারক এই তৃতীয় বস্তুটী সান্ত না অনন্ত? ইহা যদি সান্ত হয়, তবে খণ্ডক ও খণ্ডিত এই উভয়ের সমাবেশের জন্য আবার অপর একটী চতুর্থ বস্তুর অনুমান করিতে হয়। আর ইহা যদি অনন্ত হইয়া থাকে, তবে এতদ্ব্যতীত আর কোনও পদার্থই নাই। ইহাই ব্রহ্ম।

অতএব ব্রহ্ম অনন্ত। আর ব্রহ্ম অনন্ত বলিয়া সকল পদার্থ, সকল জীব, ব্রহ্মেরই অংশ। এই ব্রহ্ম সারূপ্য উপলব্ধি করাই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত পাপ, মৃত্যু ও অকল্যাণের হাত হইতে অব্যাহতি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমিই ব্রহ্ম, দ্বৈত আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না—আমি পাপ পুণ্য সুখ দুঃখের অতীত" এই ধারণা বদ্ধমূল করাই জ্ঞানযোগীর সাধনা। ইহাই মুক্তি—জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, দুঃখ দৈন্য ক্লেশ উদ্বেগ মানুষকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বন্দ্বগুলি মায়া মাত্র— সাময়িক তাহাদের প্রভাব, ক্ষণিক তাহাদের বিলাস, ইহা জানিয়া সে দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করিতে পারে।

সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, হর্ষ অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগে অবিচলিত থাকা চেতনাশীল মানুষের পক্ষে কি সম্ভবপর ? জ্ঞানযোগী বলেন নিজের অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে যে ইহা খুবই সম্ভবপর। মানুষের ক্ষরআত্মা সুখে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। কূটস্থ অক্ষরআত্মা কিন্তু সকল অবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া কেবল সাক্ষিরূপে অবস্থান করে। বেদ তাহাই বলিয়াছেন—

তয়োর্ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি।
অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি॥

ঋগ্বেদ-১-১৬৪-২০

এক বৃক্ষস্থ দুইটী পক্ষীর একটি সুখ দুঃখ ভোগ করে, আর অপরটী কেবল সাক্ষিমাত্র থাকিয়া শোভা পায়।

অক্ষরআত্মা (কূটস্থ চৈতন্য) যে কেবল সাক্ষিরূপেই অবস্থান করেন সুখ দুঃখ ভোগ করেন না, ইহা জানার নামই আত্মদর্শন। ইহাই আত্মলাভ, আবার ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মলাভ। কারণ সাক্ষিমাত্র কূটস্থ আত্মা ব্রহ্মেরই ন্যায় সুখ দুঃখের অতীত—নিত্য শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। কোনও গ্লানিই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কূটস্থ-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য অভিন্ন; একই আলোকে দূর হইতে দেখা ও নিকটে গিয়া দেখার পার্থক্য বশতঃ পৃথক্ মনে হয়। ব্রহ্ম লাভই জ্ঞানযোগের আদর্শ।

মানুষের আত্ম-চৈতন্য যে দুই ভাগে বিভক্ত, একটি স্থূল একটি কূটস্থ, একটি সুখ দুঃখের ভোক্তা অপরটী সাক্ষিমাত্র, এই মহান্ সত্যের উপর সমগ্র মোক্ষশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ফলতঃ আত্মসমীক্ষণ অথবা প্রত্যভিজ্ঞা (Introspection) অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার—অনন্যসাধারণ ক্রিয়া। অন্যত্র সর্বত্রই, সকল ক্রিয়াতেই, ক্রিয়াটির কর্তা পৃথক্ ও কর্মটী পৃথক্ থাকে, কিন্তু আত্মসমীক্ষণে, সমীক্ষণ ক্রিয়ার কর্তা ও আত্মা নিজেই, আর কর্ম ও আত্মা নিজেই। যিনি দেখেন ও যাহাকে দেখেন, উভয়েই এক। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে, (বিশেষতঃ ইটালীর দার্শনিক Crocy কর্তৃক) আত্মসমীক্ষণের (Introspection র) বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মবাদ ও মুক্তিবাদ অর্থাত্ জ্ঞানযোগ গড়িয়া উঠে নাই। ভারতীয় সাধনায় জ্ঞানযোগের প্রতিকৃতি যাদৃশ পরিস্ফুটরূপ লাভ করিয়াছে, অন্যত্র কোথাও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সাক্ষিচৈতন্যে অবস্থানই জ্ঞানযোগের চূড়ান্ত কথা। অনেক অজ্ঞ লোক মনে করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সুখ দুঃখের অতীত হওয়ার অর্থ, গাছ, পাথর কিম্বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত লোকের ন্যায় অচেতন হইয়া যাওয়া। ইহারা না পড়িয়াই পণ্ডিত। বেদান্ত যে সুখ দুঃখাতীত অবস্থার কথা বলেন, তাহা চৈতন্যের পূর্ণতম বিকাশ—সুখ দুঃখের তরঙ্গে নিজকে জড়িত না করিয়া, সুখ দুঃখের উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া, সুখ দুঃখের লীলা চাঞ্চল্যের ঘাত প্রতিঘাত দেখিয়া কেবল আনন্দ উপভোগ করা।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্ন্ আত্মনি তুষ্যতি।

গীতা-৬-২০

তাই পঞ্চদশী বলিয়াছেন আত্মা দুইভাগে বিভক্ত, একটী ইদং-বৃত্তিক অথবা মন, ক্ষরাত্মা—আত্মসমীক্ষণ ক্রিয়ার কর্ম। অপরটী অহং-বৃত্তিক অথবা বিজ্ঞান—আত্ম-সমীক্ষণ ক্রিয়ার কর্ত্তা।

অহং-বৃত্তির্ ইদং-বৃত্তির্ ইত্যন্তঃ-করণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদ্ অহং-বৃত্তির্ ইদং-বৃত্তির্ মনো ভবেত্॥

৬-৭০

ব্রহ্মলাভ অর্থ এই অহং-বৃত্তিক আত্মাতে অবস্থিতি! ব্রহ্ম লাভ হইলে মানুষ নিজের সুখ দুঃখকেও, অপর একটি তৃতীয় ব্যক্তির সুখ দুঃখের ন্যায়, উদাসীন নেত্রেই দেখিতে পারে, আর দেখার আনন্দে, দুঃখের বেদনা ভুলিয়া যায়। সাক্ষি-আত্মা কেবল আনন্দময়। নিরন্তর এই সাক্ষি-আত্মার অবস্থানই জ্ঞানযোগের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মলাভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগে ঈশ্বরোপাসনার কোনও স্থান নাই। জগতে দুঃখ ও অকল্যাণ যে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুঃখ ও পাপের যে প্রভাব, হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই তাহা ঘটিতেছে, নতুবা ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেও তাহা প্রতিহত করিতে পারিতেছেন না। হয় ঈশ্বর নিষ্ঠুর, নয় তিনি অক্ষম। এমন ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া মূর্খ ভক্তি-যোগী কী ফল লাভ করিতে আশা করে ?

ঈশ্বরোপাসনার স্থান তো নাই-ই, কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি আত্মারাম, সাক্ষিআত্মাতে অবস্থান করিয়া নিরন্তর দ্রষ্টার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন তাহাতে তাহার কী আসে যায় ? ঈশ্বর যদি থাকিয়া থাকেন ভাল কথা, না থাকিয়া থাকেন, ক্ষতি নাই। আনন্দ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। অক্ষর-আত্মা বা সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানদ্বারাই সেই আনন্দ লাভ হইতে পারে। তজ্জন্য ঈশ্বর আছেন কি নাই, এরূপ ব্যর্থ প্রশ্নে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

কারণ অনন্ত ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য। তাহা দ্বারাই সকল রহস্যের উত্‌পত্তি, স্থিতি ও লয়ের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তিনি সর্বগুণ অর্থাত্‌ নির্গুণ। ঈশ্বর সগুণ (অর্থাত্‌ কতকগুলি গুণ তাহাতে আছে— তাহার বিপরীত গুণগুলি তাহাতে নাই) অতএব সান্ত। মানুষও যেমন সান্ত, তিনিও তেমন সান্ত। ঈশ্বর মানুষ হইতে বড় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন, কিন্তু তিনি সান্ত—অতএব সর্বশক্তিমান্ নহেন। তাহা হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভের আশা করা যায় না। অনন্ত ব্রহ্ম যে সান্ত হইয়া থাকেন, তাহা একটা মায়ার খেলা—সত্য না হইয়াও সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের বাস্তবিক অর্থাত্ নিত্য সত্তা নাই। ব্রহ্মই নিত্য সত্য। জীবও যেমন একটা মায়ার ফল, ঈশ্বরও তেমন মায়ার আর একটি ফল। যিনি মায়া জনিত মোহের পরপারে গিয়াছেন, (সকলই ব্রহ্ম এই যুক্তিতে) নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, মায়া সৃষ্ট ঈশ্বরের সহিত কোনও কারবারের তাহার প্রয়োজন নাই। অতএব ঈশ্বরের আলোচনাও তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন, আরাধনা তো দূরের কথা।

ইহাই জ্ঞানযোগের আক্ষেপ। কিন্তু জ্ঞানযোগীর এই নিন্দা, ঈশ্বরের অক্ষমতা কিম্বা বৈষম্য ও নৈঘৃণ্যের (নিষ্ঠুরতার) অপবাদ, ভক্তিযোগীর মন টলাইতে পারে নাই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম—যাহাতে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, করুণা, প্রেম আছে একথা বলা চলে না—যদি জগতের চূড়ান্ত তত্ত্ব হইয়া থাকে, তবে তাহা মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। এরূপ ব্রহ্মের শরণাগত হওয়া অপেক্ষা, সত্যপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ, প্রেমময় মানুষের সঙ্গ-সুখই মানুষের পক্ষে অধিক কাম্য। তাই ভক্তিযোগী মনে করে, একটি অন্ধ শক্তি জগতের চূড়ান্ত সত্য হইতে পারে না—কোনও চক্ষুষ্মান্ পুরুষ, অর্থাত্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুই বিশ্বের চরম তত্ত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই যদি না হইবে, ঈশ্বর যদি সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রেম, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি কল্যাণ গুণের আকর না হইয়া থাকেন, তবে মানুষ কোথা হইতে এই গুণগুলি পাইল! "মানুষে যেমন দয়া আছে, তেমন নৈষ্ঠুর্য্যও আছে, যেমন সত্যনিষ্ঠা আছে, তেমন মিথ্যা প্রবৃত্তিও আছে" এই বলিয়া ইহার জবাব দেওয়া চলে না। কারণ জগতে সত্য ও মিথ্যা, করুণা ও নৈষ্ঠুর্য্য উভয়ই আছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্য যে মিথ্যা হইতে উচ্চ, করুণা যে নৈষ্ঠুর্য্য হইতে ভাল, এই জ্ঞানও সকলেরই আছে, সত্যবাদীরও আছে, মিথ্যা-বাদীরও আছে, দয়াশীলেরও আছে নিষ্ঠুরেরও আছে।

সত্য ও মিথ্যার এই যে মর্য্যাদা জ্ঞান, ইহাও মানুষ ঈশ্বর হইতেই পাইয়াছে। যদি জগতের মূলে ইহা না থাকিয়া থাকে, মানুষেই এই মর্য্যাদা জ্ঞানের প্রথম প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তবে মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা সম্ভবপর মনে হয় না। অতএব পরমেশ্বরই সত্য মিথ্যা মর্য্যাদা জ্ঞানের আকর, তিনিই মানুষকে সত্য মিথ্যার তারতম্য জ্ঞান দিয়াছেন।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান (এই বিশ্ব জগত্ তাহারই সৃষ্টি) কিঞ্চ সত্য মিথ্যার উচ্চাবচতা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নহেন, এই উভয় বাক্য সংযোগ করিলে, নির্ণয় এই দাড়ায় যে তিনি হেয় গুণগুলি পরিত্যাগ করেন ও কল্যাণ গুণগুলিকে গ্রহণ করেন। এই জন্য ভক্তিবাদের মূল সূত্রকার রামানুজাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া গিয়াছেন "ঈশ্বর হেয়প্রত্যনীক ও কল্যাণ গুণাকর"।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সোজা করিয়া বলিয়া থাকেন পরমেশ্বর শুদ্ধ সত্ত্বময়। জাগতিক ব্যাপারে যে সত্ত্ব দেখিতে পাই তাহা মায়িক সত্ত্ব, দ্বন্দ্বাশ্রিত সত্ত্ব। মায়া বলিতে দ্বৈতভাব, দ্বন্দ্বভাব বুঝা যায়। এখানে রাত্রি ছাড়া দিন বুঝা যায় না, দুঃখ ছাড়া সুখ বুঝা যায় না, পাপ ছাড়া পুণ্য বুঝা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর মায়িক জগতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত—মায়া তাঁহারই সৃষ্টি। তথায় কেবলই দিন, রাত্রি তথায় নাই; কেবলই আলোক, তিমির তথায় নাই, কেবলই পুণ্য, পাপ তথায় নাই; কেবলই সত্ত্ব, শুদ্ধ সত্ত্ব; তমস্ তথায় নাই।

ইহা কি সম্ভবপর? কেন সম্ভবপর নয়? যদি একই ব্রহ্মে বিপরীত গুণের সমাবেশ সম্ভবপর হয়, যদি অগ্নি ও জল একই মূল কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি একটি মূল বীজ সুখ ও দুঃখ এই উভয় ফল প্রসব করিতে পারে তবে বিশুদ্ধ সত্ত্বের সত্তা সম্ভবপর হইবে না কেন? যদি অনন্ত ব্রহ্মের সান্ত হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে বিশুদ্ধ সত্ত্বের সদ্ভাব বিশ্বাস করা কঠিন কথা নয়। অতএব হেয় প্রত্যনীক ও কল্যাণ গুণের আকর পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ জ্ঞানযোগীর নাই।

বস্তুগত্যা ঋণাত্মক শক্তি অপেক্ষা ধনাত্মক শক্তি বলবত্তর, অসত্ অপেক্ষা সত্, নাস্তি অপেক্ষা অস্তি, অধিক শক্তিশালী। নতুবা এই বিশ্বজগত্ থাকিত না, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতাম না। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক শক্তির সংঘর্ষে একে অন্যকে খণ্ডিত করিয়া ফল দাঁড়াইত শূন্য। ইহাকে শূন্যবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় নাই, ব্রহ্মের নাস্তিত্ব দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, সৃষ্টি ও ধ্বংশ শক্তি উভয়ই ব্রহ্মে আছে বটে, তথাপি তিনি আছেন। ঋণাত্মক অপেক্ষা ধনাত্মক বলবত্তর।

তাই সত্য মিথ্যাকে জয় করিতে পারে, মিথ্যা সত্যকে জয় করিতে পারে না। মিথ্যুক ব্যক্তি এমন সত্যপরায়ণ হইয়া উঠিতে পারে, যে কোনও মিথ্যা কথা আর সে বলে না। কিন্তু সত্যবাদী এমন মিথ্যাপরায়ণ হইতে পারে না, যে মনে মনে সত্যবাদীকে সম্মান না করে, মিথ্যা না বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, তথাপিও মিথ্যা বলে। মানুষ এমন প্রেমিক হইতে পারে, যে কাহারও হিংসা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু এমন হিংসুক হইতে পারে না, যে কাহাকেও না কাহাকে (অন্ততঃ নিজকে), ভাল না বাসে। অচেতন বস্তু জগতে অনেক আছে, কিন্তু অন্ততঃ একটি চেতন বস্তুও যদি না থাকে, তবে অচেতনের অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে, "অচেতন আছে" একথা বলা চলিত না।

ঋণাত্মক অপেক্ষা ধনাত্মক বলবত্তর। তমস্ অপেক্ষ সত্ত্ব বলবত্তর। অতএব শুদ্ধ সত্ত্ব, তমো বিরহিত সত্ত্ব, থাকা সম্ভবপর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমেশ্বর শুদ্ধ সত্বময়—নিখিল কল্যাণগুণের আকর। পাপ ও দুঃখের সংশ্লেষ তথায় নাই। তিনি অন্ধ উদাসীন শক্তি মাত্র নহেন—চক্ষুষ্মান্ প্রেমময় পুরুষ—পুরুষোত্তম। ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই উন্মুখ—আর্ত্ত জীবের একমাত্র সহায়। তাহার আশ্রয়েই মানুষ চিরন্তন আনন্দ লাভ করিতে পারে।

জগতের মূলকারণকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা না করিয়া, সবিশেষ (শক্তিমান্) পরমেশ্বর,—পুরুষোত্তম বিষ্ণু—বলিয়া অনুমান করিবার প্রধান হেতু এই যে, নতুবা মানুষের যে ন্যায়ে শ্রদ্ধা ও অন্যায়ে অশ্রদ্ধা আছে তাহার কোনও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। হয় বলিতে হয়, মানুষেই এই ন্যায়-নিষ্ঠার প্রথম আরম্ভ, অতএব মানুষ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, নতুবা স্বীকার করিতে হয়, ব্রহ্মেও ন্যায়নিষ্ঠা আছে, অর্থাত্ তিনি নির্বিশেষ তত্ত্বমাত্র নহেন, সবিশেষ পুরুষ। এই জন্য এই তথ্যটীকে ভক্তিবাদের অর্থাত্ বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। ভক্তিযোগের মূলসূত্র এই তত্বটী বেদে অনুপলব্ধ নহে। বেদ তারস্বরে রটনা করিয়াছেন—

দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোত্
সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।
অশ্রদ্ধাম্ অনৃতেঽদধাত্
শ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ॥

যজুর্বেদ ২-৩৭-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজাপতি বিষ্ণুই দুইটী বিভিন্ন রূপের (ভেদের, পাপপুণ্যরূপ দ্বন্দ্বের) সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তিনিই মানুষের হৃদয়ে ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা স্থাপিত করিয়াছেন।

এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব—অর্থাত্ মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বে আকর্ষণ আছে তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে পরমেশ্বর বিষ্ণু শুদ্ধ সত্ত্বময়, এই সত্যটী, ভাগবতে পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে—

সত্ত্বং নোচেদ্ ধাতর্ ইদং নিজং ভবেত্,
বিজ্ঞানং অজ্ঞানভিদ্ অপি মার্জনম্।
গুণপ্রকাশৈর্ অনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

ভাগবত ১০-২-৩৫

হে বিধাতা, তুমি যদি সত্ত্বময় না হইয়া নির্বিশেষ হইতে, তবে মানুষে সত্ত্বগুণের সদ্ভাবের হেতু খুজিয়া পাওয়া যাইতনা, অজ্ঞান বিনাশকারী বিজ্ঞান যে তাহার আছে, তাহাও সম্ভবপর হইত না (কারণ বিজ্ঞান সত্ত্বগুণেরই ফল)। সত্ত্ব গুণেরই সদ্ভাব হইতেই তোমার অস্তিত্ব বুঝা যায়। গুণ তোমারই প্রকাশ, অথবা তুমিই গুণ প্রকাশ করিয়া থাক।

এই যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াই ভক্তিযোগের দর্শনকার রামানুজ স্বামী বলিয়া গিয়াছেন "বিষ্ণু হেয় প্রত্যনীক ও কল্যাণগুণাকর"—অর্থাত্ তিনি হেয় তমোগুণের বিপরীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং উপাদেয় সত্বগুণের আকর। আর শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছেন বেদে যে উভয়লিঙ্গের প্রয়োগ আছে, [অর্থাত্ কোথায়ও তাহাকে সগুণ এবং কোথায়ও তাহাকে নির্গুণ বলিয়া উল্লেখ করা আছে] তথায় নির্গুণত্ব স্থলে একান্ত গুণাভাব (সত্বগুণেরও অভাব) বুঝা যাইবে না, কেবল কদর্য্যগুণের অভাব বুঝা যাইবে। দ্বিতীয় রামানুজ সদৃশ দার্শনিক প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অকাট্য যুক্তি দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ পুরুষোত্তমবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, তবে তাহাকে চিণ্ময় বা আনন্দময়ই বা বলা যায় কেমনে? কারণ চিণ্ময় কিম্বা আনন্দময় বলিলেও তাহাকে বিশেষিত করা হইল। আর যদি তাঁহাকে বিশেষিত করাই হয়, তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া বুঝা যায়, তবে শুধু চিণ্ময় ও আনন্দময় বলিয়াই ক্ষান্ত হই কেন? দয়াময় সত্যময়, ন্যায়ময়, প্রেমময় অর্থাত্ সর্ববিধ কল্যাণগুণের আকর বলিনা কেন?

কেবল শুদ্ধ সত্বের [হিংসার লেশ নাই এমন প্রেমের, লোভের লেশ নাই এমন ত্যাগের, বিবাদ নাই এমন আনন্দের] সদ্ভাব সম্ভবপর কিনা জানিতে হইলে, মহাজন-দিগের দিকে তাকাইয়া দেখ। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট আততায়ীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, মুদ্রার সংস্পর্শে রামকৃষ্ণের হাত বাঁকিয়া যাইতেছে, কৃষ্ণবিলাসে আত্মহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহবুদ্ধিহীন চৈতন্যদেব যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছেন। তাই ভক্তিযোগের আদিম অবতার অথর্বান্ জরথুস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র [পার্শীদিগের গায়ত্রী] বলিতেছে—

যথা অহুঃ বর্য্যো অথা রতুস্,
অষাত্ চিত্ হচা।

ন্যায় নিষ্ঠার জন্য, অহুও (ঈশ্বরও) যেমন বরণীয়, রতুস্ও (অবতার অথবা গুরুও) তেমনই বরণীয়। ধর্মগুরুতেই মঝ্দার বিশিষ্ট প্রকাশ। পরমেশ্বরকে দেখিতে হইলে, অবতারের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে হয়।

আমরা ভক্তিযোগের আলোচনা করিতে গিয়া বেদ ও ভাগবত, জরথুস্ত্র ও রামানুজের বাক্য উল্লেখ করিলাম বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন এসব সেকেলে যুক্তি একালে চলিবে না। তাহারা অভিনিবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন, যে বর্ত্তমান যুগের দুর্দ্ধর্ষ দার্শনিক কাণ্ট কিম্বা বার্গুসঁের যুক্তিজালও এই সত্যের দিকেই ঈঙ্গিত করে। ব্রাড্লে, বোসাঙ্ক, ক্রোসি ও প্রিঙ্গলপ্যাটিসনের গ্রন্থ আলোচনা করিলে, জগতের আদি কারণ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নন, সবিশেষ পুরুষ—পুরুষোত্তম—তাহাই স্ফুট হয়। কিঞ্চ প্রধানতঃ সত্বপ্রীতি (Sense of value) যুক্তির উপরই এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত।

পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সর্বদা তাহাকে স্মরণ করিয়া, সর্বত্র তাহার মঙ্গল হস্ত দর্শন করিয়া, হাসিমুখে সকল কাজ করিতে থাকাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিচিত্ত কর্মযোগীর, অধিআত্মা ও পরব্রহ্ম জ্ঞানযোগীর, আর পরমেশ্বর ভক্তিযোগীর জীবনের কেন্দ্রস্থল। গীতাতে এই যোগ তিনটীর ব্যাখ্যা ও সমন্বয় আছে। কেবল মাত্র ব্যাখ্যাই যদি থাকিত, তবুও গীতা অপূর্ব পুস্তক হইত; কারণ যোগত্রয়ের এরূপ বিশদ বিবরণ আর কোনও পুস্তকে নাই। কিন্তু কেবল ব্যাখ্যা নহে, যোগত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কী গীতা তাহাও বলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে গীতা তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন।

সামঞ্জস্য প্রদর্শনের ফলে কোন যোগটী সকলের বড় এরূপ নিরর্থক বিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব লুপ্ত হইয়াছে। বরং একে অন্যের অনুপূরক, সকলে মিলিয়া মানুষকে মোক্ষধামে পৌঁছাইয়া দেয়, ইহারা একটি মাত্র পথেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, এই ধারণা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে শাক্ত (শিখ) বৈষ্ণব (হিন্দু) সৌর (পার্শী) গাণপত্য (বৌদ্ধ) ও শৈব (জৈন) বেদান্তভন্ত্রের এই পাঁচ শাখার মধ্যে অক্ষুন্ন প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দু পার্শী শিখ তো ঈশ্বরে বিশ্বাসশীল, নিরীশ্বর বৌদ্ধ ও জৈনের পক্ষেও স্বাধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই, এমন যে সার্বভৌম গ্রন্থ, জগতে কোথায় আর তাহার তুলনা মিলিতে পারে?

মানুষের চিত্ত কামনা (ইচ্ছা) চেতনা (জ্ঞান) ও বেদনা (সুখ দুঃখ বোধ) এই তিনটি বৃত্তি দ্বারা গঠিত—যে কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানসিক অবস্থায়ই এই তিনটী বৃত্তিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর এমন কোনও মানসিক অবস্থা নাই যথায় ইহারা নাই কিম্বা ইহাদের অতিরিক্ত অন্য কোনও চতুর্থ বৃত্তি একটী আছে। কামনা, বেদনা ও চেতনার সমবায়ই চিত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। চিত্তই পরমার্থ লাভের উপকরণ। চিত্তের অন্বয়ীভূত এই তিনটী বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, আধ্যাত্মিক উপসম্পদার পথও ত্রিধা বিভক্ত। ইহারাই যথাক্রমে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। গীতা দেখাইয়াছেন যে কর্ম যোগেই আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফুরণ। সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রজ্ঞার নির্দ্দেশমত কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতে হইবে ইহাই কর্মযোগের নির্দ্দেশ। কর্মযোগের বিকাশ জ্ঞানযোগে। কর্মযোগ আমাদিগকে সুখের কামনা বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দেয়; [কারণ সুখের লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কেহ কর্তব্য পথে স্থির থাকিতে পারে না]। আর জ্ঞানযোগ আমাদিগকে সর্ববিধ কামনা, এমন কি কল্যাণের কামনাও বিসর্জ্জন দিয়া শুধু দ্রষ্টারূপে অবস্থিত থাকিবার উপদেশ দেয়। জ্ঞানযোগীর পক্ষে মাত্র একটী কামনা আছে, তাহা সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান, দ্রষ্টারূপে অবস্থান। কামনা মাত্রই দুঃখজনক, কামনা থাকিলেই আত্মার সদানন্দত্বের হানি হয়। জ্ঞানযোগী নৈরপেক্ষ্য দ্বারা সর্ববিধ কামনাকে জয় করিয়া কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। ব্রহ্মসূত্র বলেন সাক্ষিরূপে অবস্থানই আত্মার স্বরূপে স্থিতি। আত্মাতে শুধু দ্রষ্টৃত্বই আছে। কামনা ও কর্ত্তৃত্ব যদি আত্মার স্বরূপ হইত, তবে সর্বদাই কামনার সদ্ভাব বশতঃ মুক্তি কখনই সম্ভবপর হইত না। কারণ কামনাহীনতার নামই মুক্তি। যাহার সর্ব কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, কিম্বা যাহার কোনও কামনাই নাই, তিনিই মুক্ত। কামনা ও কর্ত্তৃত্ব আগন্তুক-গুণ—উপাধিমাত্র। উহাদিগকে পরিত্যাগ করা যায়। স্বরূপে আত্মা কেবল দ্রষ্টামাত্র। সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সাক্ষিরূপে অবস্থানই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। কূটস্থ আত্মা সত্‌চিত্‌ ও আনন্দময়। অন্য কোনও গুণ তাহাতে নাই। কূটস্থ আত্মার অবস্থানই জ্ঞানযোগ।

ভক্তিযোগ আবার জ্ঞানযোগের বিকাশ। তোমার আমার ও অপর সকলের সাক্ষি-আত্মার মূলীভূত যে আত্মা, তিনিই পরমাত্মা। এই বিশ্বজগত সেই মুল চৈতন্যেরই স্বপ্নবিলাস—তাহা হইতেই উত্‌পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই অবস্থিত আবার তাহাতেই লয় পাইবে। একই ব্যক্তির অভিন্ন সুপ্তি চৈতন্য স্বপ্নযোগে যেমন সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক, রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিভিন্ন আকার পরিগ্রহণ করে অথচ মূলতঃ তাহা একটীমাত্র ব্যক্তির চৈতন্যই বটে, সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বজগত সেই এক মাত্র মূল চিণ্ময় শক্তিরই বিবর্তন মাত্র। তাঁহার ইচ্ছায়ই এই বিশ্বজগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আত্মা যে স্বরূপে থাকিয়া দ্রষ্টার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, ইহাও তাহারই বিধান। তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে পরমার্থ সাধন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আর তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইলে, নিরন্তর তাঁহার চিত্ত স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রাখিতে পারিলে মোক্ষলাভ সহজসাধ্য হয়। অতএব ভক্তিযোগই মানুষের চরম সাধন—ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ পথ।

যদি পরমাত্মার ইচ্ছায়ই বিশ্বজগত্ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা (Freedom of the will) বলিয়া কিছুই নাই, অতএব সাধনার অবসরও কিছুই নাই এরূপ আপত্তি অমূলক। কারণ সাধনার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে ইহাও পরমাত্মারই বিধান। যতক্ষণ আত্মকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান (Freedom of the willর অনুভব) আছে, ততক্ষণ কর্তব্যও আছে, সাধনাও আছে। ঈশ্বরেচ্ছায়ই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এই বিশ্বাস যাহার সহজ হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও কর্তব্য নাই, কোনও সাধনাও নাই; কারণ সে তো সিদ্ধই হইয়াছে। তাহার কোনও কামনাই অবশিষ্ট নাই, মুকুন্দের রাতুল চরণে সকল কামনা সমর্পণ করিয়া, সেই ব্যক্তি যাবতীয় বন্ধন—কামনার বন্ধন ও কর্তব্যের বন্ধন ইত্যাদি সকল বন্ধনের হাত এড়াইয়া মুক্তির স্বাদ উপভোগ করিতে শিখিয়াছে। অতএব ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগই আধ্যাত্মিক জীবনের চরম পরিণতি হইলেও, একবারেই তথায় পৌঁছান যায় না, তজ্জন্য সাধনার প্রয়োজন। দ্বিতলে পৌঁছিতে হইলে লাফ দিয়া উঠা যায় না; সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্য দিয়াই ভক্তিযোগে আরোহণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তির কর্তব্যে নিষ্ঠা নাই, ন্যায় ও অন্যায়ের কোনও পার্থক্য যে করে না, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মের প্রতি-পালক মহেশ্বর রুদ্রের অনুগ্রহ সে কিছুতেই লাভ করিতে পারেনা। তাহার পূজাঅর্চা বৃথা আড়ম্বর মাত্র।

এইরূপ সর্ববিধ কামনার ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে যিনি পারেন নাই, মহেশ্বর মঝ্‌দার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা, রুদ্রের ধ্যানে আনন্দ উপভোগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি পরমেশ্বর রুদ্রকে নিজের প্রভু বলিয়া মনে করেন না, মনে করেন রুদ্র তাহার ভৃত্য। যেন তাহার কামনাগুলি পরিপূর্ণ করাই রুদ্রের একমাত্র কাজ। নিজের কামনা ব্যাহত হইলেই তাহারা রুদ্রের উপর ক্রুদ্ধ হন। তাহারা নিজের কামনারই দাস—বিষ্ণুর দাসত্ব করিতে তাহারা শিখেন নাই। প্রবল পরাক্রমশালী হইলেও এই সব হিরণ্যকশিপুরা বিষ্ণুর দর্শন পান না; তাই শান্তিলাভ করিতে পারেন না। বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতে যাহারা অগ্রসর হন, কিন্তু নিজের মঙ্গল কোথায় তাহার সন্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা পান নাই। বিপুল তাহাদের তপস্যা, কিন্তু কামনার তাড়না ও ব্যর্থতার আশঙ্কায় উত্তেজিত হৃদয়ে শান্তিনাথের আসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; মাধবের মোহন মূরলীর মধুর ধ্বনি তথায় শুনিতে পাওয়া যায় না।

এইজন্য কর্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগে থামিয়া থাকিলে চলিবে না; ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। নতুবা পরমপুরুষার্থ (শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি) লাভ করিতে পারা যায় না; জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

সত্য বটে প্রজ্ঞা (Conscience=বিবেক) আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রজ্ঞার আলোকেই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া আমরা ক্রমশঃ উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে পারি। প্রজ্ঞা না থাকিলে পশুপক্ষীর মত, চরিত্রবল শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে একপ্রকারই থাকিয়া যাইত। কেহ ভাল কেহ মন্দ বলিয়া মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ থাকিত না,—কপি ও কুক্কুরের ন্যায় সকলেরই একই চরিত্র হইত, সাধারণ স্তর হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে কেহই পারিত না। পরন্তু প্রজ্ঞা যাঁহার অবদান, তাঁহাকে জানিতে পারাই প্রজ্ঞা লাভের পূর্ণ সার্থকতা, এই জন্য ভক্তিযোগী প্রজ্ঞাধীশ রুদ্রের সান্নিধ্য লাভে ব্যগ্র হয়।

এইরূপে জ্ঞানযোগও প্রতিবাদ দ্বারাই ভক্তিযোগকে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করে। ব্রহ্মবাদ বিষ্ণুস্তবেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগমনী। তাই গীতা বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"—ব্রহ্মের সত্তা আমাতেই অধিষ্ঠিত। সত্য বটে ভাল থাকিলেই মন্দ থাকিবে, দিন থাকিলেই রাত্রি থাকিবে, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় না পৌছিতে পারিলে পাপ ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারেনা; এইজন্য গীতা জ্ঞান-যোগের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন "নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন"—নিরপেক্ষতা দ্বারা ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ কর। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই নয়, যে নির্বিশেষ ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব। তাহাই যদি হইবে, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হইবেন, তাহা হইলে মুক্তির আনন্দ যে ইন্দ্রিয়সেবা হইতে গরীয়ান্, মানুষকে এই কথা কে বলিয়া দিল? পাপকে নিগীর্ণ করিয়া ব্রহ্ম যদি পুণ্যস্বরূপ না হইয়া থাকেন, তবে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষ কোথা হইতে পাইল? আর তিনি যদি পুণ্যস্বরূপ হইয়া থাকেন তবে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ইহাই শেষ কথা নহে, ব্রহ্ম সবিশেষ ইহাই শেষ কথা। ব্রহ্ম নির্গুণ ইহা সত্য কথা বটে, কিন্তু ব্রহ্ম সগুণ ইহা আরও সত্য কথা। ব্রহ্ম নির্গুণ—কারণ পুণ্য বা পাপ কিছুতেই তাহার আসক্তি নাই, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি পুণ্যময়, অতএব সগুণ। পুরুষোত্তম বিষ্ণুই চরমতত্ত্ব। তাহার স্বরূপ উপলব্ধির সাহায্য করাই জ্ঞানযোগের সার্থকতা।

কিন্তু নিজের দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়া (এমন কি নিজের মনও যে নিজের অধীন নয়, ইহা উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া) ঐশী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক শক্তিলাভ করিতে যিনি শিখেন নাই, ব্রহ্মত্বের দাবী করা তাহার পক্ষে দু'সাহস মাত্র। পাপের প্রলোভন ও দুঃখের আঘাত যাহাকে প্রতি নিমিষে ধূলিলুণ্ঠিত করে, নিত্যজ্যোতি আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা কল্পনা তাহার পক্ষে বাতুলতার পরাকাষ্ঠা।

জ্ঞানযোগীর আদর্শ যে মুক্তি (নিরপেক্ষতা) তাহা মানুষ তপস্যা দ্বারাই লাভ করে। তপস্যা অর্থ শক্তি সঞ্চয়। যিনি সর্বশক্তিমান্ তাহা ভিন্ন অন্য কোথা হইতে মানুষ প্রলোভন অতিক্রম করিবার শক্তি লাভ করিতে পারে? পাপের আকর্ষণ অতিক্রম করিবার শক্তি তিনিই দেন। তাই বেদ বলিয়াছেন—

যস্মান্ ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসঃ,
যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।

ঋগ্বেদ-২-১২-৯

যাহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই জয়লাভ করিতে পারে না, সাধনসমরে যুযুৎসুগণ যাহার সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনিই পরমেশ্বর ইন্দ্র।

সর্ববিধ পাপের হন্তারক ঈশ্বরের সান্নিধ্যই কেবল মানুষকে পাপে রুচি হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। ইন্দ্রই বৃত্তকে নিধন করিতে পারেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শয়তানের হাত হইতে রক্ষা কেহ পায় না। তাই সাধন হিসাবেও ভক্তিযোগের প্রয়োজন আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগেই যে ব্যক্তি থামিয়া থাকে, ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত যায় না, সে অন্ধ। সে নিজেতেই নিজে আবদ্ধ আছে। যে বিরাট্ ঐশী শক্তি অশুভকে দমন করিয়া শুভকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে, যে প্রকাণ্ড সূর্য্যের একটী মাত্র রশ্মি তাহার প্রজ্ঞার ভিতর ক্রিয়া করিয়া তাহাকে ন্যায়নিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, যে শক্তি তাহার অস্তিত্বের মূলীভূত কারণ, সেই বিরাট্ শক্তির কোনও খবরই সে রাখে না। কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, আলোকের সঞ্চার রুদ্ধ করিয়া সে ভাবে সূর্য্য নাই।

কিন্তু জ্ঞানযোগকে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিপথে প্রবৃত্ত হয়, অশুভ সত্তার কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। মনে মনে একটা গোজামিল দিয়া বলিয়া থাকে, (মায়িক জগতেও) পরিণামে ন্যায় পক্ষেরই জয় হইবে। অংগ্রমন্যু অবশেষে স্পেন্ত-মন্যু কর্ত্তৃক পরাভূত হইবে, পরিণামে অশুভের ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া শুভ জ্যোতির আলোকচ্ছটা প্রকাশ পাইবে। ন্যায় ও অন্যায়ের যুদ্ধ যে একটা নিরন্তর আবর্ত্তিত যুদ্ধ, দিন ও রাত্রি উভয়ই যে সৃষ্টির আবশ্যক অঙ্গ, দ্বন্দ্ব দ্বারাই যে মায়ার রাজ্য গঠিত, একথা সে বুঝিতে পারে না। কেবল নির্গুণ ব্রহ্মই শুভাশুভ উভয়ের অতীত এ ধারণা তাহার হয় না। আর এ ধারণা না হইলে, পুরুষোত্তম বিষ্ণু যে ব্রহ্মেরও অতিশায়ী শক্তি ইহা না বুঝিলে, ঈশ্বরনিষ্ঠার মূলেও একটা সংশয় থাকিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয় যাহা করা উচিত ঈশ্বর তাহা করিতেছেন না। ঈশ্বর সর্বগুণময়—সত্ব ও তমস্ উভয়েই তিনি সমান উদাসীন, বাহ্যিক জগতে (মায়িক জগতে) ইহাই বিধান। কিন্তু আধ্যাত্মরাজ্যের কথা পৃথক্। তথায় তাহারই বিধান বলে সাত্বিক ব্যক্তি ব্রহ্মতত্বে পৌঁছিয়া পাপ ও দুঃখ হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি পাইতে পারে; সাক্ষিআত্মা যে অবস্থার অধীন নহে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। তামসিক ব্যক্তি তাহা পারে না। ইহারই নাম পুণ্যের জয়। ব্রহ্ম-তত্বের আলোকে না দেখিলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে না।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে থামিয়া থাকিলে চলিবে না, ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। অপর পক্ষে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তিযোগে অবস্থান স্বপ্নবিলাস মাত্র। কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছেন, জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি নিষ্কিঞ্চন হইতে পারিয়াছেন, ভক্তিযোগ তাহার পক্ষেই সাজে। ইন্দ্রিয়লালসা যাহাকে মুহূর্তেই অভিভূত করিয়া ফেলে, ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়না যিনি সহ্য করিতে শিখেন নাই, মান ও অপমান যাহার নিকট সমান হয় নাই, সচ্চিদানন্দে রাসচক্রে যোগদানের আশা তাহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। ব্রহ্ম-সাধনা দ্বারা যিনি নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন নাই, পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাহা হইতে দূরে সরিয়া যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলকথা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিন পন্থার সংযোগেই সাধনমার্গ গঠিত। এই যুক্ত সাধনা দ্বারাই বৈকুণ্ঠনাথের সাযুজ্য লাভ করা যায়। যোগত্রয়ের কোনওটীকে একেবারে পরিত্যাগ করা তো দূরের কথা, অপ্রধান বলিয়া কাহাকে উপেক্ষা করিলেও ধর্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মানুষ কর্তব্যনিষ্ঠ হইবে, শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব যে একটা মায়া মাত্র, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাহার কোনও স্থায়িত্ব নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া অভিনয়-দ্রষ্টার আনন্দ ভোগ করিবে আবার সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করিবে, ইহাই মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা ; তদ্দ্বারাই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে ; নতুবা তাহার ধর্মসাধনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

গীতা এই সামঞ্জস্যই বিধান করিয়াছেন, আর এই সামঞ্জস্য দ্বারা ধর্মজগতের সকল সমস্যা চিরকালের জন্য সমাধান করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই গীতা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিয়া গীতাকে নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করিবে, বাসুদেবের উদাত্ত বাণী তাহাকে দিনে দিনে অমৃতের পথে লইয়া যাইবে। যাহার তাদৃশ শ্রদ্ধা হইবে না, সে নিজকেই অধ্যাত্ম-সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত রাখিবে। অপরের তাহাতে কিছু আসে যায় না।

—:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) শাস্ত্রসমূহের যোগসূত্র।

ভারতের ধর্মজিজ্ঞাসার ইতিহাসে গীতার রচনাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, যে চিন্তারাশির পরিণত ফল গীতা, সেই চিন্তাধারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছিল। বাসুদেব গোবিন্দ এই চিন্তাধারাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, উদ্যানে উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিয়া তিনি একটী মনোহর মালা গাথিয়াছেন। ফুলগুলি পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল।

বেদ বলিয়া গিয়াছেন—

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ।

ঋগ্বেদ-১-১৬৪-৫০

মহাপুরুষগণ কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিতেন—সুখের জন্য নহে।

আবার বলিয়াছেন,—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্।

ঋগ্বেদ-১-১৬৪-৩৯

শূন্যতাই ঋকের বাণী—অকিঞ্চনত্বই ঋগ্বেদের আশয়।

উপনিষদ্ বলিতেছেন,

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্।

কঠ-২-১

সুখের পথই ভিন্ন, আর কর্তব্যের পথই ভিন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিম্বা বলিতেছেন,

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য।
ন বর্ধতে কর্মণা ন কনীয়ান্॥

বৃহদারণ্যক-৪-৪-২৩

কূটস্থ আত্মা স্বয়ং পূর্ণ। কর্ম করিলেও তাহার কিছু বাড়ে না, না করিলেও কিছু কমে না। অতএব তাহার কামনার বিষয় কিছুই নাই।

অথবা বলিয়াছেন,

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্।
কর্তারম্ ঈশম্ পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥

মুণ্ডক-৩-১-৩

যখন দ্রষ্টা (ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মযোনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে, তখনই তাহার জীবন সার্থক হয়।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগমূলক বেদ ও উপনিষদের এই বাণীগুলি হইতে গীতার বাণীর কি কোনও পার্থক্য আছে? আমরা কি দেখিতে পাই না যে উপনিষদ্ ও গীতা উভয়ের মধ্যে একই ভাবধারা অনুস্রুত। গীতা বেদের সারভাগ উপনিষদেরই সম্প্রসারণ। গীতাপাঠ দ্বারা বেদের চিন্তাধারার সহিত সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে।

বেদের সারসর্বস্ব যে গীতায় সংগৃহীত আছে, এই সত্যটী প্রাচীনগণের ভালরূপেই জানা ছিল। এই জন্য বেদ উপনিষদ্ও গীতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহারা তারস্বরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনা করিয়া গিয়াছেন। বেদ ও গীতার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া তাহারা বলিয়াছেন,—

ভারতে সর্ববেদার্থঃ ভারতার্থশ্চ কৃতস্নশঃ।
গীতায়াম্ অস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

ভীষ্মপর্ব-২৪-১-(নীলকণ্ঠ টীকা)

বেদের সার মহাভারতে। মহাভারতের সার গীতায়। অতএব গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী।

উপনিষদ্ ও গীতার সম্বন্ধ সম্পর্কে তাহারা বলিয়াছেন,—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃসুধীর্ ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদ্‌রূপ গাভীগুলিকে দোহন করিয়াই গোবিন্দ গীতারূপ দুগ্ধ আহরণ করিয়াছেন।

মহাভারত আর গীতা তো অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত— মহাভারতের সর্বোৎকৃষ্ট অংশই গীতা। পণ্ডিত-মূর্খগণ বলিয়া থাকেন, "কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশপর্ব গীতার উপদেশ পদ্য ভাষায় বলিয়া গেলেন, ইহা অতি অসম্ভব কথা, অতএব গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।" যাহারা মূল মহাভারত পড়েন নাই, কেবল তাহারাই এ আশঙ্কা করিতে পারেন। মহাভারতের শিক্ষার যাহা সার, তাহা শান্তিপর্বে সংগৃহীত আছে। শান্তিপর্বে উল্লিখিত সত্যগুলিকে রূপায়িত করিবার জন্যই মহাভারতের আখ্যান ভাগের অবতারণা। শান্তিপর্বই মহাভারতের প্রাণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতযুদ্ধের আখ্যানভাগ ইহার পঞ্জর (কাঠামো) মাত্র। শান্তিপর্বের উপদেশের সহিত গীতার ভাব ও ভাষার অভিন্নতা যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহার মহাভারত পাঠ ব্যর্থ হইয়াছে। সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাদীক্ষাকে লোকসমাজে প্রচারিত করিবার জন্যই মহাভারতের রচনা হইয়াছিল। আর সেই কাজ এত সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যাসকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, "দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করা হয়। গীতার শ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গনে আওরান নাই; কিন্তু চিরজীবন ব্যাপিয়াই শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ত্ব বার বার বলিয়া গিয়াছেন সেই কথামৃত অবলম্বন করিয়াই গীতা রচিত। রণাঙ্গনে তাহার সূচনা, ব্যাসদেবের বলিবার একটী ভঙ্গিমাত্র। বলিবার ভঙ্গিটী ব্যাসের, কিন্তু কথিত তত্ত্বগুলি শ্রীকৃষ্ণের—যেন শ্রীম কথিত "রামকৃষ্ণ কথামৃত" অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিত"। কেবল গীতা বলিয়া নহে, সমগ্র মহাভারতই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বিবৃতি—গীতা তাহার ঘন সার।

বেদের তাত্ত্বিক ভাগ উপনিষদে সংগৃহীত। উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়াই মহাভারত রচিত। আবার পরবর্তীকালে যে সব জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে,—পুরাণ ও যামল (তন্ত্র)—তাহারা তো প্রতিপদে বেদেরই দোহাই দিয়াছেন। বেদোক্ত ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যা করাই তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্য। অতএব বেদ উপনিষদ্ পুরাণ ও তন্ত্র, হিন্দুশাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে, সকলের সহিতই গীতার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। একমাত্র গীতা পাঠেই সর্বশাস্ত্র পাঠের ফল পাওয়া যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, হিন্দুর অপর সকল শাস্ত্রগ্রন্থ যদি ভস্মসাত্ হইয়াও যায়, তথাপি একমাত্র গীতাকে অবলম্বন করিয়াই হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিবে। গীতাই হিন্দুশাস্ত্র রাশির মহাকুঞ্জিক (Master key)।

—:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪) অধ্যায়-পরম্পরা।

গুরুগ্রন্থমালা পর্য্যায়ের সংকল্প অনুযায়ী গীতার শ্লোক-গুলি এই পুস্তকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে; যেন প্রতিদিন একটী করিয়া অধ্যায় একক পাঠ করিয়া, কিঞ্চ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত উপবসথ-সঙ্গতে (Congre-gational Prayer) পঞ্চদশম অধ্যায়টী প্রাতিমোক্ষ স্বরূপে যৌথভাবে পাঠ করিয়া, জাতি সংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, বৈদিক যুগের দর্শ-পৌর্ণমাস সত্রের অনুষ্ঠান পুনঃ প্রচলিত করা যাইতে পারে।

স্বাধ্যায়কে কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত না রাখিয়া; প্রতিদিনই স্বাধ্যায়ের কতক অংশ পাঠ করতঃ ইহার স্বাধ্যায় নাম সার্থক করিতে যাহারা উৎসুক, এরূপ বিভাগের উপকারিতা তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র গ্রন্থকে এরূপভাবে বিভক্ত করিয়া পাঠ করিলে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থই পঠিত হইয়া যায়। এই জন্যই মুসলমানগণ কোরাণ গ্রন্থকে ত্রিশ পারায় বিভক্ত করিয়া, প্রতিদিন এক পারা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান তিথি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট। কারণ ১লা হইতে ২রা তারিখের পার্থক্য, কিম্বা রবিবার হইতে সোমবারের পার্থক্য, অনেকটা কৃত্রিম ব্যবধান মাত্র। অপর পক্ষে প্রতিপদ্ হইতে দ্বিতীয়া যে পৃথক্, প্রকৃতিই তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া দেয়, চন্দ্রমাই তাহা জানাইয়া দেয়। তাই হিন্দুর আচার, তারিখ ও বারের উপর নির্দ্দিষ্ট না করিয়া তিথির উপর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু তিথির সংখ্যা পনর বলিয়া গীতাকেও পনরটী অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইল। গীতার শ্লোকের সংখ্যা সাতশত, তাই গীতার অপর নাম সপ্তশতী। শ্লোক সংখ্যা হিসাবেও গ্রন্থটীকে পনর অধ্যায়ে বিভক্ত করা অসঙ্গত হয় না—কোনও অধ্যায়টী খুব ছোট, কিম্বা খুব বড় হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

কিন্তু শ্লোকের সংখ্যা গণিয়া অধ্যায় বিভক্ত করা একটা বাহ্য বিচার মাত্র। প্রথম হইতে গণিয়া গণিয়া ন্যূনাধিক পঞ্চাশটী করিয়া শ্লোক, প্রতি অধ্যায়ের জন্য রাখিয়া গেলেই সেরূপ বিভাগ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। কোনও অন্তরঙ্গ যুক্তি না থাকাতে এরূপ যান্ত্রিক (Mechanical) বিভাগ বুদ্ধিমান ব্যক্তির মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না। কোনও একটী মূলসূত্র (Principle) অবলম্বন করিয়া অধ্যায় বিভাগ করিতে পারিলেই তাহা সমধিক উপাদেয় হয়।

যে পনরটী অধ্যায়ে গীতাকে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর একটা সঙ্গতি আছে। ইহারা সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবনের পনরটী সোপান সদৃশ। ইহাদের একটী হইতে আর একটী সোপানে আরোহণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক ক্রমে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে, তাহার জীবনটী একটী আনন্দ-সঙ্গীতে পরিণত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের বিশিষ্ট ভূমিগুলির সহিত গীতার অধ্যায় বিভাগের একটা ক্রম রাখিতে এথায় চেষ্টা করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভূমিগুলি গীতার অধ্যায় বিভাগ দ্বারা, যতই পরিস্ফুট হইবে গীতার চমত্কারিত্ব ততই বেশী উপলব্ধি হইবে। ক্ষীণশক্তি সঙ্কলয়িতার এ বিষয়ে সাফল্য লাভের আশা দূরপরাহত। কিন্তু তাহার অক্ষমতা দেখিয়া নিশ্চয়ই কোনও শক্তিমান্ লেখক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এই ভরসাই সঙ্কলয়িতাকে এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত করিয়াছে। সেই ক্রমটী কী, অধ্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কী তাহা প্রকাশ করিয়া বলা প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়ের নাম পার্থবিষাদ। বিষাদেই ধর্ম্ম-জীবনের সূচনা। মানুষ যদি জীবনে ক্রমাগত সাফল্যলাভ করিতেই থাকিত তাহার আকাঙ্ক্ষা যদি কোথায়ও প্রবল বাধা না পায়, তবে সে প্রমত্ত হইয়া একটীর পর আর একটী বাসনা অনুসরণ করিতে থাকে। জীবনের উদ্দেশ্য কী এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নই কখনও তাহার মনে জাগে না, এরূপ প্রশ্নের আলোচনার অবসরই তখন তাহার নাই। কিন্তু অকস্মাত্ হয়ত একটা প্রবল বিপত্তি কোথাও হইতে উপস্থিত হইয়া তাহার সকল আশা চূর্ণ করিয়া দিল। তখন তাহার ইচ্ছাশক্তি অবসন্ন হইয়া যায়; অগ্রসর হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি তাহার আর থাকে না। তখনই মানুষ জিজ্ঞাসা করে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনে সফলতা লাভের সম্ভাবনা তাহার আছে কিনা? সে ঠিক পথে চলিতেছে কি না? এই জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন জগতে যদি মৃত্যু না থাকিত, তবে ঈশ্বরও থাকিতেন না। অর্থাত্ মৃত্যুর বিভীষিকা মাঝে মাঝে উঁকি না দিলে মানুষ আত্মসুখেই এতটা নিমগ্ন থাকিত যে, ক্ষণিক বাসনার অনুসরণ ছাড়া জীবনে যে কোনও স্থির উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, একথা তাহার মনে উদিতই হইত না। জয় পরাজয়ের দ্বন্দ্বের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—যুদ্ধ করাই কি তাহার পক্ষে ভাল হইবে, না যুদ্ধ ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেলেই ভাল কাজ করা হইবে; কোন্ পথে চলিলে তাহার জীবন অধিক সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পুরুষার্থ-বিনিশ্চয় অর্থাত্ জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহার নির্ণয়। আমরা যাহাকে বলি "জীবনের উদ্দেশ্য" প্রাচীনেরা তাহাকেই বলিতেন "পুরুষার্থ"—পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), অর্থাত্ মানুষের উদ্দেশ্য। মানুষ ধন, মান, যশ, আরোগ্য, প্রতিপত্তি অনেক কিছুই চায়। স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য একটী মাত্রই হইতে পারে—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন"। সকল উদ্দেশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলিকেই মানুষ সমান মূল্য দেয় না, সম্মান ও ধনের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে কেহ হয়ত সম্মানকেই প্রাধান্য দেয়, কেহ হয়ত ধনকেই প্রাধান্য দেয়, সম্মান ছাড়ে তবু ধন ছাড়ে না। এইরূপ স্বাস্থ্য ও যশের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, কেহ হয়ত স্বাস্থ্যই ছাড়ে, যশ পাইতে চেষ্টা করে, কেহ হয়ত যশের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেই মনোনিবেশ করে। অর্থাত্ আপাতদৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য অনেকগুলি মনে হইলেও, তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলেই উপলব্ধি করা যায় যে, প্রত্যেকের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মাত্র একটীই। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি প্রধান উদ্দেশ্যের সহায়ক মাত্র, অতএব গৌণ।

ধন চায় লোকে সুখের জন্য, মান চায় সুখের জন্য। এস্থলে ধন ও মান গৌণ উদ্দেশ্য, সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ গৌণ উদ্দেশ্যগুলিকে বাদ দিয়া গেলে, দুইটী মুখ্য টিকিয়া থাকে—সুখ আর কর্ত্তব্য প্রেয়স্ আর শ্রেয়স্। শ্রেয়সকে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়সকে গ্রহণ করিলে মানুষ অধঃপাতে যায়। আর প্রেয়সকে পরিহার করিয়া শ্রেয়সকে গ্রহণ করিলেই মানুষ অভ্যুদয় লাভ করে। তাই গীতা বলিলেন,

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

২-৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা সুখভোগকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করে, তাহাদের জীবন-সমস্যার কখনও সমাধান হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কামকার নিরাস। অর্থাত সুখ যে জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না তাহাই প্রদর্শন। কাম শব্দের বর্ত্তমান অর্থ দাঁড়াইয়াছে, লালসা বা মৈথুনেচ্ছা। প্রাচীনেরা এরূপ নিকৃষ্ট অর্থ কাম শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তাহা যদি করিতেন, তবে কামকে (মৈথুনকে) জীবনের একটী উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে তাহারা লজ্জা বোধ করিতেন। কাম বলিতে তাহারা বুঝিতেন সুখ। কামকার অর্থ সুখবাদ—"সুখই জীবনের উদ্দেশ্য" এই মত। সুখ দুই প্রকার—একটী ইন্দ্রিয়জ, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ, বাহ্য বস্তুর সহিত সংস্পর্শে উত্পন্ন। অপরটী ইন্দ্রিয়াতীত, কেবল মানসিক সুখ; প্রথমটীকে প্রাচীনেরা বলিতেন কাম, ও দ্বিতীয়টীর নাম দিয়াছিলেন আনন্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যে সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কর্তব্যই জীবনের উদ্দেশ্য ; প্রেয়স পুরুষার্থ নয়, শ্রেয়সই পুরুষার্থ। প্রেয়স যে কেন যথার্থ পুরুষার্থ হইতে পারে না তৃতীয় অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে।

(তারতম্য, আপেক্ষিকতা ও নিরনুসন্ধান)

প্রধানতঃ তিনটী কারণে সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথম কারণটী এই যে সুখের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চ-নীচ প্রকারভেদ আছে। সব সুখই এক প্রকারের নহে। কেহবা [ধনলাভে কিম্বা ঈর্ষা বশতঃ] অপরকে হত্যা করিয়া সুখ পায়, কেহবা অপরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সুখ পায়। কেহ বা মদ্য পান করিয়া নরদমায় পড়িয়া থাকিতে সুখ পায়, কেহবা কালিদাস কিম্বা হাফেজের কবিতা আলোচনা করিয়া সুখ পায়। উভয় সুখের মূল্য এক হইতে পারে না। বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া কুক্কুরই সুখ পাইতে পারে, মানুষ তাহা পারে না। যাহার প্রকৃতি উন্নত হইয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া মদ খাওয়াইয়া দিলে বরং সে দুঃখী হয়। যাহার যেমন শ্রদ্ধা, তাহার সুখও সেই প্রকারের। নিম্নস্তরের সুখ ভোগ করা অপেক্ষা অসুখী থাকাও সাত্ত্বিক ব্যক্তি পছন্দ করেন। তাই প্রসিদ্ধ দর্শনকার মিল বলিয়াছেন যে "সন্তুষ্ট শূকর হওয়া অপেক্ষা অসন্তুষ্ট সক্রেটিশ হওয়া ভাল"। সুখের মধ্যে প্রকারভেদ থাকায় ইহাই বুঝা যায় যে সুখাতিরিক্ত এমন কোনও পৃথক্ বস্তু আছে, যাহার সত্তা একটী সুখকে উচ্চস্তরে ও অন্য একটী সুখকে নিম্নস্তরে স্থাপিত করে। অতএব সুখই একমাত্র কাম্য নহে। বরং সুখাতিরিক্ত যে পদার্থটী সুখকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে, তাহাই অধিকতর কাম্য। সে পদার্থটী কী, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু সুখের ভিতর যে প্রকারভেদ আছে তাহা হইতে বুঝা যায়, যে সুখই একমাত্র কামনার বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। তাহা যদি হইত তবে যে সুখ প্রকারে উচ্চ, তাহা অপেক্ষা যে সুখ পরিমাণে বেশী, তাহাই অধিকতর কাম্য হইত। কিন্তু তাহা হয় না। তিন দিন ধরিয়া মদ্যপান করিবার সুযোগ অপেক্ষা, এক ঘণ্টা হাফেজের কবিতা উপভোগ করিবার সুযোগই সজ্জনের পক্ষে বেশী স্পৃহনীয়।

সুখকে পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ না করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাহ্য ঘটনার সহিত সুখ দুঃখের কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ নাই। সুখ দুঃখ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, মানুষ নিজেই তাহার সুখ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন—Mind is its own place, and itself can make a heaven of hell and a hell of heaven. (Milton) মানুষের মনের উপরই সব নির্ভর করে, সে স্বর্গে থাকিয়াও নরক যন্ত্রণা ভোগ করে, আবার নরকে থাকিয়াও স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারে। কোনও ঘটনা সুখকর হইবে কিম্বা দুঃখকর হইবে, তাহা সেই ঘটনার উপর তত নির্ভর করেনা, যতটা নির্ভর করে দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার উপর। রোস্তম মরিয়া গেলে, আফ্রাসিয়াব সুখী হয়, কৈকাউস্ দুঃখিত হয়। ঘটনা একই কিন্তু ফল বিপরীত। হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া একজন নিজকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া উল্লসিত হয়, অপর একজন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে তাহার প্রয়োজন মিটিবেনা ভাবিয়া সর্বদা ম্রিয়মান থাকে। যাহার অভাব বোধ যত কম, সে তত অল্প সম্পদে সন্তুষ্ট হইতে পারে। অতএব সুখকে পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহা খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই। বরং অভাব বোধ যাহাতে কমে সেইরূপ চেষ্টাকে—সংযমকেই পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

সুখকে পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ না করিবার তৃতীয় কারণ এই যে, সুখকে খুঁজিয়া বেড়াইলে সুখ পাওয়া যায় না, না খুঁজিলেই সুখ পাওয়া যায়। ছায়াকে দৌড়িয়া ধরিতে গেলে যেমন ছায়া পলাইয়া যায়, স্থির হইয়া দাড়াইলেই ছায়াও স্থির হয়, সেইরূপ জ্ঞাতসারে সুখের অন্বেষণ একটা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যে, রত্নখচিত পর্য্যঙ্কে সুখাসীন থাকিয়া, স্ত্রীপুত্র বেষ্টিত হইয়াও যদি প্রশ্ন করা যায়, যে "আমি কি সুখী?" তবে সেই মুহুর্ত্তেই সুখ উড়িয়া যায়—শত শত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার পদাঘাতে হৃদয় জর্জরিত হয়। তাই দর্শনবেত্তা Mill বলিয়াছেন, "সুখকে ভুলিলেই সুখ পাওয়া যায়" [In order to *get* happiness we must *forget* it] সুখকে ভোলাই সুখ পাইবার পন্থা। সমুদ্র না চাহিলেও নদীর জল যেমন আপনা হইতেই সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ না চাহিলেই সুখ আপনা হইতে উপস্থিত হয়। অতএব সুখান্বেষণ জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখে প্রকারভেদ আছে, মানুষ নিজেই নিজের সুখ দুঃখের স্রষ্টা, আর সুখকে ভুলিতে না পারিলে সুখ পাওয়া যায় না, প্রধানতঃ এই তিনটী কারণ বশতঃ সুখ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অতএব কল্যাণই জীবনের উদ্দেশ্য—শ্রেয়স্ই পুরুষার্থ। ইহাই তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম সাংখ্য-নিরাস। তৃতীয়ে যেমন কামকারের (সুখবাদের) নিরসন করা হইয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ে তেমন সাংখ্যের অথবা কর্ম্মত্যাগের নিরাস করা হইয়াছে। গীতায় সাংখ্য ও যোগ এই দুইটী কথার বার বার প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনেকে বর্ত্তমান ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদিগকে কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন ও পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন মনে করিয়া থাকেন। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। সাংখ্য ও যোগ শব্দ দুইটী গীতাতে পরস্পর প্রতিপক্ষরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি সাংখ্য ও যোগের অর্থ সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন হইত, তবে উহাদিগকে এরূপ প্রতিযোগী শব্দরূপে প্রয়োগ করা হইত না। কারণ কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই এই দুইটী দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে, অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য নিতান্তই অল্প। এই জন্যই পতঞ্জলিকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলা হয়। অথচ গীতায় যেখানে সাংখ্য ও যোগ শব্দের প্রয়োগ আছে, তথায় সেশ্বরত্ব ও নিরীশ্বরত্বের কোনও প্রসঙ্গই উঠিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। সাংখ্য অর্থ কর্ম-বর্জন অথবা সন্ন্যাস। যোগ অর্থ কর্ম-গ্রহণ, অর্থাৎ গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন। এই অর্থে এবং কেবল এই অর্থেই, সাংখ্য ও যোগ শব্দ গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ শব্দের এবম্বিধ প্রয়োগ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যোগ ও সাংখ্য শব্দকে কর্মগ্রহণ ও কর্মবর্জন অর্থে গ্রহণ না করিলে গীতার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যে মানুষ নিজেই নিজের সুখদুঃখ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, এবং যে কোনও অবস্থায়ই সুখী হইতে পারে। সুখ লাভের জন্য কোনও কাজ করিবার প্রয়োজন নাই। তাই কেহ মনে করিতে পারেন "অনর্থক কেন খাটিয়া মরি—কোনও কাজই করিব না। সকল কাজই ত্যাগ করিনা কেন?" অর্জ্জুন হয়ত ভাবিতে পারেন "বনে গিয়াও তো সুখী হওয়া যায়, যুদ্ধটা আর করি কেন?"

এই বুদ্ধিভেদ দূর করাই চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। কর্মত্যাগের সংকল্প মূঢ়তা মাত্র। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। সর্বকর্ম ত্যাগ করিলে আহার গ্রহণের অভাবে শরীররক্ষাও হয় না। মৃত্যু যদি বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে সকল কর্ম পরিত্যাগ করা চলে না। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, কর্মের মূল হইল সংকল্পে, বাহ্য ক্রিয়া ঐ সংকল্পের প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র। সংকল্প ত্যাগ না করিয়া, বাহ্যক্রিয়াত্যাগ একটা প্রহসন মাত্র। তাহাতে কোনও ফল নাই। (কর্মের) সংকল্প থাকিয়া গেলে, কর্ম রহিয়াই গেল, কর্মত্যাগ করা হইল না। অথচ সকল সংকল্প ত্যাগ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ "সকল কর্মত্যাগ করিব" ইহাও একটা সংকল্প বটে। এই সংকল্প করিলেও, সংকল্প রহিয়াই গেল। সংকল্প ত্যাগ হইল না—কর্মত্যাগ হইল না। সব সংকল্প ত্যাগ, সর্বকর্মত্যাগ, যখন সম্ভবপর নহে, তখন সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। কোন্ কর্ম করা উচিত, তাহা স্থির করাই অধিক বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ। এতক্ষণ আমরা মুখবন্ধেই ব্যস্ত ছিলাম, পঞ্চম অধ্যায়েই প্রকৃত বিষয়ে প্রবেশ করা গেল। "কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করা" ইহাই কর্মযোগের মূল সূত্র।

আমরা দেখিয়াছি মানুষের জীবনের দুইটী উদ্দেশ্য— সুখ ও কল্যাণ, শ্রেয়স্ ও প্রেয়স্। মানুষ যাহা করে, হয় সুখের জন্য করে, নতুবা (দুঃখ সত্বেও) কর্তব্যবোধে করে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়া লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। [শাস্ত্রকারের ভাষায় বলা যায় কাম (সুখ) ও ধর্ম (কর্তব্যবোধ) এই দুইটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে কাম (সুখ) হেয়, ও ধর্ম উপাদেয় পুরুষার্থ] সুখ যে কেন প্রকৃত পুরুষার্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। বাকী রহিল কর্তব্যবোধে কর্ম করা। তাহাই প্রকৃত পুরুষার্থ—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

"লাভহানি, সুখদুঃখ, জয়পরাজয় গ্রাহ্য না করিয়া কর্তব্য বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিয়া যাও, তাহাদ্বারাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করিবে।" ইহাই গীতার উপদেশ।

কোন কাজটী কর্তব্য, কোনটী অকর্তব্য, সাত্বিকী বুদ্ধি অথবা প্রজ্ঞাই (Conscience=বিবেক) আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। কোনও অন্যায্য কর্ম করিতে উদ্যত হইলে প্রজ্ঞাই আমাদিগকে নিষেধ করে। প্রজ্ঞার আলোকেই আমরা কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

প্রজ্ঞা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। প্রজ্ঞাই মানুষকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। কেবল মানুষেরই প্রজ্ঞা আছে—ইতর প্রাণীর তাহা নাই। চুরি করিয়া শৃগাল অনুতপ্ত হয় না, হত্যা করিয়া ব্যাঘ্রের অনুশোচনা হয় না। প্রজ্ঞাই মানুষকে চুরি করিতে ও হত্যা করিতে নিষেধ করে। প্রজ্ঞা আছে বলিয়াই মনুষ্য জাতিতে একজন গৌতমবুদ্ধ, একজন বর্দ্ধমান জিন, একজন যীশুখ্রীষ্টের উদ্ভব সম্ভবপর। নতুবা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে থাকিত।

প্রজ্ঞাই মানুষকে প্রকৃতির উর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছে। প্রাকৃতিক জীবগণ সকলেই সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত। কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষই সুখের লোভ বিসর্জন দিয়া ধর্মপথে চলিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে।

প্রজ্ঞা আত্ম-প্রতিষ্ঠ। তাহাতে "কেন, কিন্তুর" অবকাশ নাই। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য অনুষ্ঠেয়, অন্য কোনও লাভের উদ্দেশ্যে নহে। কর্তব্য উপেয়, উপায় মাত্র নহে। ক্রতুই পরম পুরুষার্থ। ইহাই কর্মযোগের নির্দ্দেশ।

মহা দার্শনিক কাণ্ট বলিয়া গিয়াছেন, "দুইটী পদার্থ আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। একটি নক্ষত্রখচিত গগণ, অপরটী মানুষের অন্তরে অবস্থিত প্রজ্ঞা। যখন গগণের দিকে তাকাই, তখন মনে হয় মানুষ কত ক্ষুদ্র। এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য সদৃশ। প্রত্যেকের চতুর্দিকে কত কত পৃথিবী। তাহাতে কত অগণিত জীব। তাহাদের সমক্ষে মানুষ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট সদৃশ। কিন্তু আবার যখন প্রজ্ঞার দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, মানুষ কত বড়! পার্থিব সকল পদার্থই তাহার নিকট তুচ্ছ—কোনও প্রলোভনই তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না, কোনও ভয়ই তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে না।" প্রজ্ঞাই মানুষকে এমন মহিমান্বিত করিয়াছে। প্রজ্ঞার অনুসরণই মানুষের জীবনের সার্থকতা—পরম পুরুষার্থ।

প্রজ্ঞার স্বরূপ কী ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। এবিষয়েও মহাদার্শনিক কাণ্টের ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা বিশদ। তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রজ্ঞার মূল বাণী

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা, তাহা সার্ব্বজনীন; সকল ক্ষেত্রেই তাহার সমান প্রয়োগ। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রজ্ঞার মূলবাণী হইতে পারে না। কারণ সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যটী মাত্র সেই ব্যক্তির জন্যই বিহিত। অপর ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিহিত নাও হইতে পারে। "সত্য বলিও" "দান করিও" 'চুরি করিও না" "ঈর্ষা করিও না" প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সত্যগুলিই প্রজ্ঞার বিভিন্ন বাণী। এই বিভিন্ন বাণীগুলির মূলীভূত সত্যটীকে খুজিতে গিয়া কাণ্ট বলিয়াছেন যে "কেবল তাহাকেই কোনও একটী মানুষের পক্ষে বিধেয় বলা যায়, যাহা সকলের পক্ষেই অনুষ্ঠেয়"; অর্থাৎ, সমষ্টির যাহা বিধেয়, কেবল তাহাকেই ব্যষ্টির বিধেয় বলা যায়। খুলিয়া বলিতে গেলে বলা যায়, যে "তোমার কামনা যদি এমন হইয়া থাকে যে তাহা সকলেই নিজের কামনা বলিয়া গ্রহণ করিলে তোমার আপত্তি হয় না, তবেই উহা তোমার কর্ত্তব্য"। ইহাই যীশুখ্রীষ্ট কথিত স্বর্ণময় বিধি (Golden Rule)—Do to others, as you would that they would do to you—"পরের প্রতি তেমন ব্যবহার করিও, যে ব্যবহার তুমি তাহা হইতে পাইতে ইচ্ছা কর।" এই নিয়মটীকে জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে তুমি কখনও কর্ত্তব্য বিচ্যুত হইবে না— কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। গৌতম বুদ্ধ ইহাকেই কর্ম্মযোগের মূলসূত্র অহিংসার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন—"আত্তানং উপমং কিত্তা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে"। আর বর্দ্ধমান জিনও বলিয়াছেন—"অঝ্ঝাত্তং সব্ব'তা সব্বং —একই আত্মা সকলে অবস্থিত। গীতাতে ইহাই সর্বভূতে আত্মদর্শন—"সর্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি"—বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই ছিন্নদ্বৈধ যতিগণ সর্বভূতের হিতসাধনকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। "পরন্ত সর্ব্বভূতের হিতসাধন এই আদর্শের প্রয়োগ সর্ব্বক্ষেত্রে চলে না। অনেক স্থলেই একজনের উপকার করিতে গেলে, অপরের অপকার না করিয়া তাহা করা যায় না। ঈদৃশ বিরোধ স্থলে ভূয়িষ্ঠ জনের গরিষ্ঠ কল্যাণ" (Greatest Good of the Greatest Number) কেই কার্য্যকরী নীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই মিল্ (Mill) কথিত কল্যাণবাদ (Utilitarianism)।

সপ্তম অধ্যায়ের নাম লোক সংগ্রহ—সমস্ত মনুষ্যজাতির ঐক্য সংস্থাপন। ইহা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনরূপ আদর্শের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ।। বিশ্বের সকল মানবই যখন পরস্পর আত্মীয়, কেহই পর নহে, তখন সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা সকলের পক্ষেই একটা প্রধান কর্ত্তব্য। সামাজিক বিধিগুলি এমন হইবে, যাহাতে পরস্পরের সহায়তায় পরস্পর লাভবান হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই সমগ্র মানব জাতির সহিত আত্মীয়তা অনুভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে, আর কোনও একটী জাতির সাধনার ফল যাহাতে বিশ্বের সকল জাতিই সমান ভাবে উপভোগ করিতে পারে—কোনও ব্যক্তি কিম্বা কোনও শ্রেণীই যেন নীচ ও নগণ্য, অনধিকারী ও অনাবশ্যক বলিয়া উপেক্ষিত ও বঞ্চিত না হয়। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনের নামান্তর বিশ্বপ্রেম। লোক সংগ্রহ বিশ্বপ্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ।

প্রাচীন হিন্দুগণ মনে করিতেন যে বর্ণাশ্রম সংস্থার প্রতিষ্ঠা দ্বারা জাতীয় জীবন রক্ষার একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায়, ব্যক্তিগত স্বার্থসংঘাত ও দ্বেষহিংসার অবসর কমিয়া গিয়া, বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের সহায়তা হইয়া থাকে। তাই বর্ণাশ্রমোচিত ব্যবস্থা প্রতিপালনের উপর তাহারা এতটা গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রাচীন পার্শীগণ মনে করিতেন, যে বর্ণাশ্রমরূপ উপবিভাগ সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই অখণ্ড জাতি বা "মঘ" কেই তাহারা সাক্ষাত্ লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সংঘ বা মঘই যে বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের প্রধান ঘাটী ইহা অবিসংবাদিত। পার্শীগণ সাক্ষাত্ ভাবেই মঘকে আশ্রয় করেন, আর হিন্দুগণ গৌণভাবে (বর্ণ ও আশ্রমের মধ্য দিয়া) মঘের সেবা করেন। এই উপলক্ষে হিন্দু ও পার্শীর মধ্যে কলহের কোন যৌক্তিকতা নাই। পরন্তু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যেখানে মঘ-প্রেমের (জাতীয় সংগঠনের) সহায়ক না হইয়া প্রতিরোধক হইয়া থাকে, যাহা সুতরাং বিশ্বপ্রেমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপন্থী, তথায় বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই প্রকৃত কর্ম্মযোগ অনুসরণ করা হয়।

অবশ্য মুখে 'বিশ্বপ্রেম' 'বিশ্বপ্রেম' বলিয়া চীত্কার করিলেই হয় না। স্বকীয় পরিবার, শ্রেণী ও জাতির মধ্য দিয়াই বিশ্বপ্রেমে পৌছিতে হয়। পারিবারিক ও জাতীয় কর্ত্তব্য পরিহার করিয়া বিশ্বপ্রেমে পৌছান যায় না। যাহারা নিজের জাতির সেবা উপেক্ষা করিয়া বিশ্বপ্রেমের স্বপ্নে মগ্ন থাকেন, তাহারা বিনা ভিত্তিতে প্রাসাদ রচনা করেন। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় Telescopic Philanthropy—দূরবীণ যোগে বিশ্বপ্রেম। তাই বিশ্বপ্রেমের অনুরোধে জাতীয় কর্ত্তব্য ত্যাগ করা চলে না। আবার পরিবার ও শ্রেণীর মধ্য দিয়াই জাতির সেবা করিতে হইবে বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্তব্য পালন করিতে হয়—যদি তাদৃশ কর্তব্য জাতীয়তার ও বিশ্ব-মানবতার পরিপন্থী না হয়।

অষ্টম অধ্যায়ের নাম অধ্যাত্ম-নিষ্ঠা কিম্বা অধিচিত্ত নিষ্ঠা। কর্তব্য তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া এই কথাটা স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে মানুষের আত্মচৈতন্য যেন দ্বিধা বিভক্ত। একটি তাহাকে সুখের প্রলোভন দেখাইয়া পাপের পথে প্রবর্তিত করে, অপরটী তাহাকে কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত করে। একটীকে বলা যায় চিত্ত অথবা মন, আর অপরটীকে বলা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিচিত্ত অথবা আত্মা। আদর্শ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা অধিচিত্তেরই দান, তাহা অধিচিত্তেই নিবিষ্ট। প্রজ্ঞা অধিচিত্তেরই বাণী। অধিচিত্তই আদর্শ চিত্ত। এই জন্য গৌতম বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন—

অধিচিত্তে চ আযোগ আযোগ এতং বুদ্ধান শাসনম্।

ধর্ম্মবাদ-১৪-৫

অধিচিত্তে অবস্থানই জীবনের উদ্দেশ্য। অধিচিত্ত দ্বারা চিত্তকে দমন করিতে হয়। ইহাই গীতার "উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানং। সাধারণতঃ লোকে চিত্তকে বলে মন, আর অধিচিত্তকে বলে আত্মা। তাই বলা হয় আত্মা দ্বারা মনকে জয় করিবে। অথবা মনোজয় করিলেই আত্মলাভ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন "কাচা আমি" ও "পাকা আমি"। দার্শনিকের ভাষায় ইহাদের নাম যথাক্রমে অহঙ্কার ও আত্মা (Ego and Soul)। বেদান্তের পরিভাষায় বলা হয় মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ। মনোময় কোষে তাহার জ্ঞান, যাহা 'হইতেছে' (is) অথবা সিদ্ধ; আর বিজ্ঞানময় কোষে তাহার জ্ঞান, যাহা 'হওয়া উচিত' (ought to be) অথবা সাধ্য। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের পার্থক্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার্থক্য, ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

যাহা আমাকে পাপে প্রবৃত্ত করে তাহাও আমার চৈতন্য যাহা আমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করে তাহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার চৈতন্য। এটা একটা আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। এক আত্মাই যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

সর্বকারণের কারণ স্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম যে স্বীয় চৈতন্যকে মায়াদ্বারা আবৃত করিয়া জড়ের সৃষ্টি করিলেন, এক মূল চৈতন্যই যে জড় ও চিত্ এই দুই রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল, জীব চৈতন্যের ক্ষেত্রে এই দ্বিধা ভাবও হয়ত সেই মূল দ্বৈতেরই অনুকরণ মাত্র। আর এই জন্যই হয়ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবকে তটস্থ-শক্তি অর্থাত্ ব্রহ্ম শক্তি (চিত্) ও মায়াশক্তি (জড়), এই উভয়েরই সমাবেশ ক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাই হউক আত্ম-চৈতন্য যে দ্বিধা বিভক্ত। মনোময় কোষে পশুজগতের ন্যায় সুখ ভোগের প্রাধান্য, বিজ্ঞানময় কোষে পশুজগতের উর্দ্ধে সুখ-ত্যাগের প্রাধান্য, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান। এই সত্যটী উপলব্ধি না হইলে কর্তব্যের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝা যায় না, এইজন্য অষ্টম অধ্যায়ে তাহা উজ্জ্বল করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চিত্তও আমার বটে, আবার অধিচিত্তও আমার বটে। ইহাদের মধ্যে কোনটী আমার প্রকৃত স্বরূপ? বিচার করিলে ইহা বুঝিতে এক নিমিষও বিলম্ব হয় না। কারণ পাপ করিবার পরই মানুষ মনে মনে বলে, "ইহা আমার স্বভাব নহে, ইহা ব্যতিক্রম মাত্র। ইহা আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের কাজ নয়, লোভের বশে কিম্বা ক্রোধের বশে হঠাত্ করিয়া ফেলিয়াছি আর করিব না।"

ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা।
সুরা মন্যুর্ বিভীদকো অচিত্তি ॥

ঋগ্বেদ-৭-৮৬-৬

অধিচিত্তই যে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, চিত্তের প্ররোচনায় বিচলিত না হওয়াই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, এই সত্যটী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলেই আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। তাহা হইলেই মানুষ কর্ত্তব্যের পথে চলিতে পারে। "ভূয়িষ্ঠ জনের গরিষ্ঠ কল্যাণের" জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারে। নতুবা থাকিয়া থাকিয়াই তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠে "কেন আমি পরের জন্য আত্মসুখে বলি দিব? কেন পরার্থের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন করিব?" ভাবিয়া দেখিলেই সে বুঝিতে পারিবে যে পরের জন্য কিছুই করিতেছে না অধিচিত্তের জন্য চিত্তকে দমন করিতেছে, এই মাত্র। আর অধিচিত্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। অধিচিত্তের জন্য যাহা করা হয় তাহা তাহার নিজের জন্যই করা হয়। অধিচিত্তকে পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তের রাজ্যে অবস্থান একটা মোহ মাত্র। তাহাই আত্মপাত। অতএব চিত্ত ও অধিচিত্তের পার্থক্য সর্বদাই স্মরণ রাখিতে আর সর্বদাই অধিচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। ইহাকেই গীতাতে বলা হইয়াছে যোগসেবা (সংযম) দ্বারা চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরাম। যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। ইহাই কর্মযোগের মূল রহস্য।

সর্বভূতে আত্মদর্শনের প্রেরণা এই অধিচিত্ত হইতেই পাওয়া যায়। অধিচিত্তে অবস্থিত থাকিয়াই পরমেশ্বর রুদ্র আমাদিগকে শুভ কর্মের প্রেরণা দিয়া থাকেন। অধিচিত্তের অনুবর্ত্তনই অভ্যুদয় লাভের একমাত্র উপায়। অধিচিত্তকে উপেক্ষা করিলে কল্যাণের প্রেরণা থাকে না। মানুষের সকল শুভ চেষ্টা ব্যাহত হইয়া, মানুষ পশুতুল্য হয়। বীরাচারের মহিমা না বুঝিয়া পশ্বাচারে গড়াগড়ি দেয়। চিত্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষই পৃথক পৃথক, আর অধিচিত্তের ক্ষেত্রে সকলেই এক। অধিচিত্ত সকলকেই একইরূপ প্রেরণা দিয়া থাকে। একই আদর্শ সকলের সম্মুখে স্থাপন করে। অধিচিত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সকল মানুষই যে একই শক্তির লীলাক্ষেত্র তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকের অধিচিত্ত পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ দেয় না, সকলের অধিচিত্তই একই প্রকার আদেশ দিয়া থাকে। প্রজ্ঞার বাণী সকলকে একই কথা বলে। একজনকে চুরি করিতে ও অপর একজনকে দান করিতে বলে না উভয়কেই দান করিতে বলে, উভয়কেই চুরি করিতে নিষেধ করে। ইহা হইতে ভক্তিযোগী অনুমান করেন, যে জনে জনে পৃথক্ পৃথক্ অধিআত্মা অবস্থিত নহে ; একই অধিআত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র ব্যক্তি যেমন বিভিন্ন রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে একই বাণী রটনা করিয়া থাকে, সেইরূপ একটী মাত্র পুরুষের বাণীই বিভিন্ন জনের হৃদয়ে, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাত্মার বাণী বলিয়া মনে হয়। যন্ত্রগুলি ভিন্ন বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ শুনা যায়, কিন্তু সকলের বক্তব্য যখন এক, তাহা হইতে বুঝা যায় যে একই ব্যক্তি সকলের প্রজ্ঞার মধ্য দিয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন।

প্রজ্ঞার স্বরূপটী কী, প্রজ্ঞার মূলসূত্র স্থানীয় বিধিটী কী ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা আমরা দেখিয়াছি। পরন্তু প্রজ্ঞার উদ্ভব কোথা হইতে, আত্ম চৈতন্যের সহিত প্রজ্ঞার সম্পর্কটী কি, প্রজ্ঞার শক্তির মূল কোথায়, তাহা না জানিলে প্রজ্ঞাকে ভালরূপে বুঝা যায় না, কর্ম্মযোগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয় না। অষ্টম অধ্যায়ে ইহার আলোচনা আছে। প্রজ্ঞা একটী আশ্চর্য্য শক্তি। তাহা আমাদের অন্তরে অবস্থিত—কিন্তু আমাদের অধীন নহে। আমাদের অভিপ্রায় মত নির্দ্দেশ প্রজ্ঞা দেয় না, বরং প্রজ্ঞা তাহার নির্দ্দেশ মত চলিতেই আমাদিগকে বাধ্য করে। ক্ষীণ কণ্ঠে সে তাহার বাণী উচ্চারণ করে, কিন্তু প্রভূত বলশালী ব্যক্তিকেও তাহা স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু বাত ও বিদ্যুত অপেক্ষাও তাহার পরাক্রম অধিক তীব্র। আবার কেমন অদ্ভূত তাহার ক্রিয়া! মানুষের চৈতন্য যেন দ্বিধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভক্ত—একটী চুরি করিতে লুব্ধ করে অপরটী চুরি করিতে নিষেধ করে, একটী মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়, অপরটী সত্যের পতাকা দৃঢ় হস্তে তুলিয়া ধরিতে বলে। একটীর লক্ষ্য স্বার্থসিদ্ধি ও অহঙ্কার, অপরটীর লক্ষ্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বপ্রেম।

এই জন্য বৈষয়িকগণ (Ethicist) আত্ম চৈতন্যকে দ্বিবিধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একটী ছোট আমি (Lower self) ও অপরটী বড় আমি (Higher self), একটী কাচা আমি ও অপরটী পাকা আমি। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ। আমরা ইহাদিগকে চিত্ত ও অধিচিত্ত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। চিত্ত আমাদিগকে মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ রাখে, অধিচিত্ত আমাদিগকে মায়াতীত অবস্থা লাভ করিতে সাহায্য করে। চিত্তদ্বারা বিচার করিলে আমরা তির্য্যক্ পশুপক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত। অধিচিত্ত দ্বারা বিচার করিলে আমরা প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত, প্রকৃতির কোনও প্রলোভনই আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমরা আত্মস্থ হইয়া প্রকৃতির অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারি।

নবম অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। ইহা আমাদিগকে মুক্তির সন্ধান দেয়। বৈদান্তিকগণ চৈতন্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। মনোময় কোষ সাধারণ চৈতন্যের ক্ষেত্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তব্যজ্ঞানের আলয় আর আনন্দময় কোষ মোক্ষানন্দ আস্বাদের ক্ষেত্র। ইহাদিগকে যথাক্রমে চিত্ত, অধিচিত্ত ও অধি-আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধি-আত্মাকে অনেক স্থলে পরাত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গীতা ইহাকে বলিয়াছেন অক্ষর-পুরুষ বা অক্ষরআত্মা। অক্ষরআত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে ইহা শুধু সাক্ষিস্বরূপ। ইহা সুখ দুঃখের অতীত, উদাসীন সাক্ষিমাত্র—নিজকেই নিজে সমীক্ষণ করিয়া দ্রষ্টারআনন্দ অনুভব করেন। সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানকে শাস্ত্রকারগণ সচ্চিদানন্দাবস্থা বলিয়াছেন। ইহা আছে বলিয়া সত্, সমীক্ষণ করে বলিয়া চিত্, রাগদ্বেষ নাই বলিয়া কেবল আনন্দময়। এই অবস্থাকেই সাধকগণ মোক্ষাবস্থা বলিয়া থাকেন। ইহাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য।

জ্ঞানযোগীগণ বলিয়া থাকেন কর্তব্যের বন্ধনও বন্ধন বটে। বন্ধন মাত্রই পীড়াজনক—মুক্তির আনন্দের সহিত বন্ধনের সংশ্রব থাকিতে পারে না। কর্ম্মযোগীগণ সুখের বন্ধন পরিহার করে, কিন্তু কর্তব্যের বন্ধন স্বীকার করিয়া লয়। পরন্তু বন্ধন থাকিতে মুক্তি নাই, তাই জ্ঞানযোগীগণ কর্তব্যের বন্ধনও স্বীকার করেন না।

"কর্তব্যমিতি কর্তব্যম্ বেত্তি বৈ ব্রাহ্মণো ভয়ম্"

শান্তিপর্ব্ব—২৬৯-১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কর্ত্তব্য" আর "কর্ত্তব্য", ইহা শুনিয়া ব্রহ্মবিদ্ ভয় পান। জ্ঞানযোগী কোন কর্ত্তব্যকেই স্বীকার করেন না, তাহার কোনও কর্ত্তব্য নাই।

অবশ্য সাধক অবস্থায় কর্ত্তব্যের পরিহার করা চলে না। কারণ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায়, কোনও কর্ত্তব্যই নাই। মুক্ত পুরুষের কোনও আকর্ষণ নাই, কোনও অভিসন্ধি নাই, তিনি কিজন্য আর কর্ম্ম করিবেন? এইজন্য জ্ঞানযোগকে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি এবং কর্ম-সংন্যাস বলিয়া বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগীর পক্ষে কোনও কর্ত্তব্যই নাই।

জ্ঞানযোগী বলেন অধিচিত্ত যেমন চিত্ত হইতে উচ্চতর, সেইরূপ অধি-আত্মা অধিচিত্ত হইতে উচ্চতর। অধিচিত্তের নির্দ্দেশ যদি লোকে না শোনে, তবে যেমন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া নিরয়গামী হয়, সেইরূপ অধিআত্মার উপলব্ধি যদি কেহ না করে, তবে সে কখনই মুক্তির আস্বাদ পাইতে পারে না। চিরকাল বন্ধনের মধ্যেই থাকিয়া যায়। কর্ম্মযোগীর পথ কর্ত্তব্যের পথ, অধিচিত্ত তাহার অবলম্বন। জ্ঞানযোগীর পথ মুক্তির পথ—অধি-আত্মাই তাহার অবলম্বন। কর্মযোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিলে অর্থাত্ রাগ-দ্বেষাতীত হইয়া নিরন্তর সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান করিতে পারিলে আর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। কর্মযোগ উপায়, জ্ঞানযোগ উপেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনস্তত্বের বিচারে তো জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা আছেই, কিন্তু জ্ঞানযোগীগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হন নাই। তত্বজ্ঞানের অর্থাত্ জগতের মুল কারণের আলোচনা দ্বারাও জ্ঞানযোগকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ সন্ন্যাসীদিগের অবলম্বন, আর শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের বিচিত্র ভাষ্য দ্বারা জ্ঞানযোগকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানযোগী বলেন জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম, আর তিনি শুধু সচ্চিদানন্দস্বরূপ—অর্থাত্ জাগতিক ব্যাপারের উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাত্ সচ্চিদানন্দত্ব ছাড়া আর কোনও গুণ তাহাতে নাই। সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান করিয়া জীবও এই সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ করে, ব্রহ্মের মতন হইয়া যায়। ইহাকেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মসাযুজ্য। ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা---কারণ ব্রহ্মই জগতের শ্রেষ্ঠতত্ব—একমাত্র তত্ব বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ অপেক্ষা জীবের আর কোনও শ্রেষ্ঠ গতি থাকিতে পারে না। অতএব সাক্ষিআত্মাতে অবস্থানই পরম পুরুষার্থ। জ্ঞানযোগই তাহার উপায়।

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম কিনা [অর্থাত্ নির্গুণ ব্রহ্মই বিশ্বজগতের মূল কারণ, কিম্বা সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বজগত্ সৃষ্টি করিয়াছেন] এই প্রশ্নের অবতারণা না করিয়াও, সাক্ষি-আত্মাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থানকে পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ যে অবস্থায় অবিমিশ্র আনন্দ—দ্রষ্টার স্থির আনন্দ—উপভোগ করা যায়, তাহা জীবের পরম কাম্যই বটে। কিন্তু ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ কি না, এই প্রশ্নটাই ক্রমে এত গুরুতর হইয়া উঠিল, যে জ্ঞানযোগ বলিতে লোকে সাধারণতঃ শঙ্করের ব্রহ্মবাদকেই বোঝে। অর্থাত জ্ঞানযোগের দার্শনিক ভাগটাই লোকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে, ইহার পারমার্থিক ভাগটা (অর্থাত্ সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানই পুরুষার্থ কি না তাহা) কতকটা অবহেলিত হয়। লোকে মনে করে জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম কি না তাহার নির্ণয়ই জ্ঞানযোগ; সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানই পুরুষার্থ কি না, তাহার নির্ণয়ই যে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগের বিষয়, তাহা লোকে ভুলিয়াই যায়।

অবশ্য দুইটী প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। এইজন্য জ্ঞানযোগকে অতিক্রম করিয়া, যাহারা ভক্তিযোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহারা শঙ্করের ব্রহ্মবাদকে খণ্ডন করাই তাহাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিগুর্ণ ব্রহ্ম যে শ্রেষ্ঠ তত্ব নহে, সগুণ ঈশ্বরই যে পরম তত্ব, ইহা প্রমাণিত না করিতে পারিলে ভক্তির কোনও অবসর থাকে না, ভক্তিযোগের কথাই উঠিতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম উদাসীন সাক্ষিমাত্র—তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করা চলে। কিন্তু তাঁহাকে পূজাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর আর গালিই দেও, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং জ্ঞানযোগীর মতে পূজা অর্চনা একটা খেলা মাত্র, অনর্থক সময়ক্ষেপ। বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে তাহা সাজে না।

ভক্তিযোগই যে জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে, ভগবান রুদ্র যে আছেন, যিনি লোকের সুখে দুঃখে প্রার্থনা ও আর্ত্তিতে উদাসীন নহেন এমন প্রেমময় প্রভু যে একজন আছেন, ইহাই প্রথমে প্রমাণ করিতে হয়। ব্রহ্মবাদ প্রচলিত থাকিলে তাহা হয় না। অথচ শঙ্করের যুক্তিজালকে খণ্ডিত করিতে না পারিলে ব্রহ্মবাদই চুড়ান্ত তত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। শঙ্করের যুক্তিজাল ভেদ করা অতীব দুরুহ কার্য্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই কাজ করিয়াছেন এবং সুচারুরূপেই করিয়াছেন। তাই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর পরাভবকে ভক্তিযোগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। প্রকাশানন্দ পরাভবের তাত্‌পর্য্য যাহারা বুঝেন না, মহাপ্রভু চৈতন্যের মহিমা তাহারা সম্যগ্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাউক, ইহা পৃথক কথা। এই স্থলে ইহাই বক্তব্য যে সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানের নাম জ্ঞানযোগ, আর নবম অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

নিরপেক্ষাই জ্ঞানযোগের পথ। সুখের আকাঙ্ক্ষা না করা, দুখেও অবিচলিত থাকাই নিরপেক্ষা। সুখ দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ-রাহিত্যই মুক্তি নহে। তাহা হইলে বৃক্ষ, প্রস্তর, কিম্বা মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকেই মুক্ত বলা যাইত।

নাপ্রতীতিস্ তয়োর্ বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ঃ।
নোচেত্ সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো নরঃ॥
পঞ্চদশী—৬-১৩

সুখদুঃখের বোধ আছে, অথচ আসক্তির অভাব বশতঃ তাহা দ্বারা বিচলিত হয় না, এই অবস্থার নামই মুক্তি।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈর্ অর্থান্, যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্ মায়াম্ ইদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
ভাগবত-১১-২-৪৮

সমস্তই দেখেন, কিন্তু বিষ্ণুর মায়া জানিয়া যিনি সংসারকে উপেক্ষা করেন, কিছুতেই রাগও করেন না দ্বেষও করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

যেমন তৃতীয় একটীব্যক্তির সুখ দুঃখে মানুষ আকুলিত হয়না, পরন্তু যাহার উপর মমতা জ্ঞান আছে, তাহার দুঃখ দেখিয়াই ব্যাকুল হয়, সেইরূপ নিজের সুখদুঃখকেও একজন তৃতীয় ব্যক্তির সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারার নামই মুক্তি। ইহা কঠিন বটে, অসম্ভব নয়। মমতাই মায়া, নির্মমতাই মুক্তি। "আমি" "আমার" এই জ্ঞানের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলেই মুক্তি। ইহাকে একটী দুর্বোধ্য রহস্য মনে করিলে চলিবে না। অন্তরস্থ অক্ষরআত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, যে ইহা সর্বদাই সাক্ষিরূপে বর্তমান—কখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদুঃখ দ্বারা বিচলিত নহে। নিরন্তর অক্ষরআত্মাতে, সাক্ষি-আত্মাতে, অবস্থানই মুক্তি। এইজন্য অক্ষর-আত্মার লাভ, অথবা আত্মলাভকেই ব্রহ্মলাভ বলিয়া বলা হইয়াছে।

কর্মযোগে আমাদের দৃষ্টি অধিচিত্তে নিবদ্ধ রাখিলেই চলে। জ্ঞানযোগে প্রবেশ করিয়া আমরা অক্ষর-আত্মা অর্থাৎ সুখ দুঃখে অবিচলিত সাক্ষিআত্মার সন্ধান পাই। আরও শুনিতে পাই যে এই সাক্ষি-আত্মা জগতের আদি কারণ ব্রহ্মের মত নির্বিকার নিরঞ্জন কূটস্থ, ও চিণ্ময়। ব্রহ্মকে চিণ্ময় বলি কেন, ব্রহ্ম নির্বিকার হইলে তাহাদ্বারা জগতের সৃষ্টি কেমনে হইল, এই জিজ্ঞাসা স্বতঃই উদিত হয়। বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কেমনে হয়, বিশ্ব বিন্যাসব্যবস্থায় মানুষের স্থান কোথায়, ঈশ্বর বলিতে কী বুঝা যায়, এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দশম অধ্যায় দর্শন শাস্ত্রেরই বিচার।

পদার্থ দুই প্রকার—জড় ও চেতন। যাহা দেশকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, কোনও যায়গা জুড়িয়া থাকে তাহাই জড়। যাহা চিন্তাময়—জড়কে জানিতে পারে তাহাই চেতন। জড় ও চেতন পরস্পর নিঃস্পৃক্ত নহে, উহারা একে অন্যের উপর ক্রিয়া করে। চেতন ইচ্ছার উৎপত্তি মাত্র জড় হস্ত নাড়িয়া উঠে, জড় মদ্য পানের ফলে চেতন চিত্তে বিকৃতি উপস্থিত হয়। মূলে তাহাদের মধ্যে কোথাও একটা ঐক্য আছে বলিয়াই এই পারস্পরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর। জড় ও চেতন উভয়কে আশ্রয় করিয়াই যিনি বর্ত্তমান, জড় ও চেতন উভয়ের উত্পত্তি যাহা হইতে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক যিনি স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জড় ও চেতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন সেই অনন্ত নিত্য সত্তাই ব্রহ্ম। জড়কে গীতায় বলা হইয়াছে ক্ষেত্র, ও চেতনকে বলা হইয়াছে ক্ষেত্রজ্ঞ—আর ব্রহ্মই জড় ও চেতন উভয়ের মূল। নির্গুণরূপে দৃষ্ট অনন্ত সত্তাই ব্রহ্ম, আর সর্বগুণরূপে দৃষ্ট অনন্ত সত্তাই ঈশ্বর। ব্রহ্ম কেবল সচ্চিদানন্দময়, গুণান্তর রহিত। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দময়তো বটেনই—পরন্তু সত্ব রজো তমোরূপ তিন গুণেরই আশ্রয় হইয়াও স্বরূপে শুদ্ধসত্বময়। ব্রহ্মের মত তাহাকে নিরঞ্জন বলা চলেনা।

"আমি আছি" এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ আমি না থাকিলে, "আমি আছি কি নাই" এই সন্দেহ করিতেছে কে? অতএব আমি আছি। আমার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিতে পারিনা, আমার গতি চতুর্দ্দিক্ হইতে বাধা পায়, অতএব এই বিশ্বও আছে। বিশ্বকে আমি সৃষ্টি করি নাই, বরং সৃষ্ট বিশ্বের এক অংশ আমি। নির্গুণ ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্টি সম্ভবপর নহে। সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম, অথবা ঈশ্বর। বিশ্বকে সৃষ্টি যিনি করিয়াছেন, এই বহুধা বিভক্ত জগত্ প্রপঞ্চকে যিনি সত্তা দান করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর। জীব, জগত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ঈশ্বরের অস্তিত্ববিচারই দর্শনের উদ্দেশ্য। ব্রহ্ম সূত্রে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ের বিষয় বস্তু ভক্তিযোগ। অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্মযোগের আলোচনা, কর্তব্য কী, প্রজ্ঞা কাহাকে বলে, কর্তব্যের মূল সূত্র কী, জীবনে সেই মূল সূত্রগুলি কেমনে প্রয়োগ করিতে হয়, অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত সেই কথার আলোচনা আছে। বিজ্ঞানময় কোষ অথবা অধিচিত্তই কর্মযোগের অবলম্বন। নবম অধ্যায়ে আমরা জানিতে পারি, যে অধিচিত্ত পূর্ণ পুরুষার্থের সন্ধান দেয় না। আনন্দময় কোষ অথবা অধিআত্মা, অর্থাত্‌ সুখে দুঃখে অবিচলিত সাক্ষিআত্মাই মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে। সচ্চিদানন্দ সাক্ষিআত্মা আবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ।

ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। ক্ষিত্যপতেজো মরুদ্‌ব্যোমাত্মক সর্ববিধ জড় বস্তু যে একই প্রকার জড় পরমাণুর পরিণতি পদার্থ বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। অতএব প্রধানতঃ পদার্থ দুই প্রকার—জড় ও চিত্‌। তন্মধ্যে চিত্‌ জড় হইতে উত্‌পন্ন হইয়াছে, কিম্বা জড় চিত্‌ হইতে উত্‌পন্ন হইয়াছে, অথবা তাহারা উভয়েই অত্যন্ত পৃথক্‌ কেহই কাহা হইতে উত্‌পন্ন হয় নাই, এই সব কথা আলোচনা করিয়া দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছেন, যে একটা চিন্ময় শক্তিই বিশ্ব জগতের মূল কারণ। তিনিই ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি নিরঞ্জন নির্বিকার নির্গুণ। সর্ববিধ গুণের সমাহার তাহাতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব তাহাকে হ্রস্বও বলা চলেনা দীর্ঘও বলা চলেনা, স্থূলও বলা চলেনা কৃশও বলা চলেনা, শ্বেতও বলা চলেনা পীতও বলা চলেনা। তিনি হ্রস্বও বটেন দীর্ঘও বটেন, স্থূলও বটেন কৃশও বটেন, শ্বেতও বটেন পীতও বটেন। হ্রস্বত্বও তাহা হইতে উতপন্ন হইয়াছে, দীর্ঘত্বও তাহা হইতে উত্পন্ন হইয়াছে শ্বেতত্বও তাহা হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, পীতত্বও তাহা হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে না হইলে কোথা হইতে ইহাদের উত্পত্তি হইল? ব্রহ্ম সর্বগুণের সমাহার, অতএব তিনি নির্গুণ—কোনও বিশিষ্ট গুণই তাঁহাতে আরোপ করা চলেনা।

ব্রহ্মই যদি চরম তত্ত্ব হইয়া থাকেন তবে জ্ঞান-যোগই পুরুষার্থ। সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থানই জীবের পুরুষার্থ।

ভক্তিযোগী বলেন ব্রহ্ম পরম তত্ত্ব বটেন, চরম তত্ত্ব নহেন। সাক্ষি-আত্মায় অবস্থান অথবা মোক্ষ, পরম লাভ বটে, কিন্তু তাহাই চরম লাভ নহে। তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা মানুষের আছে।

ব্রহ্ম সত্ ও অসত্ উভয়ই বটেন, তথাপি তিনি আছেন। সুখ ও দুঃখ পাপ ও পুণ্য উভয়ই তাহাতে আছে, ইহা সত্য বটে, তথাপি স্বরূপতঃ তিনি পুণ্যময়। যে ব্যক্তি বলে "আমি মিথ্যাকেই ভালবাসি" সেও "মিথ্যাকে ভালবাসে" ইহাই সত্য বলিয়া প্রচার করিতে চায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ ও অসতের অতীত যে সত্তা, পাপ ও পুণ্যের অতীত যে পুণ্য, সত্য ও মিথ্যার অতীত যে সত্য, তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা শুদ্ধ সত্বময় বিষ্ণু।

পাপের প্রতি অশ্রদ্ধা ও পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষ তাঁহা হইতে পাইয়াছে। পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাই মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছে। পুণ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে পূজিত হন। অন্য ব্যক্তি যে পূজা পায় তাহা সাময়িক অথবা কৃত্রিম।

জগতে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে বটে, কিন্তু মানুষের অন্তরে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে আমরা দেখিতে পাই, জগতের মূল কারণে তাহা আছে কিম্বা না, তাহাই প্রশ্ন। জগতের মূল কারণে যদি তাহা না থাকিয়া থাকে, মানুষেই যদি সর্বপ্রথম ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে তবে পুণ্যে শ্রদ্ধাশীল মানুষ, পুণ্যে উদাসীন জগতের মূল কারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ যাহাতে চৈতন্য নাই, কিম্বা চৈতন্য থাকিলেও পুণ্যে শ্রদ্ধা নাই, মানুষ তাহার নিকট মাথা নোয়াইতে পারে না, তাহাকে নিজ অপেক্ষা হীন মনে না করিয়া পারে না। তাহা করিতে গেলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়।

আর জগতের মূল কারণে যদি পুণ্যে শ্রদ্ধা থাকিয়া থাকে, তবে ব্রহ্ম নিরঞ্জন নন, তিনি পুণ্যময়। তবে পুণ্যাতীত হইয়াও তিনি শুদ্ধ-সত্বময়। তবে ব্রহ্ম নির্গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন, ব্রহ্ম সগুণ—অর্থাত্ নির্গুণ ব্রহ্মের অতিশায়ী তত্ত্বও আছে। তিনি পুরুষোত্তম বিষ্ণু।

গীতা বলেন জগতের মূল কারণে যদি পুণ্যে শ্রদ্ধা না থাকিত, তবে মানুষে তাহার উদ্ভব হইতে পারিত না। অর্থাত নিরঞ্জন ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব নহে। পুরুষোত্তম বিষ্ণুই চরম তত্ত্ব; মানুষ যাহা কিছু পাইয়াছে তাঁহা হইতেই পাইয়াছে।

"ঊর্দ্ধ মূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুর্ অব্যয়ং"

মানুষে যাহা কিছু দেখা যায় তাহার মুল ঊর্দ্ধদেশে—মানুষ হইতে যিনি উচ্চ, তাঁহা হইতে সে ইহা পাইয়াছে।

অতএব পুরুষোত্তম বিষ্ণুই চরম তত্ত্ব, আর তাহার আরাধনা—ভক্তি যোগই পরম পুরুষার্থ। পরমেশ্বর রুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া পুরুষার্থ নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ভাগবত বলিয়াছেন যুক্তি তর্কের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধনা করিতে করিতে সাধক পরমেশ্বর রুদ্রের সাক্ষাত্কার লাভ করে (দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযস্ত্য থাপিহি—১০-২-৩৬) এই প্রত্যক্ষ সত্য উপেক্ষা করা মূঢ়তা মাত্র। আর রুদ্র যখন আছেনই, তখন তাহার সাক্ষাত্কার লাভ অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুই থাকিতে পারেনা।

মানুষ কত দুর্বল—তাহার নিজের মনের উপরও তাহার প্রভুত্ব নাই। যাহা করিতে চায়না, তাহাই করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে কার্য্যকালে তাহা পারিয়া উঠেনা। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেনা মুখে এরূপ বলিতেছে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি তাহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ত্রিগুণের প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন। গুণত্রয়ের প্রভাবে পড়িয়া যদি গুণত্রয়ের অধীশকে মনে পড়ে, তবেই জীবনের সার্থকতা। গুণত্রয়কে জয় করিবার শক্তি কেবল তাহা হইতেই পাওয়া যাইতে পারে।

বিশেষতঃ মানুষ যখন সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থান করিয়া মুক্তির আস্বাদ পায়, তখন তাহার আর কিছুই কর্তব্য থাকেনা। তখন মুকুন্দের গুণ কীর্তনই তাহার একমাত্র কাজ। সাংসারিক কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ সহ চিন্তা করিতে থাকিলে, তাহাতেই আসক্ত হইয়া তাহার আত্ম-পাতের সম্ভাবনা থাকে। মহেশ্বর রুদ্রে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিলে আর এ আশঙ্কা থাকেনা। রুদ্র সাকার কি নিরাকার, এই ন্যায়-তর্ক অকিঞ্চিত্‌কর। অব্যক্ত (নিরাকার) বিভাবই উচ্চতর,—কোনও ক্ষুদ্র আকারে তিনি সীমাবদ্ধ নন, কিন্তু অব্যক্তের ধ্যান অপেক্ষা সাকারের ধ্যান সহজ সাধ্য। তত্ত্ব হিসাবে নিরাকারবাদ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাধনা হিসাবে সাকারবাদ প্রশংসনীয়। একাদশ অধ্যায়ে এই ভক্তিযোগেরই আলোচনা আছে। ভক্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু লক্ষ্য স্থির হইলেই লক্ষ্য লাভ হয়না, অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারাই পুরুষার্থ লব্ধ হয়। সাধনাই সিদ্ধির উপায়। সাধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী কী রীতি নীতি অবলম্বন করিবেন, যোগী ব্যক্তির সাধনা কীদৃশ দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু সাধনার যাহা ক্রম, যে যে প্রক্রিয়া সাধকের অবলম্বনীয়, সিদ্ধ ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিলে, তাহার জ্ঞান আরও পরিস্ফুট হয়। এই জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সিদ্ধ-মহাপুরুষের, জীবন্মুক্তের একটী আলেখ্য চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করা হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ গুলি জানা থাকিলে সাধক বুঝিতে পারিবেন তিনি সিদ্ধির পথে কতদূর অগ্রসর হইতেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তের অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সিদ্ধির কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা যেন চঞ্চল বিদ্যুতের আলোকে ক্ষণিক ব্রহ্ম-দর্শন। চতুর্দশ অধ্যায়ে স্থির সৌদামিনীর প্রভায় নিত্য প্রকাশিত ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মবিদের 'কর্ত্তব্য" বলিয়া আর কিছুই নাই—তাই তিনি সকল কাজেই আত্ম নিয়োগ করেন। আর যাহা কিছু করেন, পুরুষোত্তম রুদ্রকে স্মরণ করিয়াই তাহা করেন। তাহাতে তাহার আর মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইবার, দ্বন্দ্বদ্বারা অভিভূত হইবার, সম্ভাবনা নাই। যাহা কিছু করেন, সকলই মহেশ্বর রুদ্রের প্রীত্যর্থে করেন বলিয়া সকল কর্ম্মই তাহার পক্ষে উপাসনা। তাহার কামনার বিষয় কিছুই নাই। রুদ্রের নিকট প্রার্থণীয় কিছুই নাই। তিনিই নিষ্কাম ভক্ত—শ্রেষ্ঠ ভক্ত। মুক্তি তাহার লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে—মুক্তির কামনাও তাহার নাই। বিশ্বরাজ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা বিলাস দেখিয়া আনন্দ ভোগ করাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। এরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত জীবন্মুক্তের ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিক পঞ্চম পুরুষার্থ, অর্থাত্ মুক্ত পুরুষেরও আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এরূপ মুক্ত পুরুষ, বিশ্বনাট্যের রঙ্গমঞ্চে দর্শক পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে। সাধারণ জীবে অক্ষর-আত্মার জ্ঞান সুপ্ত। সে অভিনয় করিয়া যাইতেছে কিন্তু ইহাকে অভিনয় বলিয়া মনে করিতে না পারায় রাজা হইয়া হাসিতেছে, ভিক্ষুক হইয়া কাঁদিতেছে। মুক্ত পুরুষের অধি-আত্মা (সাক্ষি-আত্মা) প্রবুদ্ধ। তিনিও রাজা হইয়া হাসেন ও ভিক্ষুক হইয়া কাঁদেন বটে, কিন্তু ইহা যে অভিনয় মাত্র, একথা তাহার অন্তরে নিরন্তর জাগরিত। এই জন্য রাজার হাস্য ও ভিক্ষুকের ক্রন্দন, এই উভয় অভিনয়ের অন্তরালেই দ্রষ্টার আনন্দ তিনি সমান ভাবেই উপভোগ করেন। দ্রষ্টার আনন্দ উপভোগই জীবের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য, ইহাই জীবন্মুক্তি। দ্রষ্টার আনন্দ উপভোগ করাই বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র হেতু। সাক্ষি-আত্মার প্রসাদে স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত বিশ্বস্রষ্টার সাদৃশ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বরঙ্গে অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ বটেন, কিন্তু সাক্ষি-আত্মা তাহার জাগরূক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রষ্টার আনন্দও তিনি উপভোগ করিয়া যাইতেছেন। তিনি রঙ্গনাথের রাসলীলার সহচর হইতে পারিয়াছেন। আর এই বিশ্বরঙ্গের অভিনয়ের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার যিনি দিয়াছেন সেই মহেশ্বর মজ্‌দার স্তবগান তাহার মুখে লাগিয়াই আছে। সেই স্তোত্র সঙ্গীতই গীতা পঞ্চদশীর চরম অধ্যায়। এই সার্ব্বজনীন স্তোত্রটী দর্শ ও পৌর্ণমাসীর উপোষথে আমাদের প্রতি গুরুদ্বারার কণ্ঠে কণ্ঠে সমস্বরে মুখরিত হইতে থাকুক।

এইরূপে আশা ভঙ্গজনিত সুলভ বিষাদ হইতে আরম্ভ করিয়া জীব কেমনে ধাপে ধাপে অধ্যাত্ম জীবনের চরম কোটি রাগ-রাসে পৌছিতে পারে আমরা তাহা দেখিলাম। আধ্যাত্মিক জীবনের সোপান গুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অধ্যায় বিভাগ করিলেই গীতা পাঠের সার্থকতা হয়। কারণ তাহাতে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগ গুলির (প্রধানতঃ যোগত্রয়ের) ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, অপর দিকে গীতার শ্লোকগুলির মর্ম্মও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এমন কি ইহা বলাও অসঙ্গত হইবেনা, যে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই যোগত্রয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে গীতার মর্ম্ম পরিগৃহীত হয়না—মনে হয় গীতায় সময়ে সময়ে অনেক আত্মবিরোধী কথা বলা হইয়াছে। গীতা কখনও বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তস্য তু কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ নোপপদ্যতে।

১৮-৭

কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিহার নাই।

কখনও বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

১৮-৬৬

সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে শরণ লও।

আবার কখন বলিতেছেন—

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

৪—৩৮

জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নাই।

কখনও বলিতেছেন—

জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে।

১২-১২

জ্ঞান অপেক্ষা রুদ্রের ধ্যানই শ্রেষ্ঠ।

কখনও বলিতেছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং

৩-৮

তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও।

কখনও বলিতেছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।

১৮-৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস দ্বারাই নৈষ্কর্ম্মরূপ শ্রেষ্ঠসিদ্ধি লাভ করে।
আবার কখনও প্রহেলিকার মত বলিতেছেন—

কর্ম্মন্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

৪-১৮

যিনি কর্মে অকর্ম, ও অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান।
কিম্বা বলিতেছেন—

ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জ্জুনঃ।

২-৪৫

"এইটী ভাল, এইটী মন্দ" বেদ এইরূপ বিচার করেন। তুমি ভাল মন্দ বিচারের অতীত হইয়া যাও।

কোন ভূমি হইতে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, আর সেই ভূমি গুলির পরস্পর সম্বন্ধই বা কী তাহা না জানিয়া গীতার আশয় বুঝিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র। তাহাতে গীতার অর্থ বুঝা যায় না, মন্ত্র-চৈতন্য হয় না। এই মহামন্ত্রগুলি শব্দরাশি মাত্র থাকিয়া যায়, তাহারা কর্তব্য নির্ণয়ে সহায়তা দেয়না, জীবনে তাহাদের প্রয়োগ ঘটেনা।

প্রধানতঃ পঞ্চদশ তিথিতে পাঠের সুবিধার জন্যই এথায় গীতাকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্যও যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম হয়, সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরূহ কার্য্যে মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ শ্লোক নির্বাচন বিষয়ে কোনও দুই ব্যক্তিই একমত হইতে পারে না। এই সঙ্কলন প্রারিপ্সুর প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। কোনও সুধী ব্যক্তি অধ্যায় বিভাগ কিম্বা শ্লোক পরম্পরার উৎকর্ষের জন্য যদি কোনও নির্দেশ দেন, পরবর্ত্তী সংস্করণে তদনুযায়ী পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করা হইবে। কিম্বা কোনও সুপণ্ডিত ব্যক্তি স্বয়ংই নূতন কোনও শৃঙ্খলায় গীতার শ্লোক সংগ্রহের নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারেন। পণ্ডিত ব্যক্তি যদি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহাই আমার দুর্ব্বল চেষ্টার পরম সার্থকতা।

মূল গীতা পাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার জন্য এই পুস্তক সঙ্কলিত হয় নাই, গীতা পাঠের সহায়ক রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রের অবমাননা হইয়াছে—মনে করিয়া এই চেষ্টাতে কেহ যেন রুষ্ট না হন, এই আমার সানুনয় প্রার্থনা। অবশ্য "খোদার উপর খোদকারি" বলিয়া ইহাকে বিদ্রূপ করা খুবই স্বাভাবিক। আমার কৈফিয়ত কেবল ইহাই, যে জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থানীয় গুরুগ্রন্থকে যত বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করিয়া, তাহার মনোহারিত্ব প্রতিপাদন করা যায়, গীতা ততই জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা, আর গুরুগ্রন্থ পাঠ যত বেশী সার্বজনীন হইবে, জাতীয় জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। মানুষের রুচি বিভিন্ন। হয়ত বা এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতাই কাহারও নিকট বেশ ভাল লাগিতে পারে, শুধু তাহার জন্যই এই গ্রন্থখানা সঙ্কলিত হইল। বিশেষতঃ শ্লোকগুলির অন্তরঙ্গ মহিমা দ্বারাই গীতার গীতাত্ব—শ্লোকগুলিতে এই সঙ্কলনে অক্ষুণ্ণই আছে। আমি কেবল প্রতিদিনের পাঠের উপযোগী করিয়া বাছিয়া নিয়াছি। যাহার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তিনি অন্যভাবে বাছিয়া নিবেন। শ্লোকের শৃঙ্খলাটীকে সুসংবদ্ধ করিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই—গত পনর বৎসর যাবত্ সেই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছি। একার্য্যে যে সফলতা লাভ করিতে পারি নাই, তাহা আমার ক্ষমতার অভাবে, আমার এ ত্রুটি সুধীগণের মার্জ্জনীয়। গীতা পাঠের আনন্দে অক্ষমের স্পর্দ্ধাকে তাহারা মর্ষণ করুন।

—:—

(৫) স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন।

গুরুগ্রন্থই জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি। গুরুগ্রন্থের সাহায্য ভিন্ন জাতি-গঠন সম্ভবপর নহে। জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি (unit) গুলিকে একসূত্রে গ্রথিত রাখিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র উপায়ই স্বাধ্যায়। ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে যাহা স্বাধ্যায়, জাতিগত দৃষ্টিতে তাহারই নাম গুরুগ্রন্থ। জাতীয়তার প্রধান ঋত্বিক গণধর গুরুগোবিন্দ সিংহ স্বাধ্যায়কে এই গুরুগ্রন্থ নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

যাহারা একটা দেশকে জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন তাহারা স্থূলদর্শী। ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য যেমন হাটের প্রয়োজন আছে, শাসন যন্ত্রের সুবিধার জন্য সেইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন আছে। কিন্তু হাটে কেনা-বেচাই জীবনের প্রধান কথা নহে—রাজ্যশাসন প্রণালীও জাতীয় জীবনের সর্বস্ব নহে।

জাতীয় কৃষ্টির সহিত সম্পর্কশূন্য দেশবিশেষের কোনও মূল্য নাই। তাহা একখণ্ড মৃত্তিকা মাত্র। ভারতবর্ষের একখণ্ড মৃত্তিকা ও ব্রেজিলের একখণ্ড মৃত্তিকায় কোনও পার্থক্য নাই। ভারতীয় কৃষ্টিই ভারত ভূখণ্ডকে গৌরব প্রদান করিয়াছে। তাই ভারতবর্ষকে আমরা ভালবাসি ও ভালবাসা কর্তব্য মনে করি।

জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় স্বাধ্যায় গুরুগ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট। জাতির আশা ও আশংসা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, স্বাধ্যায়েই নিবদ্ধ। সেই আদর্শ বিকাশের চেষ্টাই জাতীয় ইতিহাস।

গুরুগ্রন্থই দূর ও নিকটকে, অতীত ও ভবিষ্যতকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত রাখে। গীতার আলোচনা করিতে—গিয়াই বুঝিতে পারি, গীতার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও তিলক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কত আত্মীয়। নতুবা তাহাদের সহিত আত্মীয়তা অনুভবের অন্য কোনও হেতু নাই। আবার আমাদের ভবিষ্যত্ বংশধরেরা গীতার সাহায্যেই পূর্বপুরুষদের ভাব ও ভাষার সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারিবে।

সেইরূপ যখন বাঙ্গালী, গুজরাতী কিম্বা শ্যামদেশীয় হিন্দু প্রত্যেকেই প্রাতে উঠিয়া একই গীতা পাঠ করে, গীতার শ্লোক উচ্চারণ করিলে বাঙ্গালী ও মারাঠী যখন সমান ভাবেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করে, তখনই ধারণা হয়, বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাতি ও শ্যামী পরস্পর আত্মীয়—তাহারা একই সংঘের অন্তর্গত।

যে জাতির স্বাধ্যায়-নিষ্ঠা যত প্রবল তাহার ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হইয়া সেই জাতি ততই বলশালী হয়। এই কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন হজরত মহম্মদ। তাই ভারত, মিশর ও তাতারের মুসলমানেরা, আরবী বয়েত আবৃত্তি করিয়া, যখন একত্র নমাজ পাঠ করে তখন তাহাদের মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়, পারসিক আফগাণ ও ভারতীয় মুসলমানগণ এক হইয়া যায়।

গুরুগ্রন্থই যে জাতীয়তার ভিত্তিভূমি এসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা, ভারতীয় ধর্মরাজদিগের মধ্যে ছিল একমাত্র গুরুগোবিন্দসিংহের (আর তাহাদ্বারা অনুপ্রাণিত মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক অবতার ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বি সমাজের সহিত প্রতিপক্ষতা করিবার সামর্থ্য আনিয়া দিয়াছেন একমাত্র গুরুগোবিন্দসিংহ। এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় জীবনের মূল সূত্র গুরুগ্রন্থকে তিনি জাতীয়তার কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর গুরুগ্রন্থের সহিত সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিত্য বর্ধমান শক্তি লাভের জন্যই তিনি গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় গুরুগ্রন্থের সিংহাসন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গুরুগ্রন্থে অবিচলিত নিষ্ঠাই গুরুগোবিন্দ পরিচালিত শিখ-সঙ্ঘের বিশেষত্ব। আর এই বিশেষত্বের ফলে, তাহারা এত অধিক শক্তি অর্জন করিতে পারিয়াছে যে তাহাদের ভয়ে শত্রুর হৃদয় সর্বদা কম্পিত হয়। শিখগণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তাহাদের সংখ্যা যদি আর কিছু বর্দ্ধিত হয়, তবে ভারতের জাতীয় জীবনের কোনও সমস্যাই অমীমাংসিত থাকিবে না।

আর্য্যজাতি ধন্য যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা তাহাদের গুরুগ্রন্থ। গীতার মত সর্বোত্তম গ্রন্থকে গুরুগ্রন্থ রূপে পাইয়াও যে তাহারা শক্তিহীন ক্লীব হইয়া রহিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ যে গীতার সমুচিত আদর তাহারা করে নাই—গীতাকে তাহারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জাতীয় স্বাধ্যায় বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করেন নাই। গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সমবেত ভাবে গীতা আবৃত্তির ও আলোচনার ব্যবস্থা করেন নাই। একবার তাহা করিয়া দেখুন, আর্য্যের জাতীয় জীবন আবার গৌরবোদ্ভাসিত হইয়া উঠে কি না।

ইহা কলহের কথা নহে, রণাত্মক অভিমান (War like mentality) নহে—শুধু আত্ম রক্ষার আকিঞ্চন। নিজের জাতি বাঁচিয়া থাকুক, ইহা যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে এই পন্থা আপনাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার স্থাপন করিয়া অমাবস্যা পূর্ণিমায় যৌথ উপাসনার (উপোষথের) ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়া অন্য জাতিতে মিলিত হইয়া যাউন। তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা আমি বলিনা। জাতীয়ত্ব রক্ষার অন্য উপায় নাই ইহাই আমার বক্তব্য। আপনি জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিলেই যে জগতে বিশ্বমানবত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা কম। অন্যান্য জাতীয়গণ, নিজ জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জনে আপনার ন্যায় উন্মুখ নয়। তাহাদের জাতীয়ত্ব জীবন্ত থাকিবেই। শুধু আপনি নিজ জাতীয়ত্ব হারাইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া যাইবেন—পোষ্য পুত্রের ন্যায় নিজের পিতাকে বিদায় দিয়া অপরকে পিতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জাতীয়তা না হইয়া, বিশ্ব-মানবতাই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের পক্ষেও গীতার মত সহায়ক গ্রন্থ দ্বিতীয় আর একখানি নাই। গীতাই মানবকে সর্ববিধ আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী করিতে পারে। গীতার জাতীয়তা বিশ্বমানবতার প্রতিকূল নহে—বরং গীতা জাতীয়তার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাতেই থামিয়া থাকেনা—বিশ্বমানবতায় পৌঁছাইয়া দেয়। গীতাই বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠিত করিবার যোগ্যতম ভিত্তি—বৈশ্বানর যজ্ঞের উদাত্ত স্বস্তিবাচন।

ধন্য আমরা যে বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতম গ্রন্থ গীতা আমাদিগের গুরুগ্রন্থ। কিন্তু আমাদিগকে যে এহেন অমূল্য রত্নের মর্য্যাদা আমরা জানিনা, ইহার সদ্ব্যবহার আমরা করি না। এই মুক্তার মালা আমাদের গলায় যিনি পড়াইয়াছিলেন, তিনি লজ্জায় আজ অধোবদন। সেই লজ্জায় খিন্ন হইয়া, তাহারই পাঞ্চজন্য গোবিন্দসিংহ আবার তুলিয়া লইয়াছেন, গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বারে গুরুদ্বারে তাহা নিনাদিত করিতে চাহিতেছেন। মহাতাপসের নিবিড় আবেদন এই আকুল আকূতি আমাদের প্রাণে কি কোনও সাড়াই জাগাইবেনা ?

—:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ।

গুরুগ্রন্থ গীতাকে আবার কেবল গুরুদ্বারে আবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। জাতীয় জীবনের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গুরুদ্বারই গীতার একমাত্র প্রধান অধিষ্ঠান ক্ষেত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে যে পর্য্যন্ত গীতার প্রতিষ্ঠা না হয়, সে পর্য্যন্ত গীতার সহিত জাতীয় জীবনের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারেনা—গীতা পাঠটী পূজার্চনার আবিশ্যিক অঙ্গ না হইয়া, একটী অতিরিক্ত আকস্মিক অনুষ্ঠান মাত্র থাকিয়া যায়। আমাদের সকল পূজায় ও হোমে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে, গীতার মন্ত্র, ও কেবল গীতার মন্ত্রই কেন ব্যবহৃত হয় না? যে মহামন্ত্রগুলি বাসুদেব গোবিন্দের শ্রীমুখ নিঃসরিত বলিয়া খ্যাত, যাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়, অন্য কোন মন্ত্র তাহার সমতুল্য হইতে পারে? গীতা থাকিতে, আমরা কেন পুরাণ ও তন্ত্র হইতে মন্ত্র সঙ্কলন করিয়া তাহাদ্বারা ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? সর্ব্ব শাস্ত্রের মূল বেদের কথা অবশ্য পৃথক্—কিন্তু আমাদের পূজা পার্ব্বন বিবাহে ও শ্রাদ্ধে কয়টী বৈদিক মন্ত্রের ও কয়টী অপর মন্ত্রের প্রয়োগ হয় কেহ তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলিয়া বলিবেন কি ? বিশেষতঃ দ্বিজেতরের ও স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই বলিয়া নিষেধ রটিয়াই আছে। যে গ্রন্থ পাঠে জাতিস্থ সকলের অধিকার নাই তাহা দ্বারা কি জাতি-গঠন সম্ভবপর ? তাহা কি জাতীয় স্বাধ্যায় অথবা গুরুগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ? অপর পক্ষে যে শাস্ত্রগ্রন্থ জাতীয় স্বাধ্যায় বা গুরুগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা বিদ্যমানে অপর কোনও গ্রন্থ হইতে মন্ত্র প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা জাতীয়তার ভিত্তি কি আহত হয় না ? মুসলমান কি কোরাণ ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থ হইতে মন্ত্র লইয়া পূজা অর্চনার অনুষ্ঠান করে ? একটী মাত্র গ্রন্থকে গুরুগ্রন্থ রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদ্বারাই সর্ববিধ ধার্মিক অনুষ্ঠান নির্বাহ করিয়া মুসলমান লাভবান হইয়াছে কি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, তাহা তাহা কি অনুসন্ধেয় নহে ? সর্ববিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুগ্রন্থের আদর করিলে, তাহাদ্বারা জাতীয় ঐক্য যে অত্যন্ত বর্ধিত হয়, এই সত্যটা আমরা অস্বীকার করিলেই কি তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে ? কোরাণ ও তূরাতের মন্ত্রে যে শক্তি আছে, গীতার মন্ত্রে কি সে শক্তি নাই ? তবে কেন সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতাকে অবজ্ঞা আমরা করিব, আর গুরুগ্রন্থের অবজ্ঞা জনিত অপরাধের ফলে জাতীয় সংহতি হইতে বঞ্চিত থাকিব ?

ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধ্যায়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর কি বলিব ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স্বধ্যায়ো অধ্যেতব্যো। স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ। স্বধ্যায় প্রবচনাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্।

তৈত্তিরীয়-১-১০

স্বয়ং গীতাই বলিয়াছেন—

দানম্ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।

১৬-১

স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে।

১৭-১৫

উষায় গীতা, গোধুলিতে (উপনিষদাশ্রিত) উপগীতা, ও মধ্যাহ্নে উভয়ের মূলীভূত বৈদিক গীতা পাঠ করিয়া আমরা যেন জীবনের চরম সার্থকতার পথে দিনে দিনে অগ্রসর হইতে থাকি।

ওঁ তত্ সত্!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

প্রতিপদ্

পার্থ বিষাদঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

১ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

১-১

সঞ্জয় উবাচ

২ দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥

১-২

৩ পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ আচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥

১-৩

৪ অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুন সমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥

১-৪

৫ ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥

১-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥
১-৬

৭ অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥
১-৭

৮ ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্ জয়দ্রথঃ ॥
১-৮

৯ অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥
১-৯

১০ অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥
১-১০

১১ অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥
১-১১

১২ তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥
১-১২

১৩ ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥
১-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥

১-১৪

১৫ পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥

১-১৫

১৬ অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥

১-১৬

১৭ কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥

১-১৭

১৮ দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥

১-১৮

১৯ স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥

১-১৯

২০ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥

১-২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
অর্জুন উবাচ—
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥
১-২১

২২ যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ অস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥
১-২২

২৩ যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্ যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥
১-২৩

সঞ্জয় উবাচ

২৪ এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥
১-২৪

২৫ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥
১-২৫

২৬ তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥
১-২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥
১-২৭

অর্জুন উবাচ

২৮ দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
১-২৮

২৯ বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥
১-২৯

৩০ ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥
১-৩০

৩১ ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥
১-৩১

৩২ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃসুখানি চ॥
১-৩২

৩৩ ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্ তথৈবচ পিতামহাঃ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালা সম্বন্ধিনস্তথা॥
১-৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে॥
১-৩৪

৩৫ নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥
১-৩৫

৩৬ তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥
১-৩৬

৩৭ যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥
১-৩৭

৩৮ কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দন॥
১-৩৮

৩৯ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নম্ অধর্মোঽভিভবত্যুত॥
১-৩৯

৪০ অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
১-৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১ সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥

১-৪১

৪২ দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥

১-৪২

৪৩ উৎসন্নকুলধর্মানাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥

১-৪৩

৪৪ অহোবত মহত্ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥

১-৪৪

৪৫ যদি মামপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্ তন্মে ক্ষেমতরং ভবেত্ ॥

১-৪৫

সঞ্জয় উবাচ

৪৬ এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশত্।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥

১-৪৬

৪৭ তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যম্ উবাচ মধুসূদনঃ ॥

২-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

বাসুদেব উবাচ

৪৮ কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরমর্জুন ॥
২-২

৪৯ ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
২-৩

অর্জুন উবাচ

৫০ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥
২-৪

৫১ গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥
২-৫

৫২ ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥
২-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৩ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥
২-৭

৫৪ ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।
২-৮

সঞ্জয় উবাচ

৫৫ এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥
২-৯

৫৬ তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥
২-১০

বাসুদেব উবাচ

৫৭ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥
২-১১

৫৮ ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥
২-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৯ দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
২-১৩

৬০ মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্ তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥
২-১৪

৬১ যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥
২-১৫

৬২ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
২-১৬

৬৩ অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥
২-১৭

৬৪ অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥
২-১৮

৬৫ য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥
২-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৬ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

২-২০

৬৭ বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং সঃ পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥

২-২১

৬৮ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য্
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

২-২২

৬৯ নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

২-২৩

৭০ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুর্ অচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

২-২৪

৭১ অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্ অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥

২-২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭২ অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥
২-২৬

৭৩ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥
২-২৭

৭৪ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥
২-২৮

৭৫ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্‌বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥
২-২৯

৭৬ দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্বানি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥
২-৩০

৭৭ স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতু মর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥
২-৩১

৭৮ যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥
২-৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৯ অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

২-৩৩

৮০ হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

২-৩৭

৮১ সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

২-৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়া

পুরুষার্থ বিনিশ্চয়ঃ

বাসুদেব উবাচ

১ এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥

২-৩৯

২ নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াত্॥

২-৪০

৩ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ একেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

২-৪১

৪ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

২-৪২

৫ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

২-৪৩

৬ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

২-৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
১৬-১

৮ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
১৬-২

৯ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহো নাতি-মানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতস্য ভারত॥
১৬-৩

১০ দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য সম্পদং পার্থ দানবম্॥
১৬-৪

১১ দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধে দানবী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥
১৬-৫

১২ দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব দানব এবচ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ দানবং পার্থ মে শৃণু॥
১৬-৬

১৩ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ দানবা ন বিদুর্ জনাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
১৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

১৬-৮

১৫ এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

১৬-৯

১৬ কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

১৬-১০

১৭ চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

১৬-১১

১৮ আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থম্ অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

১৬-১২

১৯ ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥

১৬-১৩

২০ অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহংবলবান্ সুখী॥

১৬-১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
১৬-১৫

২২ অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
১৬-১৬

২৩ আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥
১৬ ১৭

২৪ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
১৬-১৮

২৫ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ দানবীষ্বেব যোনিষু॥
১৬-১৯

২৬ দানবীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
১৬-২০

২৭ ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্ তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
১৬-২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮ এভৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ ততো যাতি পরাংগতিম্ ॥
১৬-২২

২৯ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥
১৬-২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়া

কামকাম্ম বিন্যাসঃ

অর্জুন উবাচ

১ অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

৩-৩৬

বাসুদেব উবাচ

২ কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

৩-৩৭

৩ ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্ যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্ তথা তেনেদমাবৃতম্॥

৩-৩৮

৪ আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

৩-৩৯

৫ ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্ অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥

৩-৪০

৬ তস্মাত্ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্য আদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্॥

৩-৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুর্ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

৩-৪২

৮ এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

৩-৪৩

৯ সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥

১৮-৩৬

১০ যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

১৮-৩৭

১১ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥

১৮-৩৮

১২ যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্ তামসমুদাহৃতম্॥

১৮-৩৯

১৩ কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

১৩-২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

৫-২০

১৫ বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥

৫-২১

১৬ যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

৫-২২

১৭ শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

৫-২৩

১৮ যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্ তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥

৫-২৪

১৯ ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

২-৬২

২০ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি॥

২-৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥
২-৬৪

২২ প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥
২-৬৫

২৩ নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥
২-৬৬

২৪ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥
২-৬৭

২৫ তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
২-৬৮

২৬ যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥
২-৬৯

২৭ আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥
২-৭০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮ বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

২-৭১

২৯ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥

২-৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থী

সাংখ্য নিষ্ঠাসঃ

অর্জুন উবাচ

১ জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
৩-১

২ ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥
৩-২

বাসুদেব উবাচ

৩ লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥
৩-৩

৪ ন কর্মনামনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
৩-৪

৫ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
৩-৫

৬ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
৩-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ অসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

৩-৭

অর্জুন উবাচ

৮ সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥

৫-১

বাসুদেব উবাচ

৯ সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥

৫-২

১০ জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

৫-৩

১১ সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ উভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্॥

৫-৪

১২ যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

৫-৫

১৩ সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

৫-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥

৩-৮

১৫ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।

৩-২০

১৬ যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

৩-২১

১৭ ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি॥

৩-২২

১৮ যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

৩-২৩

১৯ উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্ উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

৩-২৪

২০ প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃত্স্নবিদো মন্দান্ কৃত্স্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥

৩-২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাম্ বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

৪-১৩

২২ ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

৪-১৪

২৩ এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥

৪-১৫

২৪ ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

৩-২৬

২৫ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

৩-৩৩

২৬ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

৩-৩৪

২৭ শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

৩-৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮ ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

৩-৩০

২৯ যে মে মতমিদং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥

৩-৩১

৩০ যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥

৩-৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

পঞ্চমী

কর্ম্মযোগঃ

বাসুদেব উবাচ

১ যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচার॥

৩-৯

২ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

৩-১০

৩ দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

৩-১১

৪ ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

৩-১২

৫ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

৩-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

৩-১৪

৭ কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

৩-১৫

৮ এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥

৩-১৬

৯ দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥

৪-২৫

১০ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥

৪-২৬

১১ সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান দীপিতে ॥

৪-২৭

১২ দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥

৪-২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥
৪-২৯

১৪ অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিত কল্মষাঃ॥
৪-৩০

১৫ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম।
নায়ং লোকঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥
৪-৩১

১৬ এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥
৪-৩২

১৭ যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
৪-১৯

১৮ গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥
৪-২৩

১৯ যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥
৫-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥
১৮-১৩

২১ অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
১৮-১৪

২২ শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥
১৮-১৫

২৩ তত্রৈবং সতি কর্তারম্ আত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥
১৮-১৬

২৪ যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥
১৮-১৭

২৫ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহ॥
১৮-১৮

২৬ জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥
১৮-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

১৮-২০

২৮ পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥

১৮-২১

২৯ যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎতামসমুদাহৃতম্॥

১৮-২২

৩০ নিয়তং সঙ্গরহিতম্‌অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥

১৮-২৩

৩১ যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥

১৮-২৪

৩২ অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্ অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তৎতামসমুচ্যতে॥

১৮-২৫

৩৩ মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

১৮-২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥
১৮-২৭

৩৫ অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥
১৮-২৮

৩৬ বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥
১৮-২৯

৩৭ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥
১৮-৩০

৩৮ যয়া ধর্ম্মধমঞ্চ কার্য্যঞ্চা ক্ষার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
১৮-৩১

৩৯ অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥
১৮-৩২

৪০ ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥
১৮-৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১ যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥

১৮-৩৪

৪২ যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥

১৮-৩৫

৪৩ ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

১৮-১১

অর্জুন উবাচ

৪৪ সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥

১৮-১

বাসুদেব উবাচ

৪৫ কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব কর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

১৮-২

৪৬ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মণীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

১৮-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭ নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥

১৮-৪

৪৮ যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তত্।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মণীষিণাম্ ॥

১৮-৫

৪৯ এতাণ্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যাণীত্তি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥

১৮-৬

৫০ নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

১৮-৭

৫১ দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥

১৮-৮

৫২ কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥

১৮-৯

৫৩ ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

১৮-১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪ ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

৫-১০

৫৫ কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

৫-১১

৫৬ যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥

৫-১২

৫৭ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

৩-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

ষষ্ঠী

নৈষ্কাম্য নিষ্ঠা

বাসুদেব উবাচ

১ অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরাগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
৬-১

২ যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্ যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥
৬-২

৩ যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥
৫-৭

৪ আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
৬-৩২

অর্জুন উবাচ

৫ যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
৬-৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

৬-৩৪

বাসুদেব উবাচ

৭ অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

৬-৩৫

৮ অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

৬-৩৬

৯ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

৬-২৯

১০ সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুস্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

৬-৯

১১ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

৫-১৮

১২ ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

৫-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
৫-২৫

১৪ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
১৪-৫

১৫ তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
১৪-৬

১৬ রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
১৪-৭

১৭ তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্ তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
১৪-৮

১৮ সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
১৪-৯

১৯ ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥
১৮-৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

১৪-১০

২১ সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

১৪-১০

২২ লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

১৪-১২

২৩ অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

১৪-১৩

২৪ যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

১৪-১৪

২৫ রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

১৪-১৫

২৬ কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখম্ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥

১৪-১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥

১৪-১৭

২৮ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

১৪-১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

গীতা পঞ্চদশী

সপ্তমী

লোকসংগ্রহঃ

বাসুদেব উবাচ

১ ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥

১০-১

২ শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

১৮-৪৭

৩ সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥

১৮-৪৮

৪ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

১৮-৪১

৫ শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

১৮-৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥
১৮-৪৩

৭ কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
১৮-৪৪

৮ সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্‌ চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
৩-২৫

৯ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥
১৬-২৪

অর্জ্জুন উবাচ

১০ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥
১৭-১

বাসুদেব উবাচ

১১ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
১৭-২

১২ সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥
১৭-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ॥
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্‌ চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥

১৭-৪

১৪ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥

১৭-৫

১৫ কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামমচেতসঃ।
মাংশ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং বিদ্ধি তান্ এব দানবান্ ॥

১৭-৬

১৬ আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥

১৭-৭

১৭ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ॥
রস্যা স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

১৭-৮

১৮ কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।

১৭-৯

১৯ যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

১৭-১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
১৭-১১

২১ অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।
১৭-১২

২২ বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে॥
১৭-১৩

২৩ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
১৭-১৪

২৪ অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্‌ময়ংতপ উচ্যতে॥
১৭-১৫

২৫ মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্ তপো মানসমুচ্যতে॥
১৭-১৬

২৬ শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥
১৭-১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥

১৭-১৮

২৮ মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥

১৭-১৯

২৯ দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

১৭-২০

৩০ যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

১৭-২১

৩১ অদেশকালে যদ্দানম্ অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

১৭-২২

৩২ অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥

১৭-২৮

৩৩ সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

৬-৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ যদা ভূতপৃথগ্ ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
১৩-৩০

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

অষ্টমী

আত্মচিন্তনম্

বাসুদেব উবাচ।

১ পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥
১৪-১

২ ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্য মাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥
১৪-২

৩ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানং অবসাদয়েত্।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুর আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥
৬-৫

৪ বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবত্ ॥
৬-৬

৫ উপদ্রষ্টানু মন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥
১৩-২২

৬ যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানঃ নৈনং পশ্যন্ত্য চেতসঃ।
১৫-১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যত্‌স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
১৩-২৭

৮ সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥
১৩-২৮

৯ ময়া ততমিদং সর্বং জগদ্‌ অব্যক্ত মূর্তিনা।
মত্‌স্থানি সর্ব ভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
৯-৪

১০ ন চ মত্‌স্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূত ভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূত ভাবনঃ॥
৯-৫

১১ যথা কাশ স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বানি ভূতানি মত্‌স্থানীত্যু পধারয়॥
৯-৬

১২ যত্রো পরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ সেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
৬-২০

১৩ সুখমাত্যন্তিকং যত্তত্‌ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
৬-২১

১৪ যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
৬-২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫ তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্ন চেতসা ॥
৬-২৩

১৬ ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীত্॥
৪-১

১৭ এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
৪-২

১৮ স এবায়ং ময়াতেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদ্উত্তমম্॥
৪-৩

অর্জ্জুন উবাচ

১৯ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতত্ বিজানীয়াম্ ত্বমাদৌ প্রোক্তবান্ ইতি॥
৪-৪

বাসুদেব উবাচ

২০ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
৪-৫

২১ অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
৪-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২ যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
৪-৭

২৩ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
৪-৮

২৪ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥
৪-৯

২৫ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
৯-১১

২৬ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীং দানবীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥
৯-১২

২৭ মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্য্ অনন্যমনসঃ জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্ ॥
৯-১৩

২৮ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥
৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥

৬-৮

৩০ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

১৮-৬১

৩১ তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তত্ প্রসাদাত্ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥

১৮-৬২

৩২ ইতি তে জ্ঞান মাখ্যাতং গুহ্যাত্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

১৮-৬৩

———

LIBRARY
No. .. ..
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

নবমী

জ্ঞানযোগঃ

বাসুদেব উবাচ

১ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
৩-১৭

২ নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ॥
৩-১৮

৩ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥
২-৪৫

৪ যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥
২-৪৬

অর্জ্জুন উবাচ

৫ কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতান্ অতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥
১৪-২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেব উবাচ

৬ প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

১৪-২২

৭ উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

১৪-২৩

৮ সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্ তুল্যনিন্দাত্ম সংস্তুতি॥

১৪-২৪

৯ মানাপমানয়োস্তুল্যস্ তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

১৪-২৫

১০ মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

১৪-২৬

১১ অনিষ্টমিষ্টঃ মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥

১৮-১২

১২ আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

৬-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ কর্মণ্যেবাধিকারস্ তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভুর্ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥
২-৪৭

১৪ যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥
২-৪৮

১৫ দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
২-৪৯

১৬ বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥
২-৫০

১৭ কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥
২-৫১

১৮ যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥
৬-৪

১৯ প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্তারং স পশ্যতি॥
১৩-২৯

২০ নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
৫-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

৫-৯

২২ সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥

৫-১৩

২৩ ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥

৫-১৪

২৪ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

৫-১৫

২৫ জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

৫-১৬

২৬ তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্ তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥

৫-১৭

২৭ ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

৪-২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮ নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

৪-২১

২৯ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

৪-২২

৩০ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

৪-৩৩

৩১ তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

৪-৩৪

৩২ যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥

৪-৩৫

৩৩ অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

৪-৩৬

৩৪ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

৪-৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৫ ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

৪-৩৮

৩৬ শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

৪-৩৯

৩৭ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

৪-৪০

৩৮ যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

৪-৪১

৩৯ তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

৪-৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

দশমী

ক্ষিপ্রক্ষিত্যাসঃ

অর্জুন উবাচ

১ প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ।

১৩-১

বাসুদেব উবাচ

২ ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥

১৩-২

৩ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

১৩-৩

৪ তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥

১৩-৪

৫ ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥

১৩-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ মহাভূত্যান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥

১৩-৬

৭ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥

১৩-৭

৮ অমানিত্বমদম্ভিত্বম্ অহিংসা ক্ষান্তিবার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।

১৩-৮

৯ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহঙ্কার এব চ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিদুঃখ দোষানুদর্শনম্॥

১৩-৯

১০ অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্ ইষ্টা নিষ্টোপপত্তিষু॥

১৩-১০

১১ ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতির্জন সংসদি॥

১৩-১১

১২ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্ অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

১৩-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥

১৩-১৩

১৪ সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্॥
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সবমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

১৩-১৪

১৫ সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

১৩-১৫

১৬ বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদ্ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

১৩-১৬

১৭ অবিভক্তঞ্চ ভুতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভুতভর্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

১৩-১৭

১৮ জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্ তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

১৩-১৮

১৯ ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

১৩-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।

১৩-২০

২১ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ সঙ্গোহস্য সদসত্‌ যোনি জন্মসু॥

১৩-২১

২২ য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চগুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥

১৩-২৪

২৩ যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্‌ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥

১৩-২৭

২৪ অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

১৩-৩২

২৫ যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদ্‌ আকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

১৩-৩৩

২৬ যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারতঃ॥

১৩-৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্ অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।

১৩-৩৫

২৮ দ্বাব্ ইমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্ চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থো অক্ষর উচ্যতে॥

১৫-১৬

২৯ উত্তম পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্য অব্যয় ঈশ্বরঃ॥

১৫-১৭

৩০ যস্মাদ্ ক্ষরাদ্ অতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

১৫-১৮

৩১ যো মাম্ এবম্ অসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাম্ সর্বভাবেন ভারত॥

১৫-১৯

৩২ মম যোনির্ মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

১৪-৩

৩৩ সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

১৪-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ সহস্রযুগপর্য্যন্তম্ অহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥

৮-১৭

৩৫ অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

৮-১৮

৩৬ ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

৮-১৯

৩৭ পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥

৮-২০

৩৮ সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

৯-৭

৩৯ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥

৯-৮

৪০ ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনম্ অসক্তং তেষু কর্মসু॥

৯-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্তে॥

৯-১০

৪২ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

৭-৪

৪৩ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

৭-৫

৪৪ এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

৭-৬

৪৫ মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

৭-৭

৪৬ রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥

৭-৮

৪৭ পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

৭-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৮ বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজ স্বিনামহম্॥

৭-১০

৪৯ বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥

৭-১১

৫০ যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

৭-১২

৫১ অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহ মহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যম্ অহমগ্নিরহং হুতম্॥

৯-১৬

৫২ পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥

৯-১৭

৫৩ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃশরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

৯-১৮

৫৪ তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥

৯-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৫ মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

১৫-৭

৫৬ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

১৫-৮

৫৭ শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

১৫-৯

৫৮ উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

১৫-১০

৫৯ যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

১৫-১২

৬০ গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥

১৫-১৩

৬১ অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥

১৫-১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬২ সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
১৫-১৫

৬৩ ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিদ্॥
১৫-১

৬৪ অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥
১৫-২

৬৫ ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥
১৫-৩

৬৬ ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥
১৫-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৭ নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈর্
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

১৫-৫

৬৮ ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ॥

১৫-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

একাদশী

ভক্তিযোগঃ

বাসুদেব উবাচ

১ ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
৭-১

২ জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্ ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥
৭-২

৩ স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
১৮-৪৫

৪ যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
১৮-৪৬

৫ ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈর্ এভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃপরমব্যয়ম্॥
৭-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

৭-১৪

৭ যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥

১৮-৫৯

৮ স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ

১৮-৬০

৯ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

৩-২৭

১০ তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥

৩-২৮

১১ নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

১৪-১৯

১২ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

৫-২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ ন মাং দুস্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা দানবম্ ভাবমাশ্রিতাঃ॥

৭-১৫

১৪ চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুর্ অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

৭-১৬

১৫ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

৭-১৭

১৬ উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

৭-১৮

১৭ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

৭-১৯

১৮ কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

৭-২০

১৯ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

৭-২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা আরাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
৭-২২

২১ অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
৭-২৩

২২ অব্যক্তম্ ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবম্ অজানন্তো মমাব্যয়ম্ অনুত্তমম্॥
৭-২৪

২৩ কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥
৪-১২

২৪ ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
৯-২০

২৫ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥
৯-২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

৯-২২

২৭ যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

৯-২৩

২৮ অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

৯-২৪

২৯ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

৯-২৫

৩০ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

৯-২৬

৩১ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

৯-২৭

৩২ শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥

৯-২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৩ সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
৯-২৯

৩৪ অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
৯-৩০

৩৫ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
৯-৩১

৩৬ মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
৯-৩২

৩৭ কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
৯-৩৩

৩৮ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
৯-৩৪

৩৯ ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।
১৩-২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪০ অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতি তরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥

১৩-২৬

৪১ সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মা ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

৯-১৪

৪২ জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥

৯-১৫

৪৩ ব্রহ্মার্পণ: ব্রহ্ম হবির্ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা ॥

৪-২৪

৪৪ অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ ॥

৮-১৪

৪৫ মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ ॥

৮-১৫

অর্জ্জুন উবাচ

৪৬ এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষর মব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥

১২-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেব উবাচ

৪৭ ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্ তে মে যুক্ত তমা মতাঃ॥
১২-২

৪৮ যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যম্ অব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
১২-৩

৪৯ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
১২-৪

৫০ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
১২-৫

৫১ যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ॥
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
১২-৬

৫২ তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥
১২-৭

৫৩ ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
১২-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪ অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

১২-৯

৫৫ অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

১২-১০

৫৬ অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

১২-১১

৫৭ শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥

১২-১২

৫৮ অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্ তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

৮-২১

৫৯ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মাম্ অজমব্যয়ম্॥

৯-২৫

৬০ বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥

৯-২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬১ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

৭-৩

৬২ বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥

৪-১০

৬৩ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।
মম বর্ত্মানু বর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ॥

৪-১১

৬৪ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥

৬৫ যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

৬-৩০

৬৬ চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধি যোগ মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভবঃ॥

১৮-৫৭

৬৭ মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথচেৎত্বমহঙ্কারান্ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

১৮-৫৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৮ ইতিগুহ্যতমং শাস্ত্রম্ ইদ মুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥

১৫-২০

৬৯ সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

১৮-৬৪

৭০ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

১৮-৬৫

৭১ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

১৮-৬৬

৭২ ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

১৪-২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

দ্বাদশী

সাপ্রশ্ন পাদঃ

বাসুদেব উবাচ

১ যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

৬-১০

২ শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতা নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥

৬-১১

৩ তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

৬-১২

৪ সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥

৬-১৩

৫ প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥

৬-১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥

৬-১৫

৭ নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

৬-১৬

৮ যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

৬-১৭

৯ যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥

৬-১৮

১০ যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥

৬-১৯

১১ সংকল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥

৬-২৪

১২ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

৬-২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশংনয়েৎ ॥

৬-২৬

১৪ প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

৬-২৭

১৫ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

৬-২৮

১৬ স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্ চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যান্তরচারিণৌ ॥

৫-২৭

১৭ যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥

৫-২৮

১৮ ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

৭-২৭

১৯ যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

৭-২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥
৭-২৯

২১ সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥
৭-৩০

অর্জুন উবাচ

২২ কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥
৮-১

২৩ অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥
৮-২

বাসুদেব উবাচ

২৪ অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥
৮-৩

২৫ অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥
৮-৪

২৬ অন্তকালেচ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
৮-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।
৮-৬

২৮ তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥
৮-৭

২৯ অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥
৮-৮

৩০ কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
৮-৯

৩১ প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥
৮-১০

৩২ যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥
৮-১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৩ সর্ব দ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধরণাম্ ॥
৮-১২

৩৪ ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
৮-১৩

৩৫ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
৮-১৬

অর্জুন উবাচ

৩৬ অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥
৬-৩৭

৩৭ কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥
৬-৩৮

৩৮ এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥
৬-৩৯

বাসুদেব উবাচ

৩৯ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥
৬-৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪০ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

৬-৪১

৪১ অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

৬-৪২

৪২ তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

৬-৪৩

৪৩ পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥

৬-৪৪

৪৪ প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ ততো যাতি পরাং গতিম্॥

৬-৪৫

৪৫ তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিক
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥

৬-৪৬

৪৬ যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

৬-৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭ যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

২-৫২

৪৮ শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্ তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

২-৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী।

ত্রয়োদশী।

স্থিতপ্রজ্ঞঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

১ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

২-৫৪

বাসুদেব উবাচ

২ প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

২-৫৫

৩ দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥

২-৫৬

৪ যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্ তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

২-৫৭

৫ যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

২-৫৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

২-৫৯

৭ যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

২-৬০

৮ তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মত্‌পরঃ।
বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

২-৬১

৯ অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মিত্রঃ করুণ এবচ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

১২-১৩

১০ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

১২-১৪

১১ যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

১২-১৫

১২ অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

১২-১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

১২-১৭

১৪ সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥

১২-১৮

১৫ তুল্যনিন্দাস্তুতির্ মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

১২-১৯

১৬ যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

১২-২০

১৭ কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্ বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

৫-২৬

১৮ ন মে বিদুঃ সুরগণা প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহম্ আদির্ হি দেবানাম্ মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥

১০-২

১৯ যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃস মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

১০-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ॥

১০-৪

২১ অহিংসা সমতা তুষ্টিস্ তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥

১০ ৫

২২ মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥

১ -৬

২৩ এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

১০-৭

২৪ অহং সর্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা॥

১০-৮

২৫ মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্‌ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

১০-৯

২৬ তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্‌ উপযান্তি তে॥

১০-১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ তেষাম্ এবানুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

১০-১১

Shri Shri ... Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী।

চতুর্দশী।

সন্ন্যাস বিলাসঃ।

বাসুদেব উবাচ

১ ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
৯-১

২ রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥
৯-২

৩ অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥
৯-৩

৪ কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
৪-১৬

৫ কর্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥
৪-১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

৪-১৮

৭ অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥

১৮-৪৯

৮ সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥

১৮-৫০

৯ বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।

১৮-৫১

১০ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥

১৮-৫২

১১ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

১৮-৫৩

১২ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

১৮-৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

১৮-৫৫

১৪ সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

১৮-৫৬

১৫ ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

১৭-২৩

১৬ তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপক্রিয়াঃ
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥

১৭-২৪

১৭ তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

১৭-২৫

১৮ সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

১৭-২৬

১৯ যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।

১৭-২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০ যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥
৮-২৩

২১ অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥
৮-২৪

২২ ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্ যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥
৮-২৫

২৩ শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥
৮-২৬

২৪ নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥
৮-২৭

২৫ বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥
৮-২৮

অর্জুন উবাচ

২৬ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবমজং বিভুম্ ॥
১০-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭ আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীসি মে॥

১০-১৩

২৮ সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥

১০-১৪

২৯ স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥

১০-১৫

৩০ বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকান্ ইমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥

১০-১৬

৩১ কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥

১০-১৭

৩২ বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥

১০-১৮

বাসুদেব উবাচ

৩৩ হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥

১০-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪ অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥

১০-২০

৩৫ আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥

১০-২১

৩৬ বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥

১০-২২

৩৭ রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥

১০-২৩

৩৮ পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥

১০-২৪

৩৯ মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥

১০-২৫

৪০ অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥

১০-২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১ উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥

১০-২৭

৪২ আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥

১০-২৮

৪৩ অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।

১০-২৯

৪৪ প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥

১০-৩০

৪৫ পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥

১০-৩১

৪৬ সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥

১০-৩২

৪৭ অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥

১০-৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৮ মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্ উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা

১০-৩৪

৪৯ বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্ ঋতূনাং কুসুমাকরঃ॥

১০-৩৫

৫০ দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যাবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্বতামহম্॥

১০-৩৬

৫১ বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥

১০-৩৭

৫২ দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥

১০-৩৮

৫৩ যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ ময়া ভূতং চরাচরম্॥

১০-৩৯

৫৪ নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥

১০-৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৫ যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥

১০-৪১

৫৬ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্‌ একাংশেন স্থিতো জগৎ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী

পঞ্চদশী ।

বিশ্বরূপ স্তোত্রম্ ।

অর্জুন উবাচ

১ মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥

১১-১

২ ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥

১১-২

৩ এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বম্ আত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥

১১-৩

৪ মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥

১১-৪

বাসুদেব উবাচ

৫ পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥

১১-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যানি ভারত॥

১১-৬

৭ ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥

১১-৭

৮ ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ অনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

১১-৮

সঞ্জয় উবাচ

৯ এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥

১১-৯

১০ অনেকবক্ত্র নয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥

১১-১০

১১ দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥

১১-১১

১২ দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

১১-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥

১১-১৩

১৪ ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥

১১-১৪

অর্জুন উবাচ

১৫ পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরাগাংশ্চ দিব্যান্॥

১১-১৫

১৬ অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

১১-১৬

১৭ কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

১১-১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
১১-১৮

১৯ অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
১১-১৯

২০ দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরংহি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
১১-২০

২১ অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভি র্পুষ্কলাভিঃ॥
১১-২১

২২ রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষা সুরসিদ্ধ সংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥
১১-২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩ রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদ্রংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥
১১-২৩

২৪ নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥
১১-২৪

২৫ দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
১১-২৫

২৬ অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
১১-২৬

২৭ বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
১১-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮ যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি॥
১১-২৮

২৯ যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্
তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
১১-২৯

৩০ লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥
১১-৩০

৩১ আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥
১১-৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেব উবাচ

৩২ কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥
১১-৩২

৩৩ তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥
১১-৩৩

৩৪ দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥
১১-৩৪

সঞ্জয় উবাচ

৩৫ এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরিটী
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥
১১-৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ

৩৬ স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥
১১-৩৬

৩৭ কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥
১১-৩৭

৩৮ ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
১১-৩৮

৩৯ বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
১১-৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

৪০ নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥
১১-৪০

৪১ সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
১১-৪১

৪২ যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি,
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥
১১-৪২

৪৩ পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥
১১-৪৩

৪৪ তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥
১১-৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫ অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

১১-৪৫

৪৬ কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥

১১-৪৬

বাসুদেব উবাচ

৪৭ ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥

১১-৪৭

৪৮ ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

১১-৪৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৯ মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥

১১-৪৯

সঞ্জয় উবাচ

৫০ ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥

১১-৫০

অর্জুন উবাচ

৫১ দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

১১-৫১

বাসুদেব উবাচ

৫২ সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥

১১-৫২

৫৩ নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥

১১-৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
১১-৫৪

৫৫ মৎ কর্ম কৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥
১১-৫৫

৫৬ ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥
১৮-৬৭

৫৭ য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥
১৮-৬৮

৫৮ ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥
১৮-৬৯

৫৯ অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥
১৮-৭০

৬০ শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥
১৮-৭১

৬১ কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥
১৮-৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ

৬২ নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥
১৮-৭৩

সঞ্জয় উবাচ

৬৩ ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষম্ অদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥
১৮-৭৪

৬৪ ব্যাস প্রসাদাৎ শ্রুতবান্ ইমং গুহ্যমহং পরং।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥
১৮-৭৫

৬৫ রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥
১৮-৭৬

৬৬ তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥
১৮-৭৭

৬৭ যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥
১৮-৭৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায় নিষ্কর্ষ
ও
বিশিষ্ট শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পঞ্চদশী।

অধ্যায় নিষ্কর্ষ।

প্রথম অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, জয়দ্রথ প্রভৃতি মহারথিগণ। পাণ্ডবপক্ষে ভীম, অর্জুন বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতি মহাশূরগণ।

দুর্য্যোধন ও অর্জুন, উভয়েই বিষাদগ্রস্থ হইলেন। দুর্য্যোধনের বিষাদটা নিম্নস্তরের। রণে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। যদি পরাজয় নিশ্চিত বলিয়া জানিত, তবে পাণ্ডবেরা রণে প্রবৃত্তই হইত না। বিরাট রাজ্যে গোগৃহ যুদ্ধে তাহারা একবার কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়াছে। এবারও যদি সেরূপ হয় তবে কী হইবে, এই ভাবিয়া দুর্য্যোধন বিষণ্ন হইলেন। আবার নিজেই নিজকে প্রবোধ দিলেন—আমার সৈন্যসংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী, পাণ্ডব সৈন্যের দেড়গুণেরও বেশী। অতএব জয়ের সম্ভাবনাই বেশী। কেবল দেখিতে হইবে, ঈর্ষা বশতঃ ভীষ্ম ও দ্রোণ যেন পরস্পর সহযোগিতা হইতে বিরত না হয়। তাই দ্রোণকে বলিলেন, ভীষ্ম যাহাতে আহত না হন, সেই দিকেই যেন প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুনের বিষাদ উচ্চস্তরের। তিনি দেখিলেন, আসন্ন যুদ্ধে লোকক্ষয় জ্ঞাতিক্ষয় অনিবার্য্য। যাহাদের উপস্থিতি জীবনকে মধুময় করে, জয়লাভ করিতে গিয়া যদি তাহা-দিগকে হারাইতে হয়, তবে সেরূপ জয়লাভের সার্থকতা কী? তাহা অপেক্ষা যুদ্ধ না করাই ভাল। তাই তিনি বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বাসুদেব গোবিন্দ জানিতেন অর্জুনের ভ্রান্তি কোথায়। অর্জুনের কথাটা পণ্ডিতের মত শোনায় বটে, কিন্তু বিচারে তাহা টিকে না। যুদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই সত্য বটে, কিন্তু যুদ্ধ না করিয়াই কী লাভ আছে? যুদ্ধ করিলে আত্মীয় বান্ধবেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কিন্তু যুদ্ধ না করিলেই কি তাহারা চিরকাল বাচিয়া থাকিবে?

তাই অর্জুনকে (ভ্রান্তধারণা বশতঃঃ) যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে গোবিন্দ নিষেধ করিলেন।

প্রথমতঃ হিন্দু দর্শনে যাহা সার সত্য বলিয়া স্বীকৃত, সেই তত্ত্বকথার আবৃত্তি করিয়া অর্জুনকে শুনাইলেন। বলিলেন—আত্মা অজর, অমর, অবিনশ্বর—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোচ্য। কে আত্মার নিধন করিতে পারে? কে কাহাকে মারিতে পারে?

পরন্তু আত্মার অমরত্ব-জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রের চূড়ান্ত কথা। ন্যায় তর্কানুগত দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিজালে বহুদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনা করিয়া এই সত্য যে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহার নিকট আত্মা অমর একথা বলার কোনও মূল্য নাই। তাহাকে বুঝাইতে হইলে একেবারে গোড়া হইতে সুরু করিতে হইবে। যুদ্ধ কর্তব্য কেন, তাহা বুঝাইতে হইলে আমাদের কর্তব্য কী তাহা বুঝাইতে হয়। আমাদের কর্তব্য কী তাহা বুঝিতে হইলে, পুরুষার্থ কী অর্থাত্ জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা জানিতে হয়। এই প্রশ্নই গীতার প্রশ্ন—সমগ্র গীতা এই প্রশ্নেরই উত্তর। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা এই এক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন—প্রথম অধ্যায়টী, তাহার মুখবন্ধ স্বরূপ।

বিশিষ্ট শ্লোক

৫২। ন চৈতদ্ বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ঃ

জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা যদি স্থির করিয়া না লয়, তবে কোন কাজটা ভাল কোন কাজটা মন্দ মানুষ তাহা বুঝিতে পারেনা। জীবনের উদ্দেশ্যের যাহা সহায়ক তাহাই ভাল কাজ। যাহা জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক তাহাই মন্দ কাজ। জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা যে জানেনা, সে ভালমন্দ কিরূপে বুঝিবে?

৫৮। ন ত্বেবাহং জাতু নাসং

জন্মান্তরবাদ হিন্দু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এখানে জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস করিবার হেতুগুলি দেওয়া হইলনা। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা সত্য হইবারই সম্ভাবনা, এই যুক্তিতে ইহার উল্লেখ করা হইল। কিন্তু পুরুষার্থ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও তাহার কোনও হানি নাই। যিনি জন্মান্তর মানেনা তিনি এই শ্লোকের গভীর আলোচনা এখন না করিলেও পারেন।

৬০। মাত্রা স্পর্শাস্ত কৌন্তেয়

সুখ দুঃখ আকস্মিক, কখনও আসে কখনও যায় যিনি সুখ দুঃখ ভোগের দ্রষ্টা তিনি স্থির থাকিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অবসান প্রত্যক্ষ করেন। সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজকে একান্ত ভাবে জড়াইয়া ফেলিবার কোনও যুক্তি নাই। দুঃখ আসিয়াছে, আবার চলিয়া যাইবে। অতএব উহাকে উপেক্ষা কর।

৬২। নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ

যাহা আছে তাহার কখনও একান্ত বিনাশ হয় না তাহা রূপান্তরিত হয় মাত্র। এইরূপ যাহা একেবারেই নাই, তাহা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। পদার্থান্তরের পরিণতি রূপেই তাহার উত্পত্তি সম্ভবপর। কারণই কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই সত্যটি পদার্থ বিজ্ঞানেরও মূল সূত্র। অতএব মৃত্যু একটা পরিবর্ত্তন মাত্র—একান্ত বিনাশ নহে।

৬৮। বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায়

আত্মা যদি অমরই হইয়া থাকে, তবে দেহত্যাগটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগের মত তুচ্ছ ব্যাপার। অনেক বিশ্বাস ভাজন লোক প্রেত দর্শন করিয়া থাকেন, অনেকে জাতিস্মর হন। অতএব স্থূল দেহের সঙ্গেই সূক্ষ্ম দেহেরও বিনাশ হয়, একথা জোর করিয়া বলা চলেনা। তথাপি পরমার্থ নির্ণয় আত্মার অমরত্বের উপর অবলম্বিত নয়। অতএব আত্মার অমরত্বে যাহার বিশ্বাস নাই, এই শ্লোকের গভীর আলোচনা তিনি এখন নাও করিলে পারেন।

৭৩। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্

জন্মিলে মরিতে হইবে ইহা কঠোর সত্য। শোকদ্বারা মৃত্যুকে প্রতিহত করা যাইবেনা। অতএব শোকে কালক্ষেপ মূঢ়তা মাত্র।

৭৭। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য

শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া ধর্মকে (কর্তব্যকে) পরিত্যাগ করা চলেনা। কারণ শোক কোনও সময় থাকে, কোনও সময় থাকেনা। প্রত্যেক মূহুর্ত্তেই একটা না একটা কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যকে পরিহার করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়।

৮০। হতো বা প্রাপ্স্যাসি স্বর্গম্

বীর পুরুষ কখনও পরাধীন জীবন যাপন করিতে চায়না। হয় শত্রুকে পরাভূত করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করে, নতুবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া পরাধীনতার গ্লানি হইতে নিজকে বাঁচায়। অল্প পাইয়া সন্তুষ্ট থাকেনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮২। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা ঃ—

জীবনের উদ্দেশ্যই কর্তব্য সাধন। সুখ দুঃখে, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়কে উপেক্ষা করিয়া কতব্য সাধন করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই গীতার শিক্ষা।

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
B. H. U. ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষার্থ কী তাহা নির্ণয় করাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। সাধারণতঃ মনে হয়, ধন, মান, যশ, সুখ, সম্পদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় মানুষের কাম্য বস্তু। কিন্তু একটু ধীরভাবে (ব্যবসায় সহকারে) বিচার করিলে দেখা যাইবে যে প্রধান কামনীয় বস্তু মাত্র একটীই। অন্য কামনাগুলি তাহার অঙ্গ মাত্র, তাহার তুলনায় তুচ্ছ।

কাহারও প্রধান কাম্য সুখ অথবা প্রেয়স্। কাহারও বা প্রধান কাম্য কল্যাণ অথবা শ্রেয়স্। প্রেয়স ও শ্রেয়সের মধ্যে বিচার করিয়া গীতা বলিলেন যে ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তি অর্থাত্ সুখভোগ পুরুষার্থ নহে—তাহা জীবন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না।

প্রেয়স্ দানব সম্পদ্—দুর্জনের পথ। শ্রেয়স্ দৈব সম্পদ্—সজ্জনের আশ্রয়।

শ্রেয়সের পথে চলিয়া মানুষ অভয়, সত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান যোগ, দয়া, স্বাধ্যায়, তেজে প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রেয়সের পথে চলিয়া দম্ভ দর্প অভিমান, ক্রোধ পারুষ্য এই সব দ্বারা অভিভূত হয়।

কাম (সুখের তৃষ্ণা), ক্রোধ ও মোহ, ইহা মানুষকে নরকে পাতিত করে [ইহাদের প্রভাবে নর (মানুষ) নরক (ক্ষুদ্র মানুষ,) হইয়া যায়।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর প্রেয়সের লোভ দমন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রেয়স্ অবলম্বন করে, সে শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়।

বিশিষ্ট শ্লোক

(৩) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

"জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিব—এই ব্যবসায় (দৃঢ়সঙ্কল্প) নিয়া যিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তিনি দেখিতে পান যে জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মাত্র একটীই—অনেকগুলি নহে। যাহারা বিচার করিয়া দেখে না, তাহারাই মনে করে জীবনের উদ্দেশ্য অনেকগুলি।

(৬) ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

জীবনের উদ্দেশ্য যে মাত্র একটী, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রমত্তগণও কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু সুখভোগকেই সেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহন করিয়া তাহারা ভুল করিয়া বসেন। কারণ সুখভোগকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহন করিলে, জীবন পথে অগ্রসর হওয়া যায়না—জীবন সমস্যার সমাধান হয় না।

(১১) দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়

মানুষের প্রকৃতি সাধারণতঃ দ্বিবিধ—দৈব ও দানবীয় সাত্ত্বিক ও তামসিক। শ্রেয়সে নিষ্ঠা দৈব রুচির, আর প্রেয়সে নিষ্ঠা দানবীয় রুচির পরিচায়ক। কোথাও কোথাও ইহারাই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(১২) দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় গণনায় গুণ তিনটী সত্ব, রজস্ ও তমস্। তন্মধ্যে রজসকে সত্ব ও তমসের সঙ্কর অথবা সমাহার বলা যাইতে পারে। এইজন্য অথর্ব বেদের ভার্গব শাখায় (পারসিকদিগের জেন্দ আবেস্তায়) গুণ দুইটি বলিয়া উক্ত হইয়াছে; স্পেন্ত (শ্বেত) ও অংগ্র (তমস্)। এস্থলে গোবিন্দ, মঘবান্ জরথুস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া "গুণ দুইটী" বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে।

(২৯) যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উত্সৃজ্য

যাহারা শ্রেয়সকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদেরতো কথাই নাই, যাহারা প্রেয়সকে পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করে, বিধিনিষেধ প্রতিপালনের প্রয়োজন তাহাদেরও আছে। নতুবা বাল্যকালে খেলার সুখে মত্ত থাকিয়া লেখাপড়া অবহেলা করিলে, ভবিষ্যত্ জীবনে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। সাংসারিক দৃষ্টিতে ও ভবিষ্যত্ সুখের জন্য বর্তমান সুখেচ্ছা দমনের প্রয়োজন আছে।

পরন্তু শ্রেয়সই পুরুষার্থ। শ্রেয়স্ লাভ করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ পালিতে হয়। অতএব শাস্ত্র বিধি অনুসারে চলাই উচিত। যাহারা ক্ষণিক সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে, পরমার্থতো দূরের কথা, তাহাদের বাঞ্ছিত সুখ লাভও তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কামকারের নিরসন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে প্রেয়স আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে, শ্রেয়সই জীবনের উদ্দেশ্য। প্রেয়স যে কেন জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারেনা, এই অধ্যায়ে তাহাই বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

প্রথমতঃ সুখ নানা প্রকারের। কোনও সুখটী সাত্ত্বিক কোনও সুখটী রাজসিক, কোনও সুখটী তামসিক। কেবল সুখকেই যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তামসিক সুখ ভোগ করিতে, মদ্যপান করিয়া বেশ্যা বাড়ীতে পড়িয়া থাকিতেই বা আপত্তি কী? তাহাতে যদি শাশ্বত শান্তি পাওয়া যাইত, তবু না হয় চার্বাকদের যুক্তি বুঝা যাইত। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগ কেবল পিপাসা বর্ধিত করিয়াই যায়, শান্তি দেয় না। ভোগপথে চলিতে চলিতে মানুষ ক্রমে এমন শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আনায়ন করে, যে শেষে সুখভোগের ক্ষমতাও তাহার থাকেনা, নিজেই নিজকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। তাহার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অপর ব্যক্তি তাহার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। আর এই অপর ব্যক্তি তাহার নিজের সুখের উপকরণ জোগাইবার জন্য উহাকে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করে। মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তখন মানুষ থাকেনা গৃহপালিত পশুর ন্যায় পরানুগৃহীত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। তামসিক সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার এই ফল।

সাত্ত্বিক সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে "কেবল সুখই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য" এই মতবাদ পরিত্যাগ করা হয়। কোন গুণের সদ্ভাব বশতঃ একটী সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়, আর কোন কোন গুণের অভাব বশতঃ তাহা তামসিক বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই তখন বিচারের বিষয় দাঁড়ায়। বিচার করিলে বুঝা যায় যে কেবল সুখত্বই ঐরূপ সুখের আদরের কারণ নহে, উহার সাত্ত্বিকত্বই উহার আদরের কারণ। পরিমাণ দ্বারা দুইটী সুখের তারতম্য নির্দ্দেশ না করিয়া, গুণগত ভেদদ্বারা উহাদের তারতম্য নির্দ্দেশ করিলে, "সুখই একমাত্র পুরুষার্থ" একথা আর বলা চলেনা।

দ্বিতীয়ত মানুষ নিজেই তাহার সুখ দুঃখ সৃষ্টি করিয়া লয়। কোনও ঘটনা কাহারও সুখকর হইবে কি দুঃখকর হইবে, তাহা ঐ ঘটনার উপর তত নির্ভর করেনা— যত ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপর, তাহার মনের শিক্ষার উপর, নির্ভর করে। যে ঘটনা একজনের পক্ষে সুখকর তাহাই অন্যের পক্ষে দুঃখকর। সহস্রমুদ্রা আয়ের সম্পত্তি থাকিলে একজন নিজকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া উৎফুল্ল হয়, সেই অবস্থায় পড়িলে অপর এক ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কেমনে দিন চলিবে ভাবিয়া ব্যাকুল হয়। এমন কি কাহারও মৃত্যু সমাচারেও কতক লোক সুখী হয়, কতক লোক দুঃখিত হয়। কেহ দিবসের আলোক ভাল বাসে, রজনীর নিবিড় তিমির কাহারও প্রীতিকর। ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের কারণ, যাহার আকাঙ্ক্ষা যত কম সে ততই সুখী। গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন "তহ্নায় জায়তে সোকো, তহ্নায় জায়তে ভয়ম্।" জগতে যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা যত কমাইতে পারে সেই তত সুখ লাভ করে। তাই গীতা বলিলেন প্রকৃতি কার্য্য কারণের কর্তা, [অর্থাত্ কোন কার্য্যের কী ফল হইবে, তাহা প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা নির্ণীত হয়], কিন্তু সুখ দুঃখের কর্তা মানুষ নিজেই। ঘটনাটী নিষ্পন্ন করে প্রকৃতি, কিন্তু ঘটনাটী সুখকর হইবে, কি দুঃখকর হইবে, তাহা মানুষের নিজের অভিমানের (মানসিক শিক্ষার) উপর নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ সুখকে যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াও হয়, তথাপি জীবনের অন্য উদ্দেশ্য রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ জ্ঞাতসারে সুখ অন্বেষণ করিয়া কেহই সুখী হইতে পারেনা। যে কোনও সুখের অবস্থায়ই মানুষ যদি জিজ্ঞাসা করে "আমি কি সুখী"? তবে তাহার সমস্ত সুখ উবিয়া যায়। সুখকে পাইতে হইলে সুখকে ভুলিতে হয়। সুখের কথা ভুলিয়া গিয়া, কোনও উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে থাকিলে সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। সুখকে ধরিতে গেলে সুখ ছায়ার মতন পলাইয়া যায়। সমুদ্র যেমন নদীকে খুজিয়া বেড়ায় না, নদী আপনি আসিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হয়, সেইরূপ সুখকে না খুজিলেই সুখ পাওয়া যাইতে পারে।

অতএব সুখ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারেনা, কাম পুরুষার্থ নহে।

বিশিষ্ট শ্লোক

(২) কাম এবঃ ক্রোধ এবঃ

সুখের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে পাপের পথে টানিয়া নেয়। যে ব্যক্তি সুখের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারে, অন্যায় করিবার কোনও হেতু (আকর্ষণ) তাহার নাই, ইন্দ্রিয় জয় বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা সুখের তৃষ্ণারই জয়। সুখের তৃষ্ণাই, প্রতিহত হইলে, ক্রোধ রূপে প্রকাশ পায়। অতএব ক্রোধ কামেরই রূপান্তর। এইরূপ অন্যান্য রিপু গুলি সম্বন্ধেও বলা চলে। কামকে (সুখের তৃষ্ণাকে) জয় করিতে পারিলেই বিশ্বজয়ী হইতে পারা যায়।

(৭) ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুর্

ক্ষিতি—অপ্—মরুত্—তেজস্—ব্যোম্

(কঠিন—তরল—বায়বীয়—তেজস্—ঈথার) পঞ্চভূতাত্মক জড় পদার্থ দুইভাগে বিভক্ত—সজীব ও নির্জীব। চিত্-পদার্থ (চৈতন্য)—তিন ভাগে বিভক্ত—শুধু বোধ(জ্ঞান), কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার যুক্ত বোধ (বিজ্ঞান), আর নিরপেক্ষ বোধ (আনন্দ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদান্তিকগণ এইজন্য পদার্থ সমূহকে পঞ্চকোষাত্মক অথবা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্বনিম্নে অন্নময় কোষ (জীবনহীন জড় পদার্থ)—যথা মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ, প্রস্তর। তারপর প্রাণময় কোষ (জীবনযুক্ত জড়)—যথা উদ্ভিদ্ কিম্বা মনুষ্য ও পশু পক্ষীর দেহ। তারপর মনোময় কোষ—পশু পক্ষীর চৈতন্য কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তির চৈতন্য। তত্পর বিজ্ঞানময় কোষ—সুস্থ মানবের চৈতন্য। তারপর আনন্দময় কোষ, অর্থাত্ সুখে দুঃখে উদাসীন দ্বন্দ্বাতীত সাধু পুরুষের চৈতন্য। আনন্দময় কোষের চৈতন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য—ব্রহ্মের সর্বোত্তম প্রকাশ। কারণ পারিপার্শ্বিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চেতনা জন্মে। চেতনা (মন) ইন্দ্রিয় হইতে উচ্চ। আর নিরপেক্ষ জ্ঞান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার হইতেও উচ্চাবস্থা। সাক্ষি-আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনা শক্তিহীন হইতে থাকে, কাম (সুখের লোভ) জয় সহজসাধ্য হয়। কামই আধ্যাত্মিক জীবনের শত্রু, তাহাকে বধ কর।

চৈতন্যের রাজ্য যে এরূপ ত্রিধা বিভক্ত, মনোময়, বুদ্ধিময় ও আনন্দময়, পাশ্চাত্য দর্শন তাহা তত স্ফুটভাবে লক্ষ্য করে নাই। বিশেষতঃ এইরূপ তিনটী স্তরবিভাগের তাত্পর্য্য কী তাহা বিশদ করিয়া খুলিয়া বলে নাই। বেদান্তের মতে ব্রহ্মচৈতন্য বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—ব্রহ্ম-চৈতন্য দ্বারাই বিশ্ব গঠিত; যেমন মানুষের আত্মচৈতন্য দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি গঠিত হয়। বিভিন্ন কোষের মধ্যদিয়া ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হয় বলিয়াই, তাহার স্বরূপটী ঢাকা পড়ে। যে কোষ যত স্বচ্ছ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ তত‌ই স্পষ্ট। অন্নময় ও প্রাণময় কোষে ব্রহ্মচৈতন্য একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে বলিলেই হয়। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধি হয়। [যথায় যে চৈতন্য তাহা সেই এক ব্রহ্মচৈতন্যেরই প্রকাশ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি. একই অগ্নির বিভিন্ন প্রকাশ।] পরন্তু আনন্দময় কোষেই ব্রহ্মচৈতন্যের স্পষ্টতম প্রকাশ। অক্ষরাত্মা অথবা সাক্ষিচৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্যের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। সাক্ষিচৈতন্যে অবস্থিতিই—ব্রহ্মলাভ, অথবা মুক্তি।

(১৩) কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে

প্রকৃতিই কার্য্য কারণের হেতু—সকল ঘটনাই উপস্থিত ক্ষেত্রে ক্রিয়মান শক্তিসমূহের সংঘাতের ফল। মানুষ প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তন করিতে পারেনা, কিন্তু নিজের মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে—অভ্যাসের দ্বারা মনকে এমন ভাবে গঠিত করিতে পারে, যে দুঃখকর ঘটনাও সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয়।

(১৫) বাহ্যস্পর্শেষ্বক্তাত্মা

মানুষ চায় তৃপ্তি। বাহ্যবস্তুদ্বারা যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার নাম সুখ। তাহা পরাধীন, তাহা অনিত্য। বাহ্য বস্তুর উপস্থিতিতে তাহা পাওয়া যায়, বাহ্য বস্তুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুপস্থিতিতে সে সুখ অন্তর্হিত হয়। বিষয় সুখ অনিত্য। তাই কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ।
তে মৃত্যোর্ যন্তি বিততস্য পাশম্॥

আত্মাতে স্বতঃই যে সুখ বর্তমান, "কিছুই চাইনা" বলিতে পারিলে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহার নাম আনন্দ। ইহা পরাধীন নহে, নিত্য—আত্মা যতদিন বর্তমান আছে ততদিন এই সুখ (আনন্দ পাওয়া) পাওয়া যাইতে পারে। ইহারই নাম অমৃতত্ব। কঠোপনিষদ্ বলেন—

কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং ঐক্ষত।
ব্যাবৃত্ত চক্ষুর্ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্॥

(২১) ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস

যে বস্তুর কথা বার বার চিন্তা করা যায়, তাহাই ক্রমে সুখকর হইয়া দাঁড়ায়। পরে এমন হয়, যে মনে হয় যেন তাহা না পাইলেই আর চলিবেনা। সাংসারিক বিষয়ে সর্বদাই এইরূপ ঘটে। বাড়ী ঘর সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে, এক একটী কল্পনা মানুষ করে। বার বার কল্পনার ফলে কল্পিত বিষয়ের সঙ্গে মানুষ একীভূত হইয়া যায়—তাহা না পাইলে জীবন ব্যর্থ হইল মনে করিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়।

চিন্তার শক্তি অপরিমিত। চিন্তার দ্বারা মানুষের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। ভাল বিষয় চিন্তা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে, তাহাতে অনুরাগ জন্মে, মানুষ ভাল হইতে থাকে। খারাপ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানুষ তাহাতেই আসক্ত হইয়া ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে।

(২৬) যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্

প্রাকৃত জন কর্তব্যের দিকে চক্ষু বুঝিয়া, সুখের অনুসরণে ধাবিত হয়। সুধী ব্যক্তি সুখের প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করিয়া ক্রতুর (কর্তব্যের) অনুসরণ করে।

(২৭) আপূর্য্যমানং অচলপ্রতিষ্ঠম্

নদীর জল সমুদ্রে আসিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু নদীর জলের অভাবে সমুদ্র শুকাইয়া যায় না, কিম্বা নদীর জল পাইয়া সমুদ্র স্ফীতও হয় না। তাহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) অচল। সেইরূপ যে ব্যক্তি সুখের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠে না, তাহারই নিকটে সুখ আসে। যে সুখ খুজিয়া বেড়ায় সে সুখ পায় না।

(২৮) বিহায় কামান্ য সর্বান্

যিনি কাম অর্থাৎ সুখের আসা পরিত্যাগ করিয়া কাজ করিয়া যান, নির্মম নিঃস্পৃহ ও নিরহঙ্কার সেই ব্যক্তি (যাহার সুখ সম্পদ বা যশের আকাঙ্ক্ষা নাই) শান্তি লাভ করেন। সুখের জন্য কাজ করিলে সুখ পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

চতুর্থ অধ্যায়

সাংখ্য নিরাস।

তৃতীয় অধ্যায়ে কামকার নিরস্ত করা হইয়াছে— অর্থাৎ সুখ যে জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটী—প্রেয়স ও শ্রেয়স। প্রেয়স যখন বাস্তবিক পুরুষার্থ হইতে পারে না, তখন শ্রেয়সই পুরুষার্থ— এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায়। পঞ্চম অধ্যায়ে তাহাই বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহারই নাম কর্মযোগ।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা সন্দেহ আসিয়া দাঁড়ায়, যদি সুখ লাভই না হইল, তবে মোটেই কর্ম করিতে যাই কেন? ইহার নাম—মোহ, মায়ামোহ। প্রথমেই—অর্জুন বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও যখন সুখের সম্ভাবনা নাই, তখন যুদ্ধ করিতে চাই না। সুখ যে জীবনের উদ্দেশ্য নহে কানে শুনিয়াও, অর্জুনের মন তাহা গ্রহণ করিল না। তিনি বলিলেন—মানুষ যখন নিজের সুখ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, যে কোনও অবস্থায়ই সুখী হইতে পারে, তখন আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? মনের যখন এতাদৃশ শক্তি রহিয়াছে, যে সে দুঃখকর অবস্থার মধ্যেও সুখ অনুভব করিতে পারে, তখন বাহিক অবস্থা পরিবর্তন করিবার প্রয়াসের কী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন আছে? বুদ্ধির শক্তিই জ্যায়সী, তাহা দ্বারাই দুঃখের অবস্থাকে সুখে পরিবর্তিত করিয়া লইব, অনর্থক আর যুদ্ধ করিতে যাইব না। মনের শক্তি অটুট থাকিলে যুদ্ধ করিয়াও সুখী হইতে পারি, যুদ্ধ না কয়িয়াও সুখী হইতে পারি। অতএব মনের শক্তি যাহাতে অটুট থাকে তাহা করাই ভাল, যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, যে বাসুদেব গোবিন্দ যে বলিলেন, "প্রেয়স আমাদের পুরুষার্থ নহে, শ্রেয়সই পুরুষার্থ,"—সেই প্রধান সিদ্ধান্তের উপর মনোযোগ না দিয়া, 'মানুষ নিজেই নিজের সুখ সৃষ্টি করিতে পারে," এই গৌণ যুক্তিটীর (side issue) উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়া অর্জুন স্থির করিয়া লইলেন, যে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রেয়সই যে জীবনের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে তাহা অর্জুন ভুলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বাসুদেব অর্জুনকে তাহা বলিবেন। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে অর্জুনের যুক্তি দ্বারাই অর্জুনের প্রত্যুত্তর দিয়া বাসুদেব বলিতেছেন, যে মানুষ নিজের সুখ দুঃখ সৃষ্টি করিয়া লয়, একথা সত্য হইলেও তাহার পরিনিগম (conclusion) এমন নয় যে মানুষ কর্ম করিবেনা, সকল কর্মত্যাগ করিয়া বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাকিবে। কারণ কর্মত্যাগ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে—কর্মত্যাগের সঙ্কল্প একটা বাতুলতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র। যথার্থ কর্মত্যাগ অর্থ সর্ববিধ কর্মত্যাগ,—নতুবা কোনও কর্ম করিব কোনও কর্ম করিবনা এরূপ অর্থ করিয়া লইলে যুদ্ধই বা না করিব কেন? কিন্তু সর্ব কর্মত্যাগ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

স্থূলভাবে সর্বকর্মত্যাগ অর্থ স্নানাহারও ত্যাগ। তাহার ফল মৃত্যু। অতএব সর্বকর্মত্যাগ একমাত্র মুমুর্ষ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর।

সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে কর্মের বীজ সঙ্কল্প—বাহ্য ঘটনা তাহার প্রকাশ মাত্র। সঙ্কল্প করা হইলেই কর্ম করা হইল—অপরে তাহা টের পাউক আর না পাউক। 'কোনও কর্ম করিবনা'—ইহাও একটা সংকল্প। এই সংকল্প করা হইলেই, কর্ম করা হইল। তাই বলা হইয়াছে কর্ম (সংকল্পরূপ কর্ম) না করিয়া কেহ নৈস্কর্ম্য লাভ করিতে পারে। এই অবস্থার হাত হইতে রক্ষা নাই। কারণ সংকল্পই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার একমাত্র উপায়। আদর্শ থাকিলে সংকল্প থকিবেই। আর সংকল্প থাকিলে কর্ম রহিয়াই গেল। কর্ম যদি থাকিয়াই যায়—সর্বকর্ম পরিত্যাগ যদি সম্ভবপর না হয়, তবে কেবল যুদ্ধ করিবার বেলায়ই কর্মত্যাগের কথা তোলার কোনও মূল্য নাই। অতএব মানুষ নিজ সুখদুঃখ সৃষ্টি করিয়া লয়, একথা সত্য হইলেও, ইহাদ্বারা কর্মত্যাগের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়না। কর্ম তোমাকে করিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। তবে তাহা কামের (সুখের) জন্য না হইয়া ধর্মের (কর্তব্যের) জন্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই কর্মযোগের মর্মবাণী।—পরবর্ত্তী অধ্যায়ে একথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

বিশিষ্ট শ্লোক

(৪) ন কর্মণাম্ অনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে

কর্মের বীজ সংকল্পে। সংকল্প করিলেই কর্ম করা হইল। নৈষ্কর্ম্য লাভের সংকল্প না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না। কর্মত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে—কর্মফলের লোভ ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। অতএব মাত্র কর্মত্যাগ করিয়া কোনও লাভ নাই।

(৬) কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য

কর্মের সংকল্পই কর্মের প্রাণ। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করে নাই, মনে মনে নানাবিধ কর্ম করিয়া যায়, সে কপটাচারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

(১০) জ্ঞেয়ঃ সঃ নিত্য সংন্যাসী

যাহার রাগ কিম্বা দ্বেষ নাই, কোনও কর্মের প্রতি আসক্তি, কোনও কর্মের প্রতি বিরক্তি নাই, কর্ম করিতে থাকিলেও তাহাকে কর্মত্যাগী সংন্যাসী বলিতে হয়।

(১১) সাংখ্য যোগৌ পৃথগবালা

সাংখ্য=কর্মবর্জন। যোগ=কর্মগ্রহণ।

কর্তব্যবোধে কর্মানুষ্ঠান, সুখের লোভ পরিত্যাগ না করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবপর নয়। অতএব প্রকৃত কর্মযোগ যাহা, তাহা ত্যাগমূলক। অপর পক্ষে কর্মত্যাগ অর্থ কর্মফল ত্যাগ, সকল কর্ম ত্যাগ নহে। অতএব সাংখ্য ও যোগ শুনিতে বিপরীতার্থক বলিয়া বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের পার্থক্য তত গুরুতর নহে। ফলেও তাহারা এক—উভয়ের ফলই আত্মলাভ।

(১৫) কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্

কোন কাজটী কর্তব্য, কোনটি অকর্তব্য এ সম্বন্ধে লোক সংগ্রহই প্রধান নির্ণায়ক, অর্থাৎ "যাহাদ্বারা মনুষ্য জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ কাজই কর্তব্য" ইহাই বিধি বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য নির্ণয়ের সহজ পন্থা।

(২৭) শ্রেয়ান্ স্বধর্মঃ বিগুণঃ

যার যার কর্তব্য ক্ষেত্রে সকলেই সমান। নিজের কর্তব্য ক্ষেত্র ক্ষুদ্র বলিয়া যদি কেহ তাহা উপেক্ষা করে, সে ধর্মভ্রষ্ট হয়। যেটী যাহার কর্তব্য, তাহা নিষ্পন্ন করিলেই তাহার শ্রেষ্ঠ কাজ করা হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। কর্তব্য ক্ষেত্রে ছোট বড় ভেদ নাই। সকল পুত্রের নিকট নিজ পিতা (পদগৌরবে ক্ষুদ্র হইলেও) যেমন শ্রেষ্ঠ পূজ্য, নিজের কর্তব্যও তেমন সকলের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। পরের কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিরর্থক।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগের আলোচনা। গীতার নিজস্ব বাণী—কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা—পঞ্চম অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়কে গীতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে।

পুরুষার্থ দুইটী— সুখ ও ক্রতু (কর্তব্য)। মানুষ যাহা কিছু করে, হয় সুখের জন্য করে, না হয় কর্তব্যবোধে করে। তন্মধ্যে সুখ যথার্থ পুরুষার্থ হইতে পারে না। পরন্তু কর্মত্যাগও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাকী রহিল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা। তাহাই বাস্তবিক পুরুষার্থ। ইহাই কর্মযোগের রহস্য—গীতার মর্ম কথা।

কোনটী কর্তব্য কোনটী অকর্তব্য প্রজ্ঞাই (conscience) আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। ঔচিত্য জ্ঞানই প্রজ্ঞার বিশিষ্টতা—'ইহা আমার করা উচিত' এরূপ ধারণাই কর্তব্যের লক্ষণ। "করা উচিত" বলিয়া প্রজ্ঞা যাহার নির্দ্দেশ করে তাহাই কর্তব্য।

যার যার নিজের প্রজ্ঞাই কর্তব্যের একমাত্র নিয়ামক। "এটা আমার কর্তব্য' যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনে এরূপ ধারণা স্থির পরিস্ফুট না হয়, ততক্ষণ, লোভে, ভয়ে, অন্যের উপদেশে বা প্ররোচনায়, সেই কার্য্য করাকে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা বলা যায় না। তাহা কর্মযোগ নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজ্ঞা কী তাহা নিজের অনুভূতি দ্বারা বুঝিবার বস্তু—অন্যে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেনা। প্রজ্ঞা কী অপরে তাহা বর্ণনা করিতে পারে মাত্র। কিন্তু প্রজ্ঞার বোধ যাহার নাই, ঔচিত্যজ্ঞান যাহার নাই, তাহাকে ঔচিত্যজ্ঞানের আস্বাদ দিয়া দেওয়া যায় না। যদি কোনও বর্ণান্ধ ব্যক্তি বলে যে গাছের পাতা সবুজ বলিতে তোমরা কি বুঝ তাহা আমি ধারণা করিতে পারি না, পাতাগুলিতো আমি দেখি হরিদ্রা বর্ণের, তবে সবুজ বর্ণ কী, তাহা যেমন তাহাকে বোঝান যায় না সেইরূপ যাহার প্রজ্ঞা নাই,—তাহাকে প্রজ্ঞা কী তাহা বোঝান যায় না। সে ব্যক্তি পশুর পর্য্যায়েই আছে—সুখদুঃখ লইয়া তাহার ঘরকন্না, কোনও কার্য্যটী সুখকর কিনা, ইহাই তাহার পক্ষে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের একমাত্র নিকষ। ধর্মপথ তাহার জন্য এখনও উন্মুক্ত নয়। এরূপ ব্যক্তি মনুষ্য সমাজে ব্যতিক্রম মাত্র (exception)।

সাধারণতঃ সকল মানুষেরই প্রজ্ঞা আছে। প্রজ্ঞা তাহাকে কর্ত্তব্যের নির্দেশ দেয়। আর সেই নির্দেশ মানিয়া চলিলেই মানুষের জীবন চরম সার্থকতা লাভ করে।

যদি বল যে প্রজ্ঞা যে আমাকে ভুল পথে চালায় না তাহার নিশ্চয়তা কী? এই নিশ্চয়তা কেহ দিতে পারে না। ইহা বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়। ইহাই জীবনের বিশ্বাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করে—কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা কোনও লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। বিশ্বাস না থাকিলে চলে না। নিজের প্রত্যয়ে বিশ্বাস না থাকিলে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না—যদি আমি মনে করি যাহা আমি দেখিতেছি সবই ভুল দেখিতেছি, তবে পাগল হইয়া যাইতে হয়। কারণ কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা নিজের বুদ্ধিদ্বারাই তাহা বুঝিতে হইবে। যদি "আমার বুদ্ধি আমার সত্যজ্ঞান না জন্মাইয়া মিথ্যাজ্ঞানই জন্মায়" এরূপ ধারণা হয়, তবে কোনও দিনই সত্যোপলব্ধি আমার হইতে পারে না। অন্য বস্তুকে ভূতে পাইলে সরিষা পড়িয়া ভূত ছাড়ায়। সরিষাকে ভূতে পাইলে কী পড়িয়া ভূত ছাড়াইবে? সেইরূপ আমার প্রজ্ঞা দ্বারাই আমার কর্ত্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে। কর্তব্য নির্ধারণের আর অন্য উপায় নাই। যদি আমার প্রজ্ঞার নির্দেশ অন্যের নিকট ভ্রান্ত বলিয়াও মনে হয়, তথাপি আমার পক্ষে তাহা কর্তব্যই বটে। কেবল দেখিতে হইবে যেন কোনও ফাঁকি না দেই, পরকে ঠকাইবার জন্য অসত্যের আশ্রয় না লই, প্রজ্ঞার আদেশ না হইলেও, লোকসমাজে সম্মান রক্ষার জন্য প্রজ্ঞার আদেশ বলিয়াই তাহাকে প্রচার না করি।

কাহারও মনে হইতে পারে, যে দুইটী কাজের মধ্যে কোনটী কর্তব্য, প্রজ্ঞা তাহা বলিয়া দেয় বটে, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য কী, জীবনের পরিণাম কি, যে টী কর্ত্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা কেন কর্তব্য, তাহাতো প্রজ্ঞা কিছু বলে না। অতএব প্রজ্ঞাদ্বারা আমরা অল্প ফলই লাভ করিতে পারি। ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও, আধ্যাত্মিক, জীবনে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য প্রজ্ঞাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঘনান্ধকার রজনীতে নির্জন বিশাল প্রান্তরে চলিবার জন্য, প্রজ্ঞাই মানুষের পক্ষে কর-দীপিকার ন্যায় একমাত্র সহায়। সত্য বটে এ লণ্ঠনের সাহায্যে চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল দেখা যায় না, পথের কতকটা অংশ মাত্র দেখা যায়। কিন্তু লণ্ঠন যতটুকু পথ দেখায়, ততটুকু অগ্রসর হইলে আবার আরও কতকটুকু পথ দেখিতে পাইবে। এইরূপ ভাবে চলিতে থাকিলেই মানুষ নিজের গন্তব্যে পৌঁছিতে পারে—আর "সব পথ দেখিতে না পাইলে চলিব না" মনে করিয়া যদি কেহ চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে, তবে সেই প্রান্তরেই সে বিনষ্ট হইবে।

একমাত্র সহায় হইলেও, প্রজ্ঞাই পর্য্যাপ্ত সহায় বটে। প্রজ্ঞার শাসন অনুসরণ করিয়া ক্রতু (কর্তব্য) পালন করিয়া চলিতে থাকিলেই আমরা চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করিব। ইহারই নাম কর্মযোগ। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান—ধর্মপথে প্রথম পদক্ষেপ।

বিশিষ্ট শ্লোক

(১) যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র

যজ্ঞের (কর্তব্যের) জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া আর সকল কর্মই বন্ধনের হেতু—তাহারা কেবল সুখের তৃষ্ণা বাড়ায়। অতএব সুখলিপ্সা ত্যাগ করিয়া কর্তব্যের জন্য কর্ম করিয়া যাও।

যজ্ঞ অর্থ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বা হোম নহে। হোম যজ্ঞের একটী প্রকার মাত্র। যজ্ঞ অর্থ ক্রতু—অর্থাত্ কর্তব্য। এই জন্যই তপোযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্যের কথা বলা হইয়াছে। উহাতে ঘৃতাহুতির সম্ভাবনা নাই।

(১৫) যজ্ঞশিষ্টা মৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

যাহারা যজ্ঞ করিয়া তাহার অবশিষ্ট ভোজন করে, অর্থাত্ নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করে না, পরন্তু কর্তব্য পালনকেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আর কর্তব্য করিতে করিতে যে ভোগ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, আরও গুরুতর কর্তব্য সাধনের জন্য, শরীর রক্ষার উদ্দেশ্যে, সেই ভোগ অমৃত জ্ঞানে (দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে) গ্রহণ করে, তাহাদের জীবনই সার্থক হইতে পারে।

কর্তব্য সাধনে যাহার আগ্রহ নাই—সুখের প্রলোভনে যিনি কর্তব্য-বিচ্যুত হন,—সাংসারিক জীবনেও তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন না। আধ্যাত্মিক জীবন তো দূরের কথা।

(১৮) গত সঙ্গস্য মুক্তস্য :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি গতসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিহীন তিনি মুক্ত। তিনি সুখের জন্য কাজ করেন না, যজ্ঞের জন্য (অর্থাৎ কর্ত্তব্যের জন্য, কর্ত্তব্য বোধে) কাজ করেন। আসক্তি নাই বলিয়া তাহার কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, অর্থাৎ নিষ্ফলতা তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না। তাহার কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—ইহা আর বন্ধনরূপ ফল প্রসব করে না।

(২৪) যস্য নাহং কৃতো ভাবো

যে অভিসন্ধি লইয়া মানুষ কাজ করে, পাপ পূণ্য সেই অভিসন্ধির উপরই নির্ভর করে। বাহ্য ক্রিয়াটী পাপজনকও নহে, পুণ্যজনকও নহে। প্রাণরক্ষার্থ চিকিৎসক রোগীর হাত পা কাটিয়া ফেলেন, তাহাতে কি চিকিত্সককে নিষ্ঠুর বলা চলে? আঘাত করিয়া তাড়াইবার জন্য একজন মাতাল একটা পয়সা ভিক্ষুকের মুখে ছুড়িয়া ফেলিল। ভিক্ষুক উহা কুড়াইয়া নিয়া মুড়ি কিনিয়া খাইল। এই দানের পুণ্য কি মাতাল পাইবে? ছাদ হইতে পিছলাইয়া গিয়া এক ব্যক্তি অন্যের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটাইল, এক ঔষধের স্থলে ভুলে অন্য ঔষধ দিয়া শুশ্রূষাকারী রোগীর জীবনান্ত করিল, ইহাদিগকে কি ঘাতুক বলা যায়? বিচারক ফাঁসির আদেশ দিলেন, জীবহত্যার পাপ কি তাহাকে স্পর্শ করিবে? কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যে কাজ করা যায়, সে কর্মটী ক্রূর হইলেও তাহা দ্বারা পুণ্যই হয়, পাপ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩০) নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।

নিয়ত=বিহিত=প্রজ্ঞা-বিহিত=উচিত। যাহা উচিত বলিয়া বোধ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। তাহাও সঙ্গরহিত হইয়া করিতে হইবে অর্থাত্ তাহা প্রিয় হইলেও করিতে হইবে, অপ্রিয় হইলেও করিতে হইবে। আবার কর্মফলেও আসক্ত হইবে না—সত্যকথা বলিয়া যদি লোকের মিথ্যা বিশ্বাস দূর করিতে না পারি, তদ্ধেতুক বিরক্ত হইলে চলিবে না।

(৩৩) মুক্তসঙ্গো অ্নহংবাদী ঃ—

যাহার সুখে আসক্তি নাই, প্রশংসায় লোভ নাই, এমন ব্যক্তিই কর্মসাধনের যোগ্য পাত্র। তাই বলিয়া নিরীহ ভাল মানুষটী সাজিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কর্ম করিবার জন্য আগ্রহ, কিঞ্চ লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্যও তাহার থাকা চাই। আবার কর্ম সিদ্ধ হইলেই তিনি উত্ফুল্ল হইবেন, আর ব্যর্থ হইলেই ম্রিয়মান হইবেন, এমন যেন না হয়।

(৩৭) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।

কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, কোনটী করণীয় কোনটী অকরণীয়, কোন কাজে পতনের আশঙ্কা আছে, কোন কাজে সে আশঙ্কা নাই, কোন কাজ করিতে গিয়া মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়, কোন কাজে তাহার স্বাধীন ভাবে চলিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রজ্ঞাই আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়।

(৪৫) কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসম্

যিনি কর্মযোগী তিনি সুখের কামনা পরিত্যাগ করেন; সুখের জন্য কোনও কাজ করেন না, কর্তব্যবোধেই করেন। যিনি জ্ঞানযোগী সংন্যাসী তিনি সকল কামনাই ত্যাগ করেন। কল্যাণের কামনাও তাহার নাই। কামনা ত্যাগ করেন (কর্মফল ত্যাগ করেন), কিন্তু কর্মত্যাগ করেন না; কারণ তাহা সম্ভবপর নয়।

(৪৮) যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম :—

যজ্ঞ অর্থ কর্তব্য। যজ্ঞ দ্বিবিধ—দান এবং তপস্। পরোপকারের জন্য যে কাজ করা যায়, তাহার নাম দান। আর নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে কাজ করা হয়, তাহার নাম তপস্। দান ও তপস্ পরিত্যজ্য নহে, করণীয় বটে।

(৫০) নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ

যাহা কর্তব্য, তাহা পরিহার করা চলে না। কর্তব্য কার্য্যের পরিত্যাগ সংন্যাস নহে, মূঢ়তা মাত্র।

সংন্যাসী এক কর্তব্যের পরিবর্তে অন্য কর্তব্য গ্রহণ করেন। অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানকেই কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন; তিনিও একেবারে কর্তব্যহীন নহেন।

(৫২) কার্য্যমিত্যেব যত্ কর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কর্তব্য বলিয়াই ইহা কর্তব্য" এই মনে করিয়া যদি কাজ করা যায়, কার্য্যটী প্রিয় কিম্বা তাহার ফলটী প্রিয় বলিয়া যদি কাজ করা না হয়, তাহাই প্রকৃত ক্রতু-নিষ্ঠা। প্রিয়াপ্রিয় বর্জন করা হয় বলিয়া ইহাকে ত্যাগ বলা হইল।

(৫৫) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা

সুখের জন্য তো কর্ম করিবেই না, তাহা কামকার। আবার কর্মফলের উপরও লোভ রাখিবে না—কার্য্যটী সফল হইল কি নিষ্ফল হইল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেই তোমার দায়িত্ব পালন করা হয়। ফলের উপর লোভ রাখিলে তোমাকে অনেক দুঃখ পাইতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি ফলের উপর দৃষ্টি না রাখি তবে কর্মটী করিব কেন? তাহার উত্তর যে কর্তব্য সাধন দ্বারাই তোমার আত্মশুদ্ধি হয়, নিজকে আত্মপাত হইতে রক্ষা করিতে পার। কর্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিলে, সুখের প্রলোভনে ইন্দ্রিয়ের 'দাস' হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিবে। কর্তব্যপালন দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়—আত্মরক্ষা হয়।

"ফলের উপর লোভ রাখিবে না" ইহার অর্থ এমন নয় যে সফলতার জন্য পূর্ণ উদ্যম না করিলেও ক্ষতি নাই। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন না করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়তা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগত লাভক্ষতির নাম কর্মফল। কর্মের যাহা পরিণাম (Consequence) তাহার নাম অনুবন্ধ। অনুবন্ধ উপেক্ষা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, তামসিকতা। "অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং অনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্"—মোহমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম বৈশ্বানর বা সর্বাত্মতা প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞার আদেশ অনুবর্তন করিয়া, প্রজ্ঞানিষ্ঠ হইয়া, যে কাজ করা যায়, তাহাতে পাপ হয় না, পুণ্যই হয়। ইহারই নাম কর্মযোগ। প্রজ্ঞাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—প্রজ্ঞাবলেই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করে। প্রজ্ঞা-চক্ষু ব্যক্তির সম্মুখে মুক্তির পথ অনাবৃত।

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে প্রজ্ঞা, তাহার স্বরূপটী কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রজ্ঞা আমাদিগকে কতকগুলি আদেশ দেয়—মিথ্যা বলিওনা, চুরি করিওনা, দান কর, ইন্দ্রিয় জয় কর, ইত্যাদি। কিন্তু এমন কোনও একটী সাধারণ বিধি আছে কিনা, এই বিশিষ্ট আদেশগুলি যাহার অঙ্গ স্বরূপ,—যে সাধারণ বিধিকে জানিলে প্রজ্ঞার সকল আদেশগুলিই জানা হয়, কখনও আর প্রজ্ঞার আদেশ সম্বন্ধে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রজ্ঞার আদেশগুলির মূল সূত্রটী কী, সে সম্বন্ধে দার্শনিকগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব নির্ণয়েও মহাদার্শনিক কাণ্টই আমাদের প্রধান সহায়। তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রজ্ঞার মূলসূত্র যাহা, তাঁহা সকল ব্যক্তির পক্ষেই সমান ভাবে প্রযুজ্য। অতএব তাহার কোনও বিশিষ্ট নিধি (Content) থাকিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

কারণ কোনও বিশিষ্ট নির্দেশ কেবল ক্ষেত্র বিশেষেই প্রযুজ্য—ক্ষেত্রান্তরে তাহার কোনও প্রয়োগ হইতে পারে না। কাজেই কোনও বিশিষ্ট আদেশ প্রজ্ঞার মূলসূত্র হইতে পারে না।—একটী সার্বভৌম বিধিই (যাহা সর্বক্ষেত্রেই প্রযুজ্য) প্রজ্ঞার মূলসূত্র হইতে পারে। সর্বাত্মতা এইরূপ সার্বভৌম বিধি অর্থাত্ তুমি যদি এমন বিষয় কামনা কর, যাহা অপরেও কামনা করিতে পারে অপরেও তাহা কামনা করিলে যদি তোমার তাহাতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই ইচ্ছা সার্বজনীন ইচ্ছা, কিন্তু ইহাই প্রজ্ঞার পথ। সোজা কথায়, তুমি যে সুবিধাটী চাও, অপরকেও সেই সুবিধা দিতে যদি তুমি প্রস্তুত থাক, তবেই তুমি প্রজ্ঞার পথে চলিতেছ। "সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" তোমার ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা, ও সকলের ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারাই প্রজ্ঞার মূলসূত্র। ইহাই যীশুখৃষ্ট কথিত স্বর্ণময় বিধি—Do to others as you would that they should do to you. অপর হইতে যেরূপ ব্যবহার চাও, তাহাদের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিও। মহাদার্শনিক কাণ্ট ইহাকেই প্রজ্ঞার মূলসূত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

আমরা নিজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করি, নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থ হইতে বড় করিয়া দেখি, তাই সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে পারি না, ইচ্ছাকে বিশ্বজনীন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি না। নিজের তুচ্ছ বিলাস ব্যসনের জন্ত পরের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় কাড়িয়া লই। স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল—ইহাই আমাদিগকে অপরের ইচ্ছাকে পদদলিত করিতে শিখায়, সাম্য ত্যাগ করাইয়া বৈষম্যে প্রবর্ত্তিত করে। বৈষম্য বুদ্ধিকেই কর্মযোগের অবতার গৌতম বুদ্ধ, আর জ্ঞান যোগের অবতার বর্ধমান জিন, "হিংসা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই তাহাদের মতে অহিংসাই (সমদর্শনই) পরম ধর্ম—কারণ ইহাই প্রজ্ঞার মূলসূত্র।

গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন—

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেবাং জীবিতং প্রিয়ং।
অত্তানং উপমং কিত্তা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥

ধর্ম্মপদ-১০-১

সকলেই আঘাতের ভয়ে ভীত, নিজের জীবন সকলের নিকটই প্রিয়। অতএব নিজকে উপমাস্থল গ্রহণ করিয়া, কাহাকেও আঘাত করিবে না, কাহাকেও হত্যা করিবে না।

বর্ধমান জিন বলিয়াছেন—

অধ্যাত্তং সব্বতো সব্বং দিট্টা পাণে পিয়ায়কে।
ন হনে প্রাণিণো পানে ভয়বেরায় উপরতো।

মূলসূত্র-৬-৬

এক অধ্যাত্মাই সকল জীবে বিদ্যমান। সকলেরই প্রাণ নিজের নিকট প্রিয়। অপর কর্ত্তৃক আত্মসুখের ব্যাঘাত হইবে এই ভয় ছাড়িয়া দাও, আত্মপর জ্ঞান ত্যাগ করিয়া শত্রুতা ছাড়িয়া দাও। কাহারও প্রাণে আঘাত করিও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় ইচ্ছাকে সার্বজনীন করিতে পারা, তুমি যাহা চাও, অন্যেও তাহা চাহিলে কোন আপত্তি না রাখাকেই প্রজ্ঞার মূলসূত্র বলা যাইতে পারে। এই নিয়ম মানিয়া চলিলে কর্ত্তাকে কোনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। গীতা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন—"সর্বভূতস্থম আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি"। সর্বভূতে আত্মদর্শন করিবে, আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করিবে। নিজের ইচ্ছা সার্বজনীন হউক, ইহা আত্মাতে সর্বভূত দর্শন; আবার সর্বজনের যে ইচ্ছা, তাহাই নিজের ইচ্ছা হউক, ইহা সর্বভূতে আত্মদর্শন। ইহাদ্বারা ভুলপথে চলিবার সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হয়। কারণ কোনও কোনও দার্শনিক প্রজ্ঞাকে অনিত্য (Relative) ও নিত্য (Absolute) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্যক্তিগত যে প্রজ্ঞা তাহাই অনিত্য প্রজ্ঞা, আর সার্বজনীন যে প্রজ্ঞা তাহাই নিত্য প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাই মানুষের একমাত্র শরণ—অতএব নিত্য প্রজ্ঞার তো কথাই নাই, অনিত্য প্রজ্ঞার অনুসরণও পুণ্যময়। মানুষ স্বীয় প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া, অন্যের নিকট যাহা গর্হিত মনে হয় এমন কর্মও যদি করে, তথাপি তাহাতে তাহার পুণ্যলাভই হয়—পাপ স্পর্শ করে না। কালীপূজায় যে নরবলি দেয়, গঙ্গাসাগরে যে সন্তান বিসর্জ্জন দেয়, যদি প্রকৃতই কর্তব্যবোধেই এরূপ কর্ম করে তাহাতে পাপ নাই। কিন্তু যদি নিত্য প্রজ্ঞার দিকে সে লক্ষ্য রাখে, অপরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ কিরূপ তাহাও বিবেচনা করে, তবে এরূপ গর্হিত কর্ম্মের সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়া যায়। তাই রাজনৈতিক দার্শনিক ম্যাজিনি বলিয়াছেন, Duty lies at the point of intersection of individual and social conscience. ব্যক্তিগত প্রজ্ঞার সঙ্গত তো বটেই, যাহা সার্ব্বজনীন প্রজ্ঞারও সঙ্গত, তাহাই প্রকৃত কর্তব্য।

মহাভারত বলিয়াছেন—

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা ॥
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত স ॥

উদ্যোগ পর্ব-৩৩-৩৬

যে ব্যক্তি, একদিকে স্বীয় প্রজ্ঞা শ্রুতকে (সার্বজনীন প্রজ্ঞাকে) অনুসরণ করে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখে, অপর পক্ষে শ্রুতও (সার্বজনীন প্রজ্ঞা—বহুজনের মত) তাহার নিজের প্রজ্ঞানুমোদিত কিনা তাহাও বিবেচনা করে, সেই যথার্থ পণ্ডিত। কেবল নিজের প্রজ্ঞা অনুসরণ করিলে অনিত্য প্রজ্ঞা অনুসরণের আশঙ্কা থাকে—গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের আশঙ্কা থাকে। আর নিজের প্রজ্ঞার যাহা অনুমোদিত নহে, তাহা সেই ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্যই নহে। শ্রুতানুমোদিত হইলেও তাহা পরিত্যজ্য। ইহার নামই বৈশ্বানর যজ্ঞ—নিজকে সার্বজনীন করিয়া দেওয়া। ইহাই বিশ্বামিত্রত্ব লাভ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় বস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট শ্লোক।

(৩) যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা—

যিনি যোগযুক্ত, অর্থাত্ কর্মযোগ অবলম্বন করিয়াছেন (কর্তব্য বোধেই কাজ করেন, সুখের জন্য নহে), বিশুদ্ধাত্মা (অতএব কোনও অপকার্য্যে আকৃষ্ট হন না), বিজিতাত্মা (যিনি ক্ষর-আত্মার—ছোট আমির প্ররোচনা জয় করিতে পারিয়াছেন), ও জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু সর্বভূতের আত্মাই যাহার নিজের আত্মা হইয়াছে, যে কোনও কাজই তিনি করুন না কেন, তাহাতে তাহার পাপস্পর্শ হয় না।

(৯) সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

সমদর্শী ব্যক্তি সর্বভূতের যাহা ইচ্ছা, তাহাই নিজের ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করেন, আর তাহার নিজের ইচ্ছাগুলিও এমন হয়, যে অপরকে তাহা পাইতে দিতে তাহার কোনও আপত্তি থাকে না। তাহাকেই যোগযুক্তাত্মা বলা চলে।

(১৩) লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্

সর্বভূতহিত বলিতে বহুজনের যাহা হিত তাহাই বুঝিতে হইবে। কারণ একজনের যাহাতে হিত, তাহাতে অপরের অহিত হইতে পারে। এরূপ সমস্যাস্থলে বহুজনের হিত করিলেই সর্বভূত হিত করা হইল। যিনি বিশ্বামিত্র হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, ভূয়িষ্ঠজনের গরিষ্ঠ কল্যাণই—Greatest good of the greatest number, তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৪) সত্ত্বং রজস্তম ইতিগুণা প্রকৃতিসম্ভবা—

জগত্‌টী নানা স্তরে বিভক্ত—কোনওটী উচ্চ কোনটী নীচ, কোনওটী ভাল কোনওটী মন্দ।

এই জগত্‌ মায়াদ্বারা রচিত। মায়া অর্থ দ্বন্দ্ব—ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব, আলোক ও তিমিরের দ্বন্দ্ব, আকর্ষক ও বিকর্ষক শক্তির দ্বন্দ্ব, গতি ও জড়তার দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব ও বিনাশের, জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। যে শক্তি জীবন বর্ধক, গতি বর্ধক, বল বর্ধক, তাহার নাম সত্ত্বগুণ; যে শক্তি মৃত্যুবর্ধক, জড়ত্ববর্ধক, দুর্বলতা বর্ধক তাহার নাম তমোগুণ।

এই উভয়ের যে সাম্যাবস্থা তাহার নাম রজোগুণ। গুণ দুইটীর একটী থাকিলেই, অপরটীও থাকিবে। দিন থাকিলে রাত্রিও থাকিবে, জীবন থাকিলে মৃত্যুও থাকিবে। সত্ত্বগুণেও আসক্ত না হইয়া তমোগুণেও বিদ্বিষ্ট না হইয়া যে আনন্দময় স্থিতি তাহাই মুক্তি। ভূয়িষ্ঠ হিত বলিতে সাত্ত্বিকতার ভূয়িষ্ঠ বৃদ্ধিই বুঝিতে হইবে। কারণ সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি ছাড়া পরম পুরুষার্থ লাভের আর কোনও উপায় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়।

আমরা দেখিয়াছি সর্বভূতেই আত্মদর্শন অর্থাৎ সকল লোককেই সমান চক্ষে দেখাই প্রজ্ঞার মূলসূত্র। ইহারই নাম বৈশ্বানর যজ্ঞ অথবা ভূয়িষ্ঠ লোকের ভূয়িষ্ঠ কল্যাণ সাধন। এই মূলসূত্রটী জীবনে যেমনে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাই সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

সকল কার্য্যেরই একটা ক্রম আছে। সেই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। সব কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। জনসেবাই যদি আমার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করি, তথাপি বাল্যকালে আমাকে বিদ্যাভ্যাস করিতেই হইবে। নতুবা জনসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব না। তাহা না করিয়া ছাত্রজীবনের সমস্তটা সময় যদি রোগীর সেবায়ই কাটাইয়া দেই, তবে বিদ্যালাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিব না। আমাদ্বারা যতটা জনসেবা হইতে পারিত, তাহা হইতে পারিবে না। কিম্বা একজন সুনিপুণ চিকিৎসক হইতে পারিলে, তাহাদ্বারা জনসেবা অধিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অপরপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য (নিয়ম পালন) দ্বারা যদি চরিত্র গঠন না করি, যদি সংকল্পের দৃঢ়তা না থাকে, তবে জন সেবার হুজুগ কাটিয়া গেলে, স্বার্থপরতা ও বিলাসবাসনা হয়ত এত প্রবলরূপে দেখা দিবে, যে সেবার পরিবর্ত্তে প্রতিবেশিদিগকে নিষ্পেষিত করিতে থাকিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জন্য প্রাচীনগণ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। অর্থাত্ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, জীবনের প্রথমভাগে, ঐ উদ্দেশ্যকে সাক্ষাত্ ভাবে গ্রহণ না করিয়া, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। অর্থাত্ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক (সঙ্কল্পের) দৃঢ়তা বর্ধিত করিতে হইবে। এই জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে। পরবর্ত্তী জীবনে হয়ত বিধি-নিষেধ-গুলির তেমন মূল্য নাই, কিন্তু বিদ্যার্থির পক্ষে, এই বিধানগুলি অবশ্য পালনীয়। ইংরেজিতে ইহাকে বলে Discipline। প্রাচীনেরা ইহাকে বলিতেন ব্রহ্ম— আর এই নিয়মপালনকে বলিতেন ব্রহ্মচর্য্য।

যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেমন প্রস্তুতি আবশ্যক, আবার যোগ্যতার ও প্রকার ভেদ আছে। কোনও সমাজে সকলেই যদি চিকিত্সক, কিম্বা ইঞ্জিনিয়র, কিম্বা শিক্ষক হইয়া উঠিতে চায়, তবে সে সমাজ বাচিতে পারে না। বৃত্তিভেদের প্রয়োজন আছে। কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য তুল্য ভাবেই আবশ্যক। সমাজ রক্ষার জন্য কৃষকের প্রয়োজন কাহা অপেক্ষাই কম নহে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই প্রধান। ইহারই জন্য বর্ণব্যবস্থার প্রবর্তন।

কোনও না কোন আকারে বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থা সকল সমাজেই আছে।

যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আশ্রম) ও যোগ্যতার যেমন নির্দ্দিষ্ট প্রকার (বর্ণ) আছে, যোগ্যতা প্রয়োগেরও সেইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র (সমাজ বা সংঘ) আছে। বিশ্বমৈত্রী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও, "বিশ্বমৈত্রী" "বিশ্বমৈত্রী" এই বুলি চীত্কার করিয়া বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়াইলেই বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হইবে না। কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশে, কিম্বা কোনও নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠিতে অবস্থিত থাকিয়াই আমাকে কাজ করিতে হইবে। একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর কাজ আরম্ভ না করিলে, একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ আমার নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ না করিলে, কোনও কাজই আমি করিতে পারিব না। নির্দ্দিষ্ট কাজকে যদি ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করি, নিকটতম কর্ত্তব্যকে যদি কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ না করি, তবে বিশ্বমৈত্রী একটা কথার কথা থাকিয়া যাইবে। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় Telescopic Philanthrophy —সুদূরের স্বপ্নে বাস্তবকে ভুলিয়া থাকা। [কবির সৃষ্ট নন্দলাল ইহারই আর এক পিঠ—উদার কর্ত্তব্যের আবরণে ঢাকা স্বার্থপরতার পঙ্কিলতা।] বৃহতের মোহে বসিয়া থাকিলে চিরদিনই বসিয়া থাকিতে হইবে—ক্ষুদ্র লইয়াই আমাদের প্রতিক্ষণের কারবার, নিকটতম লইয়াই আমাদের আরম্ভ। (Charity begins at home).

এই জন্য ব্যক্তি হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে জাতিতে, জাতি হইতে সর্ব্বজনীনতায় অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্যগঠনের ক্রম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না করিয়া যিনি একেবারেই বিশ্বজনীনতায় পৌঁছিতে চান, তাহার তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয়ই নষ্ট হয়। নিজের জাতির সেবা করিতে যিনি শিখেন নাই, কোনও জাতির সেবাই তিনি করিতে পারেন না। এইরূপ পারিবারিক কর্তব্য যিনি সুচারুরূপে করিতে পারেন না, তাহাদ্বারা জাতীয় কর্তব্যও সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাহ হয় না। আবার নিজের প্রতিই যিনি অমনোযোগী, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিই যাহার লক্ষ্য নাই, তাহাদ্বারা পারিবারিক কর্ম সুসম্পন্ন হয় না। এই জন্য নিজকে নিয়াই কর্তব্যের আরম্ভ। ইহা দোষের তো নহেই, ইহা না করাই দোষ। ইহাকে স্বার্থপরতা মনে করিয়া লজ্জিত হইবার কারণ নাই, বরং ইহা অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপন বলিয়াই মনে করিতে হয়। দোষ তথায়, যথায় আমরা ক্ষুদ্রতাতেই সীমাবদ্ধ থাকি—বৃহতের ডাকে সারা না দেই; পারিবারিক কর্তব্য ও জাতীয় কতর্ব্যে সংঘর্ষ হইলে পরিবারকেই আকড়াইয়া থাকি, বিশ্বজনীনতার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া নিজের জাতির পুষ্টিসাধনেই রত থাকি। পরিবারের ভিতর দিয়াই জাতির সেবা করিতে হইবে — জাতির ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবের সেবা করিতে হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম—অসাধারণ ব্যক্তির কথা অবশ্য পৃথক্। এই জন্যই সরাসরি সংন্যাস গ্রহণ সকলের পক্ষে বিহিত নহে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদনের পর, জাতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বানপ্রস্থে থাকিয়া জাতীয় কর্তব্য সাধন করিবার পর, বিশ্বমানবতা (Internationalism) প্রতিষ্ঠার জন্য সংন্যাস অবলম্বন করিতে হয়। সামাজিক জীবনের ইহাই ক্রম। তাহা না করিলে দেবঋণ ও পিতৃঋণ অপরিশোধিত থাকে। মানুষ যদি মাতৃগর্ভে না জন্মিত, পিতা যদি তাহাকে পালন না করিতেন, তবে না হয় সে সরাসরি বিশ্বমানবতায় যাইতে পারিত। কিন্তু সে যাহার প্রসাদে স্বীয় ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়াছে, যে ব্যক্তি অথবা যে জাতির সাহায্য সে পাইয়াছে তাহার প্রতিদান না দিয়া সে কেমনে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে? পিতার নিকট যে শিক্ষা সে পাইয়াছে, পুত্রকে সেইভাবে গঠিত করিলে তবে পিতৃঋণ শোধ হয়।

এই জন্য বর্ণাশ্রমাচিত সে বর্ম তাহার পরিহার হয় না। অর্জুন গৃহস্থ, অর্জুন ক্ষত্রিয়—সমাজ রক্ষার জন্য যুদ্ধই তাহার নিবটতম কর্তব্য। ইহা করিলেই তাহার নিঃশ্রেয়স্ লাভ হইবে।

রামচন্দ্র অনুশাসিত হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়াই গীতার এই সংবাদ। কিন্তু জরথুস্ত্র অনুশাসিত পার্শীসমাজের প্রতিও গীতার অবদান সমভাবেই প্রযুজ্য। হিন্দুসমাজে চারিটী আশ্রম ও চারিটী বর্ণ স্ফুটভাবে বিদ্যমান। পার্শীসমাজে একটী আশ্রম—(গৃহস্থাশ্রম,) ও একটী বর্ণের (ক্ষত্রিয়বর্ণ) কর্ত্তব্যই সবিশেষ—উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্য আশ্রম (যথা ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম=ছাত্রজীবন) ও অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণ (ব্রাহ্মণ=পুরোহিত) তথায় নাই, এমন বলা চলে না। তবে গৃহস্থাশ্রমই প্রধান আশ্রম, ও ক্ষত্রিয় বর্ণই প্রধান বর্ণ—উহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই অন্য বর্ণ ও আশ্রম তিষ্ঠিতে পারে, এই জন্যই উহাদের সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নিজের জাতিকে ভালবাসিবার ও সেবা করিবার প্রয়োজন আছে Communism প্লাবিত যুগে অপ্রিয় শুনাইলেও, তাহা বলা আবশ্যক। কারণ স্বজাতিতে প্রীতির অভাবই হিন্দুর মজ্জাগত দোষ—সে সকল সমস্যাই বিশ্বমানবতার দৃষ্টিতে সমাধান করিতে চায়। তাহার স্বজাতির প্রতি যে তাহার বিশেষ কর্তব্য আছে—বিপন্ন স্বজাতীয়কে রক্ষা করাই যে তাহার প্রথম কর্তব্য, একথা হিন্দু সহজেই ভুলিয়া যায়। তাই যুগে যুগে হিন্দু পরপদানত হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুর দোষ স্বজাতিপ্রীতির অভাব, আর পার্শীর (ও তৎসদৃশ মুসলমানের) দোষ স্বজাতি প্রীতির আধিক্য—সাধারণতঃ স্বীয় জাতিতেই তাহাদের দাবী আবদ্ধ থাকে, ভিন্ন গোষ্ঠী পর্য্যন্ত পৌছিতে চায় না।

হিন্দু ও পার্শীর উভয়েরই দোষ সংশোধন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন গণধর গুরুগোবিন্দ সিংহ।

তাই একদিকে তিনি যেমন বলিয়াছেন,

সেব করি ইনহিকো মন ভাবত,
ওর কী সেব ন সহত জীকো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান দিয়ে ইনহিকো ভলে,
ঔর আনকো দান ন লাগত নীকো ॥
খালসে দী মহিমা।

স্বগণ শিখদিগের সেবা করি তাহাই ইচ্ছা হয়, অপর গোষ্ঠির সেবা করিতে মন চায় না। যা কিছু আনুকূল্য ইহাদিগকেই দেই—অপরকে দিতে ভাল লাগে না।

অপর দিকে তিনি বলিয়াছেন—

হিন্দু তূরক কোউ, রাফজী ইরাণ শাহী
মানষকে জাতি সব, একই পহিচান বো।
অকালস্তুত।

হিন্দু ও মুসলমান, পার্শী ও ইহুদী সকলেই একই মানুষ, সকলকেই এক বলিয়া জানিবে।

ফলতঃ জাতীয়তার ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবতায় পৌছিতে হইবে। তাহাই বিধি নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক (সহজ) পথ। এই সহজ পথ ত্যাগ করিলেই, লোকে কী করিব, কী না করিব, এই ভাবনায় দিশেহারা হয়। নতুবা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় কর্তব্য কর্মের অভাব নাই। তাহার পথ সুস্পষ্ট।

তবে ব্যক্তিগতই হউক, পারিবারিকই হউক, জাতিগতই হউক, সকল কর্মেই বিশ্বমানবতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, বিশ্বমানবের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সকলকর্মের বিচার করিতে হইবে —তাহা হইলেই কর্মে কোনও দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ সকলের অন্তরেই পরমেশ্বর রুদ্র অবস্থিত। যত বহুতর জনের মধ্যে তাঁহাকে খোজা যাইবে, তাহার স্বরূপ ততই স্পষ্টতর উপলব্ধ হইবে। যিনি সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বত্র তাহাকে দেখিলেই তাহার সমগ্ররূপ প্রকাশ পায়—বিশ্বমানবের দৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, তাহা দ্বারাই ভূয়িষ্ঠ সত্য পরিগ্রহ হয়।

বিশ্বমানবের দৃষ্টিভঙ্গিটী কী? কোন কার্য্য করিলে বিশ্বমানবের দৃষ্টি লইয়া কাজ করা হয়—এই প্রশ্ন মীমাংসার একটা সহজ উপায় গীতা বলিয়া দিয়াছেন "লোকসংগ্রহ,"—মানবজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা—বিশ্বপ্রেম—সর্বভূতে দয়া।

বিশ্বমানবতা একটা অমুর্ত (abstract) ধারণা, তাহাদ্বারা বিশিষ্ট কর্তব্য কী, তাহা হয়ত সহজে বুঝা যায় না; কিন্তু তুইটী কাজের মধ্যে কোন কর্মটী মানব জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার বেশী সহায়ক—কোন কাজটী দ্বারা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ব্যবধান ঘুচিয়া যায় তাহা বোঝা তেমন কঠিন নহে। অতএব লোকসংগ্রকে লক্ষ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকাই জীবনযাত্রায় সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়। এই কৌশলটী গীতা বলিয়া গিয়াছেন।

লোকসংগ্রহ বা মানব জাতির ঐক্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই বিশ্বমানবতায় পৌছিবার সহজ উপায়। লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই—জাতীয়তার মধ্যদিয়া বিশ্বমানবতায় পৌছিবার জন্যই—গুরুগোবিন্দ সিংহ "গুরুদ্বারা" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। জাতির হৃত্‌পিণ্ড গুরুগ্রন্থ তথায় সিংহাসনে সমাদৃত। কাজেই গুরুদ্বারা জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ পরিপোষক। আবার গুরুদ্বারার দ্বারগুলি বিশ্বের যাবতীয় লোকের জন্যই উন্মুক্ত। কাহারও পক্ষেই গুরুদ্বারায় প্রবেশে বাধা নাই—সকলকেই গুরুদ্বারায় প্রবেশের জন্য সাদরে আহ্বান করা হইতেছে—অতএব গুরুদ্বারা বিশ্বমানবের আনন্দ নিকেতন। গুরুদ্বারাই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।

গুরুগ্রন্থ গীতাই গুরুদ্বারার প্রাণ। গুরুদ্বারাগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া—গীতামুখরিত করিয়া—আমরা জীবনের চরম সার্থকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

বিশিষ্ট শ্লোক

(২) শ্রেয়ান্ স্বধর্মোবিগুণঃ

ধর্ম অর্থ কর্তব্য। কর্তব্যক্ষেত্রে সকলেই সমান—কোনও কর্তব্য ছোট, কোনও কর্তব্য বড় এরূপ বলা চলে না। প্রত্যেকেরই কর্তব্য যেটী, তাহা না করিলে সে পতিত হয়, যেটী কর্তব্য তাহা করিলে সে উন্নত হয় তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ধিত হয়। রাজ্যরক্ষা রাজার কর্তব্য, শস্য উৎপাদন কৃষকের কার্য্য—যার যার কর্তব্য করিয়া উভয়েই সমান পুণ্য লাভ করে, না করিলে সমান প্রত্যবায় ভাগী হয়। "আমার কর্মক্ষেত্র এত ছোট, রাজার কর্মক্ষেত্র এত বিপুল কেন," একথা মনে করিয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সে বর্তমান কর্তব্য উপেক্ষা করিয়া আরও নিরয়গামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। একজনের কর্মক্ষেত্র ছোট, একজনের কর্মক্ষেত্র বড়, কাহারও শক্তি ও সুবিধা বেশী, আর কাহারও শক্তি ও সুবিধা কম, এরূপ কেন হয়, তাহা তখনই বুঝিতে পারিব, যখন বুঝিতে পারিব কেন এ জগতে আসিয়াছি, কে আমাদিগকে পাঠাইয়াছে। তাহা না বুঝিলেও ইহা বুঝিতে পারি যে প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেকের একটা নির্দ্দিষ্ট কর্তব্য আছে, আর তাহা না করিলে সে নিম্নগামী হয়; করিলে ঊর্দ্ধগামী হয়। অনেকে ধর্মের অর্থ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা প্রণালী মনে করিয়া ভুল করেন। এরূপ সঙ্কুচিত অর্থে ধর্মশব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে কোথাও নাই। ধর্ম=virtue=সাধারণ কর্তব্য। যজ্ঞ=duty=বিশিষ্ট কর্তব্য। কোনটী কাহার কর্তব্য প্রজ্ঞাই তাহা বলিয়া দেয়।

(৮) সক্তাঃ কর্মাণ্য বিদ্বাংসো—

লোক সংগ্রহ ইচ্ছা করিয়া যদি আমরা কাজ করি, তাহা হইলে কর্তব্য বিমূঢ় হইতে হইবে না। লোকসংগ্রহ অর্থ লোককে সংগৃহীত (একত্রিত) করা, মনুষ্যজাতির ঐক্য সাধন। জাতীয়তার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু জাতীয়তাতেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। তাহা হইলে লোক সংগ্রহ হইল না—সর্বভূতস্থিত রুদ্রের দর্শন হইল না। আমরা ভারতবাসী, উহারা চীনবাসী, আমরা হিন্দু উহারা মুসলমান, একথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। সকলেই এক বিশ্বেশ্বরের সন্তান ইহাই মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। অবশ্য স্বজাতির প্রতি বিশিষ্ট কর্তব্য থাকিবেই। যাহারা জাতীয় কর্তব্যে আত্ম-নিয়োগ করেন, তাহারা যেমন পারিবারিক কর্ম ভুলিয়া "নন্দলাল" হইয়া বসিতে পারেন না, সেইরূপ যাহারা বিশ্বমানবতায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহারাও জাতীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে শ্বেতপালকাবৃত কাকের ন্যায়, তাহার কাককুল ও বককুল, উভয় কুলই নষ্ট হয়। কোনও কুলেরই উপকার করিতে পারে না। বিশ্বমানবতা-জীবনের মূলসূত্র — লোক-সংগ্রহ, কর্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ।

(৯) তস্মাচ্ শাস্ত্রং প্রমাণং তে

ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইলে একটী "গুরুগ্রন্থ" অবলম্বন করিয়াই তাহা সম্ভবপর। ব্যক্তিগত জীবনে যার যার নিজের রুচিমত চলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সামাজিক জীবনে এমন কতকগুলি মত ও বিধান অনুসরণ করিতে হয়, যাহা সকলের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাহা না হইলে জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ থাকে না। গুরুগ্রন্থই এই সর্বজনপাল্য বিধানগুলিরই আকর। গুরুগ্রন্থের সাহায্যেই জাতীয় ঐক্যবন্ধন (অথবা সংগঠন) নিষ্পন্ন হইতে পারে। ইহাই সুনিবদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের একটী প্রধান প্রয়োজন।

(৩৩) সর্বভূতস্থিতং যো মাং—

প্রত্যেকের অন্তরেই পরমেশ্বর রুদ্র অবস্থিত। অনন্ত বৈভবময় তিনি জনে জনে বিভিন্ন বিভাগে অবস্থিত। যত:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুতর জনের মধ্যে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিব, ততই তাহার রূপ স্পষ্টতর প্রতিভাত হইবে। কারণ সর্বত্রই তো তিনি—মাত্র একজনকে বাদ দিতে গেলেও তাঁহার কোনও বিভাব বাদ পড়ে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিই দেখা হয়, তাহাঁকে দেখা হয় না। বহুর মধ্যে ঐক্যই তাহার স্বরূপ—ইহা উপলব্ধি করা ও প্রচার করা—ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করাই জীবনের প্রধান কর্তব্য।

(৩৪) যদা ভূত পৃথক্ ভাবম্ঃ—

এক ব্রহ্ম হইতেই সকলে উত্পন্ন হইয়াছে; তুমি আমি রাম শ্যাম যদু মধুতে যে পার্থক্য, তাহা একটা সাময়িক বিভেদ মাত্র। বিভেদটা ভুলিয়া গিয়া ঐক্যের দিকে বেশী জোর দিলেই, স্পর্ধা অসূয়া, অহঙ্কার তিরোহিত হইয়া লোকে শান্তি লাভ করে। আমার মতন অপর সকলেও সেই একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রকাশ, কাহাকে পর আর কাহাকে আপন বলিব? সকলকে আপন মনে করিতে পারিলে, এক ব্রহ্মেরই পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ মনে করিতে পারিলে, পারক্য বুদ্ধি নষ্ট হয়। দন্ত যেমন জিহ্বাকে আঘাত করিলে, লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত উত্পাটিত করে না, তেমন সকলের উপরই প্রেম থাকার দরুণ, জীবন্মুক্তের কাহারও উপর ক্রোধ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়।

জীবনের উদ্দেশ্য কী এই প্রশ্ন হইতেই গীতার উত্পত্তি। গীতা বলিয়াছেন সুখ পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) নহে,—ক্রতুই (কর্তব্যই) পুরুষার্থ। কোন কাজটী কর্তব্য কোনটী অকর্তব্য প্রজ্ঞাই আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সর্বভূতে সমদর্শনই (অর্থাত্ নিজে যেমন ব্যবহারটী চাও, অন্যের প্রতি তেমন ব্যবহার করাই) প্রজ্ঞার মূলসূত্র।

পরন্তু প্রজ্ঞার উত্স কোথায়? সুখের দিকে, স্বার্থপরতার দিকে, ধাবিত হওয়াই জীবন স্রোতের স্বাভাবিক গতি। তাহার বিপরীত দিকে, সংযম ও পরার্থপরতার দিকে চলিবার যে প্রবৃত্তি, মানুষ কোথা হইতে তাহা পায়? কোন শক্তির প্রেরণায় গঙ্গা উল্টা বহে, যমুনা উজান চলে? লৌকিক ভাষায় ইহাকে বলা হয় আদর্শ। প্রত্যেকের অন্তরেই এক একটী কল্পনা অবস্থিত, "যেমনটী নাই কিন্তু হওয়া উচিত"; এই ধারণার নামই আদর্শ। আদর্শই আমাদের উন্নতির মূল—ইহাই আমাদিগকে বর্তমান অবস্থা হইতে উপরের দিকে টানিয়া তোলে। আদর্শ না থাকিলে মানুষ যে অবস্থায় আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত, অভ্যুদয়ের জন্য তাহার কোনও চেষ্টা থাকিত না। তাই মহাভারত বলিয়াছেন "সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি"—নিজের অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তুষ্ট থাকিলে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। আদর্শই সকল অভ্যুদয়ের মূল। আদর্শ-আত্মা অর্থাত্ যে আত্মা আদর্শের আলয়, তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আদর্শের সীমা নাই। যে যতই উন্নতি লাভ করুক, উন্নতির শেষ সীমায় পৌছিয়াছে একথা কেহই মনে করে না। মানুষ যতই অগ্রসর হয়, দিগন্ত রেখা ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মানবও মনে করে, যে পরিপূর্ণতা লাভ করিবার তাহার অনেক বাকী আছে। পরিপূর্ণতা লাভ তো কেহ করেই না, পরন্ত যে যত মহান্ নিজের দোষ ত্রুটি তাহার চক্ষে ততই বেশী ধরা পরে। আদর্শ আত্মা কখনও কাহারও অধিগত হয় না।

এই জন্য দার্শনিকগণ বলেন আদর্শ আত্মাতেই ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশ। আদর্শ-আত্মার অধিকারী বলিয়াই অন্য জীব হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ["ব্রহ্মাবলোকন ধিষণং মুদম্ আপ দেবঃ" (ভাগবত ১১-৯-২০) মানুষের হৃদয়-দর্পণেই ব্রহ্ম নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান।] অনন্ত যে সান্তকে নিজের দিকে টানিয়া নিতেছেন, আদর্শের সত্তাই তাহার নিদর্শন। সান্তের প্রতি অনন্তের আহ্বানই সান্তের ভিতর আদর্শ রূপে ফুটিয়া উঠে। অনন্তের আহ্বানের নামই আদর্শ।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও
আপন সুর।
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শ-আত্মাতেই ভক্ত, ভগবান রুদ্রের সত্তা সত্ত প্রত্যক্ষ করেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি। যন্ত্রারূঢ়ের মত তিনিই তাহাকে স্বাভাবিক প্রবণতার বিপরীত দিকে চালিত করেন—উল্টা গঙ্গা বহাইয়া দেন।

স্বাভাবিক প্রবণতা এবং আদর্শ আত্মার প্রবণতা যে পরস্পর বিরুদ্ধ, অধি-আত্মার ভূমি যে অপরাত্মার ভূমি হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত, এই কথা সূচনা করিয়া কঠোপনিষত্ ইহাদিগকে ছায়া এবং আতপের সহিত তুলনা করিয়াছেন;

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ॥

৩-১

বৈদান্তিকগণ চৈতন্যকে তাই তিন স্তরে বিভক্ত করেন—মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। মনোময় কোষ পশুপক্ষি সাধারণ স্বাভাবিক চৈতন্যের ক্ষেত্র বিজ্ঞানময় কোষ কর্তব্য জ্ঞানের (অর্থাত্ আদর্শ-আত্মার ক্ষেত্র); আর আনন্দময় কোষ সুখ দুঃখে উদাসীন সাক্ষি-চৈতন্যের ক্ষেত্র। সাক্ষি-চৈতন্য জ্ঞাতা মাত্র, জ্ঞেয় অর্থাত্ জ্ঞানের বিষয় কখনই হন না। ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় Introspection (অন্তর্বীক্ষণ, অনুব্যবসায়) কিম্বা আত্মসমীক্ষণ, সাক্ষি চৈতন্য সেই জ্ঞানের কর্তা। সুখ দুঃখে উদাসীন সাক্ষি চৈতন্যে সর্ব্বদা স্থিতির নামই মোক্ষ, এবং তাহাই জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম পুরুষার্থ, জ্ঞান যোগীগণ এরূপ বলিয়া থাকেন। নবম অধ্যায় জ্ঞান যোগের বিষয় বস্তু, তথায় এই দাবীর যৌক্তিকতা আলোচনা করা হইবে। কিন্তু মোক্ষ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য হউক, কিম্বা অপর কিছুই জীবনের উদ্দেশ্য হউক, উদ্দেশ্য স্বীকার করার অর্থই একটা আদর্শ গ্রহণ করা। যে চৈতন্যে আদর্শের অধিষ্ঠান তাহাকেই বৈদান্তিকগণ বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানময় কোষের উপলব্ধি ব্যতীত আদর্শের অধিষ্ঠান কোথায়, প্রজ্ঞার প্রেরণার উত্স কী, তাহা বুঝা যায় না। এই জন্য অষ্টম অধ্যায়ে বিজ্ঞানময় কোষের আলোচনা করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ মনোময় কোষকে আত্মা, বিজ্ঞানময় কোষকে অধিআত্মা, এবং আনন্দময় কোষকে পরাত্মা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই নামাকরণ নিয়া এত বেশী মতান্তর আছে যে তথাগত গৌতম বুদ্ধের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আমরা মনোময় কোষকে চিত্ত, এবং বিজ্ঞানময় কোষকে অধিচিত্ত বলিয়া উল্লেখ করাই ভাল মনে করি। মানুষের অবর চৈতন্য যেন দ্বিধা বিভক্ত—একটী তাহাকে লাভ ও ক্ষতির কথা শোনায়, অপরটী তাহাকে কর্তব্য ও অকর্তব্যের কথা বলে। একটী তাহাকে সুখের দিকে আকৃষ্ট করিয়া পাপ পথে প্রবর্ত্তিত করে, অপরটী কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া পুণ্য পথে পরিচালিত করে। বৈদান্তিক ইহাদিগকে বলিয়াছেন মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা বলিতে পারি চিত্ত ও অধিচিত্ত। প্রজ্ঞা এই অধিচিত্তেরই বাণী।

চিত্ত যথার্থ আমি নহে ; ইহা আমিত্বের আভাস মাত্র অথবা অহঙ্কার। অধিচিত্তই যথার্থ আমি অথবা আত্মা। তাই পাপ করিবা মাত্রই লোকে বলে ইহা "আমার" উচিত হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে অধিচিত্তই যথার্থ আমি। অধিচিত্তে অবস্থানই আত্মলাভের উপায়। অধিচিত্তে অবস্থানই যে আত্মলাভের সাধন এই সত্যটী দৃঢ় রূপে প্রতীত হইলে মানুষ আর পাপের পথে পদক্ষেপ করে না, কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিয়া পরমার্থ লাভ করে, এই জন্য অষ্টম অধ্যায়ে এই কথাটী বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

(৩) উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানম্

মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। চিত্তের প্ররোচনায় পাপ পথে চলিতে চলিতে মানুষ আত্মনাশ করে। তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অধিচিত্তের বাণী প্রজ্ঞার নির্দেশে চলিতে থাকিলে মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সর্বজন পূজ্য হয়।

(৫) উপদ্রষ্টানুমন্তা চ—

অধিচিত্তই অনুমন্তা—পাপ প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করেন, পুণ্য প্রবৃত্তিকে অনুমোদন করেন। সকল কল্যাণ গুণের আকর পরমেশ্বর রুদ্রই অধিচিত্তের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) যতন্তো যোগিনশ্চৈনম্

অধিচিত্ত যেন কতকটা অস্ফুট—চেষ্টাদ্বারা তাহাকে স্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। প্রজ্ঞার আদেশ বারম্বার উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে প্রজ্ঞা এমন নিস্তেজ হইয়া যায়, যে তাহা যেন থাকিয়াও নাই। অভ্যস্ত চোরের চুরি করিতে দ্বিধা বোধ হয় না। আবার প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তি হইয়া চলিতে থাকিলে এমন হয়, যে ভুলেও অন্যের দ্রব্য স্পর্শ করিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

মানুষের জীবন যেন আলোক ও তিমিরের সংমিশ্রণ—গোধূলি বা উষা। তাহাকে আলোকও বলা চলে, অন্ধকারও বলা চলে। নিজের চেষ্টা দ্বারা মধ্যাহ্নের দীপ্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়—তখন আত্মসূর্য্যের স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

(৭) সমং সর্বেষু ভূতেষু

সর্বভূতে আত্মদর্শনই প্রজ্ঞার বাণী। তাহার কারণ একই পরমেশ্বর অধিচিত্তে অবস্থিত থাকিয়া সকলকে একই নির্দেশ দিতেছেন। প্রজ্ঞার বাণী তাঁহারই বাণী।

(১০) ন চ মত্স্থানি ভূতানি

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা বিনয় শাস্ত্রের (Ethicsএর) তাহা একটা প্রধান সমস্যা। ক্রিয়ার স্বাধীনতা যে নাই, তাহা সকলেই অনুভব করেন—অপর কোনও মানুষের বাধাদ্বারা, কিম্বা প্রাকৃতিক শক্তির বাধাদ্বারা আমাদের সঙ্কল্প সর্বদাই প্রতিহত হইতেছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে কিনা, তাহা ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রশ্ন—এই প্রশ্ন এত সূক্ষ্ম যে অনেকের নিকট এই প্রশ্ন স্বতঃ উদিতই হয় না। "আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আমরা যাহা কিছু করি, তাহা যে নিজ ইচ্ছায়ই করি," তাহা প্রায় সকলে ধরিয়াই লয়। কিন্তু এই ইচ্ছার মধ্যে নিজত্ব কতটুকু? কেহ কেহ মনে করেন আমাদের ইচ্ছাশক্তিও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অধীন। যে ক্ষেত্রে আমরা যেমনটী ইচ্ছা করি, ঐ ক্ষেত্রে ঐরূপ ইচ্ছা না হইয়া আমার অন্য ইচ্ছা হওয়া অসম্ভব ছিল। যে বংশে আমরা জন্মিয়াছি, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, প্রলোভনটী যত প্রবল—আমার ইচ্ছাটী এই কারণগুলির সমবেত ফল। ইচ্ছার জনক এই অবয়ব (factor) গুলি জানা থাকিলে—ইচ্ছাটী কী হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বলিয়া দেওয়া চলে। তাহাদের মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এই ধারণাটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। বিশেষতঃ জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন—একথা স্বীকার করিতে হয়। কারণ আমার ইচ্ছার উপর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই—থাকিলে ইচ্ছা স্বাধীন (কেবল মাত্র আমার অধীন) একথা বলা চলে না।

অথচ ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি স্বীকার করা না যায় তবে সমগ্র বিনয় শাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আমি যাহা স্বেচ্ছায় করি না, যাহা আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহার পাপপুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি দা বা কুড়ালের মত যন্ত্র মাত্র। অপর ব্যক্তির কৃত-কর্মের জন্য যেমন আমার দায়িত্ব নাই, আমি স্ব-ইচ্ছায় যাহা করিনা, তাহার জন্যও তেমন আমার দায়িত্ব থাকিতে পারে না। এই জন্য ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা ব্রহ্মেরই অংশ এই জন্য ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্ভবপর। ব্রহ্মই আমাদের ইচ্ছারূপে প্রকটিত হন—তাই ইচ্ছা স্বাধীন। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াও, আমরা সর্বথা নিয়ন্ত্রিত নই—স্বাধীনতাও আছে। ইহারই নাম মায়া—সৃষ্টির মূল রহস্য এই খানে। ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়াও, আমরা ব্রহ্মে অবস্থিত নই। তাই গীতা বলিলেন, "ন চ মত্‌স্থানি ভূতানি"

ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই, স্বেচ্ছায় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তিযোগের অবকাশ আছে। বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইলে ভক্তির কোনও মূল্য থাকিত না।

(১২) যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া—

সংযত ব্যক্তির যে কর্মে প্রবৃত্তি হয় তাহাই কর্তব্য। ইহাই কর্তব্য নির্দ্ধারণের সহজ পন্থা। সকলের প্রবৃত্তিই কর্তব্য নির্ধারক নহে। সুখের তৃষ্ণা যে দমন করিতে পারে নাই, তাহার চিত্ত সুখের দিকেই অজ্ঞাতসারেও ঝুকিবে। তাহার প্রবৃত্তি কর্তব্য নির্ধারক নহে। যোগসেবাদ্বারা যাহার চিত্ত নিরুদ্ধ (সংযত) হইয়াছে তাহার চিত্তই ক্রতুর নির্ধারক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তব্য সম্পাদনে আনন্দ আছে। কারণ আত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করে, অবস্থার দাস না হইয়া নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে, নিজের আইন নিজে চালায়, অন্যের অধীনতা স্বীকার করে না।

এই সুখ অতীন্দ্রিয়—রূপরসাদি কোনও বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে তাহা উৎপন্ন হয় না। এই আনন্দই তাহাকে প্রজ্ঞার পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে—কর্তব্য সম্পাদন হইতে বিচলিত হইতে দেয় না।

কর্তব্য সম্পাদনের আনন্দের মত তীব্র আনন্দ অন্য কোথাও আছে এই ধারণা তাহার হয় না। তাই কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া যে সমস্ত কষ্ট তাহাকে সহ্য করিতে হয়, সে তাহা হৃষ্ট চিত্তে সহ্য করে।

দুঃখ জয়ী এই যে আনন্দ ইহাই সাধকের পুরস্কার। পূর্ণোৎসাহে এই পথে চলিতে থাকাই সাধকের কাম্য।

উপরোক্ত শ্লোক চতুষ্টয় কর্মযোগীর একটী নিখুত আলেখ্য। জগতের সাহিত্যে অন্যত্র কোথায়ও এই শ্লোকগুলির তুলনা নাই। জর্জ ইলিয়ট তাহার রমলা নামক বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসে পুরুষার্থের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, [We can only have the highest happiness, such as goes along with being a great man—by having wise thoughts and much feeling for the rest of the world as well as ourselves, and this

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sort of happiness often brings so much pain with it, that we can tell it from pain by its being what we would choose before everything else, because our souls see it is good] তাহাকে এই শ্লোক কয়টীর আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে।

(২২) যদা যদা হি ধর্মস্য—

কল্যাণ গুণাকর পরমেশ্বর রুদ্রই বিশ্ব জগতের অধিপতি। তাই এই জগত্ দ্বৈতাত্মক হইলেও, বৃত্রের পরাক্রম (মায়ার শক্তি) কখনও এমন প্রবল হইতে পারে না, যে ধর্মকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে। যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, বিশ্ববিধাতা রুদ্র তখনই ধার্মিককে রক্ষা করিয়া ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তবে ধর্ম বলিতে আমরা এখানে যেন বিশিষ্ট ধর্মতন্ত্র, যথা হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম, না বুঝি। বিশ্ব মানবের যাহা ধর্ম, সকল ধর্মতন্ত্রের যাহা সার, ধর্ম বলিতে এখানে তাহাই বুঝিতে হইবে।

(২৩) পরিত্রাণায় সাধূনাম্ ঃ—

অবতারবাদ ভারতীয় সাধনার বিশেষ কথা। মহেশ্বর মজ্দা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সর্বভূতেই তিনি আছেন, অতএব এক হিসাবে সকলেই মহেশ্বরের অবতার। কিন্তু কোনও কোনও নরে তাহার বিশিষ্ট প্রকাশ—তাহার প্রকৃত স্বরূপ সচ্চিদানন্দত্ব তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। তাহাদিগকে দেখিয়া ঈশ্বরে দৃঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠা হয়। সাধুরা পরিত্রাণ পায়, দুস্কৃতের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

(৬০) ঈশ্বরঃ সর্ব ভূতানাম্ হৃদ্দেশে ঃ—

এই শ্লোক দুইটী কর্মযোগের উত্তম উপদেশ—কর্মযোগীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

অক্ষরাত্মার বাণী যে প্রজ্ঞা, তাহার অনুবর্তণ করিতে থাকিলেই আমাদের পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) সিদ্ধ হয়, আমরা সিদ্ধি লাভ করি—জীবন সার্থক হয়। প্রজ্ঞার অনুকরণই কর্মযোগীর সাধনা—অক্ষরাত্মার দর্শনই তাহার সিদ্ধি।

কর্মযোগের চূড়ান্ত কথা বলা হইয়াছে। এখন আমরা কর্মযোগ হইতে বিদায় নিতে পারি। কিন্তু বিদায় দিবার পূর্বে গীতা তাহার অনন্য-সুলভ সামঞ্জস্যের বাণী শুনাইতেছেন। গীতা বলিতেছেন যে কর্মযোগের অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা, তিনিই ভক্তিযোগের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর। বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরই, প্রজ্ঞার উদ্বোধনে পরমাত্মা রূপে প্রকটিত। যিনি বিশ্বের একমাত্র সত্তা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনিই দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্বের স্রষ্টা, আবার তিনিই ন্যায়ের সংস্থাপক পরমাত্মা। একে তিন, তিনে এক। একই তত্ত্ব—দূরস্থ যবনিকা (মায়া দ্বন্দ্ব) দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে তাহাই ঈশ্বর, আর নিকটস্থ (শুদ্ধসত্ত্ব) যবনিকা দ্বারা সঙ্কোচিত করিয়া দেখিলে পরমাত্মা। অতএব কর্মযোগ, ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ সকলের ফল এক— মুক্তি, পাপ ও দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মানন্দ, প্রেমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর আমাদের হৃদয়েই আছেন যন্ত্রারূঢ়ের মত আমাদিগকে চালাইতেছেন—আমাদের নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়াই ক্রমশঃ উত্‌কৃষ্ট হইতে উত্‌কৃষ্টতর বস্তুর সম্মুখে আমাদিগকে নিয়া যাইতেছেন। তথাপি তিনি সারথি মাত্র; উত্তম বস্তুর সম্মুখে আমাদিগকে নিয়া যান—উহা গ্রহণ করা বা না করা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইচ্ছা একটা মায়ার খেলা—আমাদের স্বাধীনতা আছেও, নাইও। আমরা নিজের পায়ে চলিতেছি না—সারথি নিয়া গেলে যাইতে পারি, [কোনটী ভাল, সারথি তাহা বলিয়া দিলে বুঝিতে পারি] অতএব পূর্ণ স্বাধীনতা আছে একথা বলা চলে না। অপর পক্ষে সারথি ভাল বস্তুর সম্মুখে আমাদিগকে উপস্থিত করে। উহা গ্রহণ করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারে না—অতএব আমরা স্বাধীন, সারথির অধীন নই।

তবে এই সারথিটী আর কেহই নন—স্বয়ং রুদ্রই আমাদের প্রজ্ঞারথের সারথি। এই সারথির উপর যদি আমরা আত্মসমর্পন করি, যে যে উত্তম বিষয়ের সম্মুখে তিনি আমাদিগকে নিয়া যান, তাহা যদি বিনা বিতর্কে আমরা গ্রহণ করি, তবে নিঃশ্রেয়স্ লাভে বিলম্ব হইবে না।

চিত্তক্ষেত্রে পুরুষোত্তম রুদ্রই প্রজ্ঞারথের সারথি—কুরুক্ষেত্রে গোবিন্দের সারথ্য তাহারই প্রতিবিম্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়।

জ্ঞানযোগঃ।

কর্মযোগের পর আমরা জ্ঞানযোগে উপনীত হই। প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া আমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, সুখের প্রলোভন জয় করিতে পারি কিন্তু যুদ্ধের ক্লান্তি থাকিয়াই যায়। নিরাবিল সুখের সন্ধান পাই না। বিশেষতঃ এই বিশ্বসংসার যেমন আছে, তেমনই থাকিয়া যায়—কুকুরের বাঁকা লেজ সিধা হয় না। পাপপুণ্য সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু খচিত দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্বসংসার পূর্বের মতই আসিয়া উপস্থিত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ত্রিগুণাতীত অক্ষরাত্মায় অবস্থান করিতে না শিখি, ততক্ষণ দ্বন্দ্বের অবসান নাই। আর যতদিন পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের প্রভাব বিদ্যমান, ততদিন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, পুণ্য থাকিলেই পাপ থাকিবে, দিন থাকিলেই রাত্রি থাকিবে। এইজন্য দ্বন্দ্বাতীত নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা লাভই সাধকের চরম কাম্য। ইহারই পথ জ্ঞানযোগ। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত; এইজন্য এই অবস্থাকে ব্রহ্মলাভও বলা হইয়া থাকে।

আত্মবাদী দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্ত এই, যে চিদাকাশই একমাত্র নিত্য সত্তা। চিণ্ময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনও নিত্য পদার্থ নাই। অতএব ব্রহ্মলাভ অর্থ নিজকে ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা— ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনও পদার্থ যখন নাই, তখন সাধক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কী হইতে পারেন?

দার্শনিক বলেন—"ব্রহ্ম হইয়া যান" বলাও ভুল। কারণ জীবাত্মা ব্রহ্ম আছেনই, ব্রহ্ম বটেনই। তবে তিনি যে ব্রহ্মই, এই জ্ঞানটা তাহার নাই। অজ্ঞানদ্বারা, অবিদ্যা-দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন—ইহাই যোগমায়া,—মায়াশক্তি। অবিদ্যা নাশ হইলে জীব বুঝিতে পারেন—যে তিনিই ব্রহ্ম—ত্রিগুণাতীত, সুখদুঃখ পাপপুণ্যের অতীত, কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি শুধু সচ্চিদানন্দময়।

এই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ, ব্রহ্মলাভ যে একটা উদ্ভট কল্পনা নহে, নিরেট সত্য মাত্র, একটু সমীক্ষণ করিলেই তাহা বুঝা যায়। নিজের অক্ষরাত্মার দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে তাহা চিণ্ময় সাক্ষীমাত্র—দ্বন্দ্বাতীত। মান অপমান, সুখদুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ক্ষরাত্মাই দ্বন্দ্বের ভোক্তা—সংসার পিপ্পলের স্বাদ গ্রহণ করেন। অক্ষরাত্মা সকল অবস্থার সাক্ষিমাত্র—সুখেরও সাক্ষী দুঃখেরও সাক্ষী, মানেরও সাক্ষী অপমানেরও সাক্ষী, লজ্জারও সাক্ষী শঙ্কারও সাক্ষী।

ব্রহ্মলাভ যে একটা চৈতন্যময় অবস্থা একথা খুলিয়া বলা দরকার। কারণ অনেকে মনে করেন—সুখদুঃখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীত হওয়া অর্থ গাছ পাথরের মত জ্ঞানহীন হওয়া। চৈতন্য থাকিবে অথচ সুখ দুঃখ বোধ থাকিবে না, এই অবস্থা অনেকে কল্পনা করিতে পারেন না। তাই ব্রহ্ম-লাভের কথায় আতঙ্কিত হইয়া রামপ্রসাদের নামে মিথ্যা গান আরোপ করিয়া তাহারা বলেন "চিনি হওয়া ভাল নয়রে মন, চিনি খেতে ভালবাসি।" তাহারা উল্টা বোঝেন কারণ কেবল সাক্ষিআত্মাতে অবস্থানই চিনি খাইবার একমাত্র পন্থা। সাক্ষিআত্মার কোনও কামনা নাই, অতএব সে সদানন্দ— অথচ তাহার সমক্ষে ক্ষরাত্মা দ্বন্দ্বের প্রভাবে যে নৃত্য করিতেছে, কখনও সুখে হাসিতেছে, কখনও দুঃখে কাঁদিতেছে, কখনও ক্রোধে ফুলিতেছে, কখনও সন্দেহে ব্যাকুল হইতেছে, সেই নাট্যাভিনয় অক্ষরাত্মা উপভোগ করে। ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য।

নিরপেক্ষতাই এই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের একমাত্র উপায়। নিরপেক্ষতা অর্থ কামনাহীনতা—কোনও কামনা থাকিবে না। শীতের জন্যও কামনা থাকিবে না, উষ্ণের জন্যও নয়; দিনের জন্যও কামনা থাকিবে না, রাত্রির জন্যও নয়। প্রকৃতির খেলায় ত্রিগুণের ক্রিয়ায়, ক্ষরাত্মাতে যে সুখদুঃখ আসিতেছে কেবল তাহাই দেখিয়া যাও, ইহাই জ্ঞানযোগ।

যাহার কামনা নাই, তাহার করণীয়ও কিছু নাই। অতএব জ্ঞানযোগকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম সদসদাত্মক। ব্রহ্মকে যে অসদ্ ভাবে সে অসদ্ হয়। আমরা আছি, অতএব আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সদ্। সত্ বলিতে চিত্‌ও আসে—কারণ যে নিজে আছে বলিয়া জানে না, সে একপ্রকার নাইই। চিত্ বলিতে আনন্দও আসে। কারণ নিরানন্দতা কামনার ফল। অপূর্ণতা হইতেই কামনার উত্‌পত্তি। পূর্ণসত্তা আনন্দময়। ব্রহ্ম পূর্ণসত্তা—অতএব সচ্চিদানন্দ।

অক্ষরাত্মা ব্রহ্মজ্যোতিরই একটী কণা। অতএব তাহাও সচ্চিদানন্দ। নিজের সুখদুঃখের সাক্ষী যিনি তিনিই অক্ষরাত্মা। সুখদুঃখ ভোক্তার অতিরিক্ত সাক্ষী একজন আছেন। অতএব অক্ষরাত্মা সত্। তিনি সাক্ষি অতএব চৈতন্যময়, চিত্। চেতনা ছাড়া জ্ঞান সম্ভবে না। তিনি সাক্ষিমাত্র—কোনও কামনা তাহার নাই [কামনাগুলি ক্ষরাত্মার এলাকা] অতএব অক্ষরাত্মা আনন্দময়।

নিরন্তর সচ্চিদানন্দময় অক্ষরাত্মায় অবস্থানই ব্রহ্মলাভ। ইহাই জ্ঞানযোগের পথ—মানুষের চরম নিঃশ্রেয়স্। নবম অধ্যায়ে এই কথাই বলা হইয়াছে।

কর্মযোগের সর্বকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন যুদ্ধ করিব? গোবিন্দ তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে বলিয়াছেন যে জীবনের একটী উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্যটী প্রেয়স নহে, শ্রেয়স। শ্রেয়স বলিতে বুঝা যায় কামকারের নিরাস (সুখের বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ), কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কর্মত্যাগ নহে। যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞ করা (কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করা) শ্রেয়সের পথ। কোনটী যজ্ঞ (কর্তব্য) কোনটী যজ্ঞ নহে, প্রজ্ঞাই আমাদিগকে বলিয়া দেয়। প্রজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সর্বাত্মতাই প্রজ্ঞার বীজ (যাহাকে সহজ কথায় বলা হয় অহিংসা অথবা সাম্য)—অর্থাৎ তুমি যেমন ব্যবহারটী চাও, অন্যের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিলেই প্রজ্ঞার পথ অনুসরণ করা হইল। সর্বাত্মতা অর্থাৎ বিশ্বপ্রেমই জীবনের মূলসূত্র। কিন্তু বিশ্বপ্রেম বলিতে ব্যক্তিগত পারিবারিক কিম্বা জাতীয় কর্তব্যের পরিহার বুঝা যায় না। পারিবারিক ও জাতীয় কর্তব্যের ভিতর দিয়াই বিশ্বপ্রেমে পৌছিতে হইবে। দুরাচার কৌরবদের দমন, অর্জুনের পারিবারিক ও জাতীয় কর্তব্য। অতএব যুদ্ধ করাই অর্জুনের কর্তব্য—তাহা না করিলে তাহাকে, প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে, তাহার জীবন নিষ্ফল হইবে।

যে প্রশ্ন নিয়া গীতার উৎপত্তি তাহার উত্তর দেওয়া হইয়া গিয়াছে। অতএব এইখানেই গীতার পরিসমাপ্তি হইতে পারিত। কিন্তু একটা মস্ত রহস্য অজ্ঞাত থাকিয়া যায়—অর্থাৎ বিশ্বজগতের অধিপতি একজন আছেন কিনা। একটি চিন্ময় শক্তি আছে কিনা যাহা হইতে এই বিশ্বজগত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা এই বিশ্বজগত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আলোচনার প্রথম পর্য্যায় ব্রহ্মবাদ, দ্বিতীয় পর্য্যায় ঈশ্বরবাদ। প্রথম পর্য্যায়ের সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্বজগতের মূল কারণ জড় পরমাণু নহে, একটী চিণ্ময় শক্তি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সিদ্ধান্ত এই যে সেই চিন্ময় শক্তিটী উদাসীন সাক্ষিমাত্র নহেন, কল্যাণময় ও প্রেমময়ও বটেন। তাহার শরণ লাভ করাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। মানুষের চিত্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু ঈশ্বর আছেন কি নাই এই সংশয় আসিয়া তাহার স্বাভাবিক ভক্তিকে বাধা দেয়। যুক্তিতর্ক দ্বারা ভগবদ্ভক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ধর্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্র এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। উপনিষদে জ্ঞানযোগের প্রাধান্য। ভাগবত জ্ঞানযোগকে অতিক্রম করিয়া ভক্তি-যোগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

গীতাই সকল শাস্ত্রের সমাহার—গীতাপাঠেই সকল শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়, গীতার আবৃত্তি দ্বারাই তাহা স্মরণ রাখা যায়।

বিশিষ্ট শ্লোক।

১। যস্ ত্বাত্মরতিরেব স্যাত্

যে ব্যক্তি আত্মারাম, সুখের জন্য বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা রাখে না, যে কোনও অবস্থাতেই নিজকে সুখী মনে করে, তাহার আর করণীয় কী আছে?

সুখ পুরুষার্থ নহে, কল্যাণই পুরুষার্থ। অতএব ভূ ষ্ঠি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনের ভূয়িষ্ঠ কল্যাণের জন্য কার্য্য করিবে—কর্মযোগের এই নির্দ্দেশ। জ্ঞানযোগ এই আদর্শ অস্বীকার করে না। তবে বলে যে ভৃত্যের ন্যায় নিজকে "করিতে বাধ্য" এই ধারণা হইতে কোনও কাজ করিবে না—রাজার ন্যায়, তাহাতে যদি আনন্দ পাও, তবেই করিবে। বাধ্য ও বাধকতার যে বন্ধন, ঔচিত্যের যে বন্ধন—তাহাও বন্ধন বটে। জ্ঞানযোগে কোনও বন্ধন নাই, ইহাতে শুধু মুক্তির আস্বাদ, আনন্দের আস্বাদ।

কর্মযোগের লক্ষ্য অধিচিত্ত—প্রজ্ঞা তাহার বাণী। ন্যায্য কর্ম গ্রহণ ও অন্যায্য পরিহারই অধিচিত্তের নির্দ্দেশ। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য অক্ষরআত্মা—তথায় সত্‌ও নাই অসত্‌ও নাই, সবই সমান, কে কাহার পরিহার করিবে? কি জন্য পরিহার করিবে? এথায় শুধু আত্মানন্দ, আত্মতৃপ্তি—উদাসীন সাক্ষিরূপে বিশ্বের লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ।

কর্মযোগ পথ, জ্ঞানযোগ গন্তব্যস্থল।

(৩) ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদাঃ—

শাস্ত্রের বিষয় বস্তু ত্রিগুণাত্মক জগত্‌। তাহাদের কোনওটী সাত্ত্বিক, কোনওটী তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকটীকে গ্রহণ, ও তামসিকটীকে পরিহার করিতে হইবে। শাস্ত্র আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয়। ইহাতে সত্‌ গ্রহণের ও অসত্‌ পরিহারের আবশ্যকতা আছে। আবশ্যক অর্থ যাহা করিতে আমরা বাধ্য—যাহাতে আমরা অবশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগ স্ববশতা শিক্ষা দেয়। তথায় সাধুও নাই অসাধুও নাই। এক ব্রহ্ম হইতেই যখন সকলের উত্পত্তি তখন সাধুই বা কী, আর অসাধুই বা কী? সেই চরম ঐক্যে, সেই নিরবচ্ছিন্ন কৈবল্যে, সাধু ও অসাধু এই ভেদের কোনও অবসর নাই। এই ভেদ স্বপ্নবত্ অনিত্য।

কিন্তু এক লাফেই কৈবল্যজ্ঞানে পৌছান যায় না। কর্মযোগের ব্যবস্থা মানিয়া সত্ত্বস্থ হওয়াই কৈবল্য লাভের পথ—নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান।

(১১) অনিষ্ট মিষ্টং মিশ্রং চ

যিনি নিরপেক্ষ—কোনও অবস্থাই তাহার কাম্য নহে, কোনও অবস্থাই অকাম্য নহে। ভাল মন্দ বলিতে তাহার কিছু নাই, সকল অবস্থাতেই সাক্ষিরূপে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন। সকল কর্মই তাহাকে একটী মাত্র ফল দেয় তাহা আনন্দ। যিনি সকাম তিনিই ভিন্ন ভিন্ন ফল পান। অর্থাত্ কোনও ফলকে তিনি ভাল মনে করেন, কোনও ফলকে মন্দ মনে করেন। নিষ্কাম ব্যক্তির পক্ষে সকল ফলই ভাল—"যার মা মঙ্গলা কালী, তার কি অমঙ্গল গো"।

(১২) আরুরুক্ষোঃ মুনের্ যোগম্

কর্মযোগই (কর্তব্য বলিয়া কর্তব্য করাই) আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। জ্ঞান যোগ তাহার পরিণতি। জ্ঞান যোগীর কোনও কামনা নাই—কোনও আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চল করিয়া তোলে না। সকল অবস্থাতেই তিনি অচঞ্চল, প্রশান্ত, ধীর।

কর্মই (কর্তব্য কর্মই) কর্মযোগীর লক্ষ্য। আর প্রশান্ত ধীরতাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ। কারণ=অবলম্বন।

(১৩) কর্মণ্যে বাধিকারস্তে

জ্ঞানযোগীর পক্ষে সকল অবস্থাই সমান—কোনও অবস্থা হেয়, কোনও অবস্থা উপাদেয়, এমন নয়। অতএব কর্মের ফলের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। অথচ কর্ম পরিত্যাগ কাহারই পক্ষে সম্ভবপর নহে। ক্রিয়াশীল তাহাকে থাকিতেই হইবে। তবে ক্রিয়াশীল থাকিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। সে ক্রিয়ার ফলে লাভ হইল কি ক্ষতি হইল সে বিচার তিনি করেন না। কারণ লাভ ও ক্ষতি বলিয়া তাহার কিছুই নাই। কর্মে ব্যাপৃত থাকাই তিনি একমাত্র লাভ বলিয়া গণ্য করেন। প্রশান্ত চিত্তে ক্রিয়া হইতে ক্রিয়ান্তরে ব্যাপৃতি—ফল যাহাই হউক না কেন—ইহাই তাহার জীবন।

অধিকার=প্রয়োজন, উদ্দেশ্য (concern)।

(১৫) দূরেণ হ্যবরং কর্ম

যে বুদ্ধি (উদ্দেশ্য) দ্বারা চালিত হইয়া কোনও কার্য্য করা যায় তাহারই গুরুত্ব বেশী, কার্য্যটী সফল হইল কিনা তাহার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুই ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিল। একজন হয়ত দেশকে স্বাধীন করিতে পারিল অপরে তাহা পারিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উভয়ের মূল্যই সমতুল্য—পৃথ্বিরাজ ও শিবাজী উভয়ের মহিমাই সমান স্মরণীয়। অতএব কার্য্যটী সিদ্ধ হউক আর নাই হউক, শুদ্ধ বুদ্ধিতে (সাধু উদ্দেশ্য নিয়া) কাজ করিতে যাইতেছ কিনা তাহাই সর্বদা মনে রাখিবে।

(১৮) যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু

জ্ঞানযোগীর পক্ষে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে আসক্তির কথাতো উঠিতেই পারেনা, শুভকর্মের প্রতি আসক্তিও তাহার নাই। "যে কোনও প্রকারেই হউক শুভ কর্মটী সফল করিতেই হইবে", এইরূপ আসক্তি নিয়া তিনি শুভকর্মে প্রবৃত্ত হন না। নিষ্কাম তিনি সদানন্দ, নির্মল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার আনন্দই তাহার একমাত্র অবলম্বন। কার্য্যটি সফল হইল কি নিষ্ফল হইল, সে বিষয়ে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই। কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম করিতেই হইবে এরূপ নির্বন্ধ তাহার নাই। তিনি ইন্দ্রিয়ে তো আসক্ত ননই, কোনও কার্য্য বিশেষের প্রতি আসক্তিও তাহার নাই।

(৩০) শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াজ্ যজ্ঞাজ্ :—

যিনি সমৃদ্ধিশালী, তিনি টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের উপকার করিতে পারেন। যাহার সেরূপ ঋদ্ধি নাই, পরের ব্যথায় তিনি অধিকতর কাতর হইলেও বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অনুকম্পার, তাহার উপচীকির্ষার কি কোনও মূল্য নাই?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার করিয়া দেখিতে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তির চরিত্রের মূল্যই বেশী। পূর্বোক্ত ব্যক্তি হয়ত কাহারও অপকারও করিতে পারে, কাহার উপর অত্যাচারও করিতে পারে। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বারা তাহা সম্ভবপর নয়। বরং তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর সকলে শিক্ষা ও উত্‌সাহ লাভ করে—সত্‌কর্মে প্রেরণা পায়। অতএব কেবল দ্রব্য দানেরই মুল্য আছে এমন নয়, দান করিবার ইচ্ছারও মুল্য আছে। দান করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই দান সম্ভবপর হয়। দান অপেক্ষা দানের ইচ্ছার মুল্যই বেশী—শুভকর্ম সাধন করিতে যতটা পার আর নাই পার, শুভকর্ম করিবার ইচ্ছা যদি সর্বদা তোমার বলবত্‌ জাগ্রত থাকে, তবেই তুমি জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত থাকিবে। দ্রব্য যজ্ঞের ক্ষমতা সকলের নাই —জ্ঞান যজ্ঞের ক্ষমতা সকলেরই আছে। তাহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি বিশ্ব মৈত্রীর বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত, কয়টা বিদ্যালয় কিম্বা কয়টা চিকিত্‌সালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন তাহা দ্বারা তাহার বিচার হয়। যীশু খৃষ্ট একটিও গার্লস্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। যিনি সর্বদা সর্বভূতে আত্মদর্শন করিতেছেন—তিনি জীবন্মুক্ত সর্বসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

বিশ্ববিন্যাস

নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত আমরা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলাম। এখন তাহা অতিক্রম করিয়া ভক্তি যোগে প্রবেশের সময় আসিয়াছে।

কর্মযোগের ও জ্ঞানযোগের ক্ষেত্র কতকটা আত্ম-চৈতন্যেই সীমাবদ্ধ—অর্থাত্ কর্তব্যনির্ধারণের জন্য আমরা নিজের প্রজ্ঞার উপর এবং নিস্ত্রৈগুণ্যলাভের জন্য অক্ষর-আত্মার উপরই নির্ভর করি। অতিরিক্ত কোনও শক্তির অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখি না।

কিন্তু আমি অন্য দশ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তি মাত্র—বহু পুরুষের মধ্যে একজন। কর্তব্য কেবল আমার জন্যই বিশেষ করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। সকলের যাহা কর্তব্য আমার কর্তব্য, তাহার একটা অংশ মাত্র।

অতএব আমি এবং আমার মত অন্যান্য মানুষ, অর্থাত্ জীবসহ এই বিশ্ব জগত্, কেমনে সৃষ্ট হইল, কে সৃষ্টি করিল, কেন সৃষ্টি করিল, তাহা বুঝিতে না পারিলে আমার ক্রতু কী, তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

এই বিশ্ব কেমনে সৃষ্ট হইল, কে সৃষ্টি করিল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দশম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে (Philosophy) বলিতে যাহা বুঝা যায়, দশম অধ্যায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারই আলোচনা। ইহাই ভক্তি যোগের প্রবেশ দ্বার।

দর্শনের আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, বস্তু দুই প্রকার—জড় ও চেতন। যাহা অবস্থাননিষ্ঠ,—জায়গা জুড়িয়া থাকে, তাহাই জড়। যাহা জ্ঞানময়—জড়কে যে বুঝিতে পারে, তাহা চেতন।

জড় ও চেতন একেবারে নিরপেক্ষ নহে। তাহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। চেতন ইচ্ছাশক্তি জড় হস্ত ও পদকে পরিচালিত করে। জড় অহিফেণ ভক্ষণের ফলে চেতন বুদ্ধি বৃত্তি স্তব্ধ হইয়া যায়। কেমনে এই প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না—কিন্তু প্রতিক্রিয়া যে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব জড় ও চেতনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে।

বিশ্বজগত্, নদী, পর্বত, ধাতু, জন্তু, মানুষ, বায়ু অগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে জন্তু ও মানুষের জড় দেহকে আশ্রয় করিয়াই চৈতন্য বর্ত্তমান। প্রত্যেকের জ্ঞানের বিষয় পৃথক্ বটে, কিন্তু জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝা যায়—বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি—তাহা সকল ব্যক্তির পক্ষেই সমান।

জড় বস্তু নানা প্রকারের হইলেও সত্তরটী মূল পদার্থ হইতে সকল জড়ের সৃষ্টি; জলযান, অম্লযান, স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সত্তর মূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ দ্বারাই সকল জড় পদার্থ উত্পন্ন করিতে পারা যায়, রসায়নবিদগণ একথা বলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সর্বমূল এক মৌলিক পদার্থের বিকার এই সত্তরটী পদার্থ, একথাও বর্ত্তমানে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব মৌলিক তত্ত্ব দুইটী মাত্র—জড় ও চেতন।

জড় ও চেতন কি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, না তাহারা অপর কোনও সূক্ষ্মতর পদার্থের দ্বিবিধ বিকার মাত্র, ইহা দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রশ্ন।

একান্ত বাদীরা বলেন—মূল পদার্থ একটীই, অপরটী তাহার বিকার (অবস্থা ভেদ) মাত্র। দ্বৈধবাদীরা বলেন—পদার্থ দুইটী, জড় ও চেতন। তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু অভেদ নাই। জড় হইতে চেতনের কিম্বা চেতন হইতে জড়ের উত্পত্তি হইতে পারে না। সাংখ্য দর্শন দ্বৈধবাদী—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই পৃথক্ সত্ত্বা স্বীকার করেন।

একান্তবাদীরা দ্বিধা বিভক্ত—অনাত্মবাদী ও আত্মবাদী। অনাত্মবাদীরা বলেন জড়ই মৌলিক পদার্থ—তাহাদের বিভিন্ন সংশ্লেষণে চৈতন্যের উত্পত্তি। আত্মবাদীরা বলেন চৈতন্যই মৌলিক পদার্থ—চৈতন্যের জড়কে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, যেমন স্বপ্ন-চৈতন্য সাপ, বাঘ, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি না থাকিলেও, তাহাদিগকে সৃষ্টি (কল্পনা) করিয়া লয়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনাত্মবাদী বা জড় বাদী। উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত দর্শন) চিত্বাদী বা আত্মবাদী। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Realist, Materialist ও Idealist বলা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড় পরাধীন, কাহারও না কাহারও জ্ঞানে প্রতিফলিত না হইলে, জড় আছে এমন কথাও বলা চলে না, জড় অস্তিত্ব হীন হয়। অপরপক্ষে চৈতন্য (কল্পনা দ্বারা) জড়কে সৃষ্টি করিতে পারে এই জন্য মৌলিক সত্তাটী চিন্ময়, ইহাই শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অভিমত।

সেই চিন্ময় সত্তা যখন নির্বিশেষ, কোনও বিশিষ্টতা, কোনও গুণই তাহাতে নাই, [এমন কি অস্তি নাস্তি ও যাহার সম্বন্ধে বলা কঠিন] তখন তাহাকে বলা হয় ব্রহ্ম।

আর তিনি যখন সবিশেষ—কোথায়ও হ্রস্ব কোথাও দীর্ঘ, কখনও শ্বেত কখনও পীত—সর্বগুণের আকর যিনি তিনিই ঈশ্বর।

জড় ও জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া কিছু আছে কিনা, এবং ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, তাহা নির্ণয় করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

জড়, জীব ও ঈশ্বর—বিশেষ করিয়া ঈশ্বর—কি সত্য সত্যই বর্ত্তমান, না ইহা আমাদের কল্পনা মাত্র, দর্শন শাস্ত্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছে।

আমার নিজের অস্তিত্বে আমি সন্দেহ করিতে পারি না, কারণ "আছি কি নাই ?" এই সন্দেহ করিতেছে কে ? যিনি এই সন্দেহ করিতেছেন তিনিই আমি।

আমি থাকিলে বিশ্ব জগত্ও আছে। আমার ইচ্ছায় আমি প্রতি পদে বাধা পাই। যেমনটী চাই, তেমন হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অতিরিক্ত আর কিছু (বা আর কেহ) আমার ইচ্ছাকে বাধা দিতেছে। যাহা আমার ইচ্ছাকে বাধা দিতেছে, তাহাই বিশ্বজগত্।

ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য হয় না যখন সবাকার।
ইচ্ছার উপর ইচ্ছা আছে সন্দেহ কি আছে তার॥

বিশ্বজগত্ যদি থাকিয়া থাকে, তবে এক মৌলিক সত্তা আছে যাহা হইতে আমি সহ এই বিশ্বজগত্ সৃষ্ট হইয়াছে। হইতে পারে সেই মৌলিক পদার্থ অচেতন—স্বয়ং পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব রচিত করিয়াছে। হইতে পারে, সেই মৌলিক সত্তা চিন্ময় শক্তি; যিনি ইচ্ছা করিয়া এই বিশ্ব জগত্ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিক সত্তা একটী আছেই—যাহা জড় ও চৈতন্যের মূল কারণ। অতএব জড়, চেতন, ও ব্রহ্ম; বিশ্ব, জীব ও ঈশ্বর, কল্পনা মাত্র নহে!

এইগুলিই দর্শনের মর্মকথা। দশম অধ্যায়ে গীতায় তাহাই বলা হইয়াছে।

গীতার ভাষায় জড়ের নাম ক্ষেত্র, চৈতন্যের নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাদিগকে অন্য কথায় বলা হইয়াছে প্রকৃতি ও পুরুষ।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মূল সত্তা ব্রহ্ম। বৈচিত্র্যহীন নির্গুণ বলিয়া উপলব্ধি করিলে তিনিই ব্রহ্ম। বৈচিত্র্যময়, সর্বগুণময় বলিয়া উপলব্ধি করিলেই তিনি ঈশ্বর।

মায়া অর্থ দ্বন্দ্বভাব। দিন ও রাত্রির, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির, দ্বন্দ্ব। একটী সত্ত্বগুণ, একটী তমোগুণ। এই উভয় শক্তি যখন তুল্যবল তাহাই রজোগুণ।

এই দ্বিবিধ শক্তিই অবিশেষকে বিশেষে পরিণত করে। তাই বলা হয় মায়া বলেই সৃষ্টি হয়। দ্বৈবিধ্য বা দ্বৈগুণ্যই সৃষ্টির হেতু— রজোগুণ সহ গণণা করিয়া বলা হয় ত্রৈগুণ্যই সৃষ্টির হেতু।

[কিন্তু মূলগুণ দুইটীই— সত্ত্ব ও তম, স্পেন্ত ও অংগ্র। ধর্মরাজ জরথুস্ত্র তাঁহার গাথায় এই দুই গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। রজোগুণের উল্লেখ করেন নাই।]

দর্শনের সাহায্যে বিশ্বতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একজন কর্তা আছেন। মায়োপহিত অর্থাত্ শক্তি সমন্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনিই পরমাত্মা। তিনিই আমাদের অন্তরে প্রজ্ঞা স্থাপিত করিয়াছেন—একটা আদর্শ আমাদিগকে দিয়াছেন। তাই আমরা সত্ পথে চলি। প্রজ্ঞার অনুসরণ, তাঁহারই অনুসরণ। তাহাকে আরও ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা হয়। প্রেম ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। তাহাকে জানিতে পারাই প্রজ্ঞানুসরণের—কর্মযোগের উত্তর পরিণতি।

ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। তাহাতেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও সকল দ্বন্দ্বের—সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, আলোক তিমিরের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে হইবে। নিরপেক্ষা দ্বারা অর্থাত্ সুখ দুঃখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম মরণে ঔদাসীন্য দ্বারাই তাহা লাভ করা যায়। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই চূড়ান্ত সত্য নহে। পুরুষোত্তমই চরম সত্য। তাহা না হইলে যোগের প্রতিও আমাদের আদর জ্ঞান থাকিত না। মোক্ষ ও অমোক্ষ সমান পর্য্যায়ে পড়িয়া থাকিত। এইরূপে বিশ্বতত্ত্ব আলোচনা আমাদিগকে ব্রহ্মসাযুজ্যে ও বিষ্ণুপ্রেমে উপনীত করে, জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগে উন্নীত করে।

বিশিষ্ট শ্লোক

২। ইদং শরীরং কৌন্তেয়

পদার্থ দুই প্রকার— জড় ও চেতন। জড় কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা না দিয়া একটী জড় পদার্থ (শরীরকে) দেখাইয়া দিয়া কেশব বুঝাইয়া দিলেন যে যাহা স্থানাবরোধক, জায়গা জুড়িয়া থাকে তাহাই জড়। আর সেই জড়কে যে উপলব্ধি করে, তাহাই চেতন।

৩। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি

চৈতন্যে চৈতন্যে কোনও প্রভেদ নাই—জ্ঞানের বিষয় বস্তুর ভেদ আছে। কিন্তু জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝি—বস্তুর উপলব্ধি—তাহার স্বরূপ সর্বত্রই অভিন্ন। সকল জ্ঞানই এক প্রকার। অতএব বিশ্বময় একই চৈতন্য বর্ত্তমান। সকল জড় পদার্থ যেমন একটী মৌলিক পদার্থের বিকার, সকল পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্যও তেমন একই চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকার, একই চিদাকাশের অংশ। চিদাকাশই ঈশ্বর।

(১৩) জ্ঞেয়ং যত্ তত্ প্রবক্ষ্যামি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়—তাহাকে জানিলেই সকল বিশ্বকে জানা হয়। কারণ তিনিই সমগ্র বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন।

তিনি অনন্ত—কারণ ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ থাকিলে তবেই তাহাকে খণ্ডিত করিতে পারে। তাহা নাই, কারণ সকল পদার্থই ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি নির্বিশেষ—তাহাকে হ্রস্ব বলিলে, দৈর্ঘ্যের অভাব বুঝায়। তাঁহা হইতে উদ্ভূত না হইলে দীর্ঘতা কোথা হইতে আসিল? এইরূপ সমস্ত দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেই বলা চলে। দ্বন্দ্বের উভয় পক্ষই—আলোক ও তিমির, সুখ ও দুঃখ, অনুত্ব ও বিভুত্ব—তাহাতে আছে। অতএব একটী পক্ষকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে বিশেষিত করা চলেনা। তিনি নির্গুণ। অতএব অস্তিত্ব কিংবা নাস্তিত্বও তাহার সম্বন্ধে বলা চলে না। তিনি আছেনও, নাইও।

(২৮) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে

আত্মা দ্বিধা বিভক্ত,—অথবা আত্মা দুইটি; একটী ক্ষরাত্মা ও একটী অক্ষরাত্মা। এই মহান সত্যের উপর জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত।

আত্মা যে দ্বিধা বিভক্ত—একটী সুখ দুঃখের ভোক্তা, অপরটী তাহার সাক্ষী মাত্র, পাশ্চাত্য দর্শনেও তাহার আলোচনা আছে। আত্মসমীক্ষণকে ইংরাজীতে Introspection বলে। কিন্তু এই আত্মসমীক্ষণকে ভিত্তি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচ্য দার্শনিকগণ সমগ্র বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—পাশ্চাত্যগণ তাহা করেন নাই।

সাক্ষিআত্মাই যে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি তাহা না বুঝিলে বেদান্ত দর্শন কিছুই বুঝা যায় না। বৈদান্তিকগণ চৈতন্যকে দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া জানেন। ইন্দ্রিয় মনো-বুদ্ধি সংগঠিত যে চৈতন্য তাহা নিজকে নিজে জানে না। তাহা পূর্ণচৈতন্য নহে চিদাভাস মাত্র। যে নিজকে নিজে জানে তাহাই পূর্ণচৈতন্য। সাক্ষি-আত্মাই পূর্ণচৈতন্য। সুখে দুঃখে অবিচলিত এই সাক্ষিচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য সদৃশ। সাক্ষিচৈতন্য অবস্থিতিই ব্রহ্ম লাভ—আত্মসাক্ষাত্‌কারই ব্রহ্মসাক্ষাত্‌কার।

অতএব ক্ষরাত্মার অতিরিক্ত অক্ষরাত্মা আছে, এই জ্ঞানটী সমস্ত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের মূল ভিত্তি।

(২৯) উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ

প্রজ্ঞা অক্ষরাত্মার বাণী। জনে জনে অবস্থিত অক্ষরাত্মা প্রজ্ঞার অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেককে ধর্মপথে চালিত করে। প্রজ্ঞা এক এক জনকে এক এক কথা বলে না—সকলকেই একই কথা বলে। ইহা হইতে বুঝা যায় সকল অক্ষরাত্মাই মূলতঃ অভিন্ন—অক্ষরাত্মাগুলি এক মূল অক্ষরাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। মূল স্থানীয় এই অক্ষরাত্মার নাম পরমাত্মা।

(৪৩) অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং

বিশ্বে দুইটী পদার্থ, জড় ও চেতন। বিশ্বেশ্বরের দুইটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি (প্রকার=বিধা=) একটী পঞ্চভূতরূপী জড়, আর একটী জীবরূপী চৈতন্য।

(৫০) যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবাঃ

ব্রহ্ম নির্গুণ—তাহাতে সত্ত্ব রজ তম কোনও গুণই নাই। ঈশান সর্বগুণ, তাঁহাতে সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণই আছে। বিষ্ণু— শুদ্ধ সত্ত্বময়। এখানে পশুপতি ঈশানের কথাই বলা হইতেছে—অতএব সত্ত্ব রজ তম, সর্বগুণই তাহা হইতে এরূপ বলা হইল।

(৬৩) উর্দ্ধমূলম অধঃশাখম্

বিশ্বজগত্ যে একটী মাত্র মূল পদার্থেরই পরিণতি ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের স্বীকৃত। অনাত্মবাদিগণ (কানাদগণ) বলেন সেই মূল পদার্থটী জড়—চৈতন্য তাহার একটা পরবর্তি বিকার মাত্র। আত্মাবাদিগণ বলেন মূল পদার্থটী চেতন—জড় তাহার স্বপ্ন বিলাস মাত্র। উভয়বাদীগণ (সাংখ্যগণ) বলেন মূল পদার্থটী জড় ও চেতন উভয়ের সমাহার। পরমানুনিষ্ঠ ন্যায় ও বৈশেষিককে জড় বাদী, ব্রহ্মনিষ্ঠ উত্তর মীমাংসাকে চৈতন্যবাদী, প্রকৃতি-পুরুষ নিষ্ঠ সাংখ্য দর্শনকে উভয় বাদী বলা যায়।

পাশ্চাত্য আত্মবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে হেগেলই শ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গে শঙ্করের প্রধান পার্থক্য এই যে হেগেল বলেন, মূল পদার্থে চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় আছে, মানুষে তাহা পূর্ণ বিকশিত, পূর্ণ জাগরিত হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, মূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ চৈতন্যময়—চিন্মাত্র। সেই চৈতন্য মানুষের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়—মানুষের চৈতন্য সেই বিশ্বের প্রতিবিম্ব মাত্র।

মূল পদার্থে যদি চৈতন্য সুপ্ত থাকিয়া থাকে, তবে তাহা মানুষের স্ফুট চৈতন্য অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। মূল পদার্থ যদি চিন্ময় হইয়া থাকে, তবে তাহা মানুষের চৈতন্য অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। গীতা বলিলেন—বিশ্বের মূল অর্থাত্ মূল পদার্থটী ঊর্দ্ধে অবস্থিত, অর্থাত্ উচ্চ স্তরের। জগতের আদি কারণ চিন্ময়—সুপ্ত চৈতন্যক নহে। শঙ্করই ব্রহ্মের যথার্থ ব্যাখ্যাতা। তবে ইহা জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা। পরন্তু ভক্তিযোগী বলেন জগতের মূল কারণ কেবল চিন্ময় নহেন; কল্যাণময়ও বটেন। নতুবা কল্যাণের প্রেরণা মানুষ কোথা হইতে পাইল? তিনি প্রেমময় ও অশেষ কল্যাণ গুণের আকর। যে যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ জগতের মূল কারণে চিন্ময়ত্বের (অর্থাত্ ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা করে, সেই যুক্তিধারা বলেই ভক্তিযোগী মূল কারণে কল্যাণময়ত্বের ও প্রেমময়ত্বের (অর্থাত্ পরমেশ্বরের) প্রতিষ্ঠা করেন। উভয়ত্রই একই কথা—ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্। মূল কারণে যাহা নাই—বিশ্বে তাহা থাকিতে পারেনা। আর তাহা সুপ্ত চৈতন্য নহে নিত্য জাগ্রত চৈতন্য—সাধনা দ্বারা চক্ষুর আবরণ খুলিয়া গেলেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ।

একাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কর্মযোগে আমরা যজ্ঞ অর্থাত্ কর্তব্য নিয়া ব্যস্ত ছিলাম, জ্ঞানযোগে আমাদের দৃষ্টি দ্বন্দ্বাতীত অক্ষরাত্মায় নিবদ্ধ ছিল, এখন আমরা কল্যাণগুণাকর যজ্ঞেশ্বরের সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

আমরা সত্যকে আদর করি, মিথ্যাকে ঘৃণা করি, দয়াকে প্রশংসা করি, ও নিষ্ঠুরতার নিন্দা করি, চুরিকে পাপ মনে করি ও দানকে পুণ্য মনে করি, কিন্তু এরূপ করাই উচিত ও উহার বিপরীতকে অনুচিত মনে করি। এই যে ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা, এই যে ঔচিত্য জ্ঞান, ইহা আমরা মনুষ্যেই দেখিতে পাই। পশুপক্ষিতে তো এই ঔচিত্যজ্ঞান নাই—ইন্দুর চুরি করে, উলু অপচয় করে, ভল্লুক বিনা কারণে হত্যা করে। তাহাদের তো অনুতাপ হয়না—প্রজ্ঞাতো তাহাদিগকে শাসন করে না। যিনি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তিনি পশুপক্ষিকে প্রজ্ঞা রত্ন দেন নাই, মানুষের মনে একটা আদর্শ দিয়াছেন, আর উহার আনুষঙ্গিক ঐ আদর্শ লাভের জন্য মানুষকে প্রজ্ঞাচক্ষু দান করিয়াছেন। প্রজ্ঞার অনুশাসনে বর্তমান থাকিয়া আমরা সেই মহেশ্বর মজ্দার্ আদেশই প্রতিপালন করি, তাহার অভিপ্রায়ই সিদ্ধ করি। অতএব তিনি যদি শক্তি দেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার আশীর্বাদ যদি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে প্রজ্ঞার আদেশ প্রতিপালন করিতে, ন্যায়ের পথে চলিতে, কোনও বাধা থাকিবে না। সুখের প্রলোভন, শয়তান বৃত্রের প্ররোচনা, কখনও আমাদিগকে কর্তব্য ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। যিনি ঈশ-প্রেমে আত্মহারা, রুদ্ররাগে তন্ময়, পাপ নিজের কদর্য্যতায় লজ্জিত হইয়া তাহার কাছ ঘেঁষিতে পারেনা। তাই ভক্তিযোগী নিরন্তর তাঁহার ধ্যানে কাল কাটাইতে চায়— যেন পাপ চিন্তা তাহার মনে ঢুকিতে অবসর না পায়। যিনি প্রজ্ঞা দিয়াছেন, প্রজ্ঞা পথে চলিবার শক্তিও তিনি ক্রমেই বেশী করিয়া দিতে থাকেন। সাধক তখন কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করেন—তাহার আর পদস্খলন হয় না। অপিচ মহেশ্বর মজ্‌দার প্রজ্ঞাসূত্র অবলম্বন করিয়া তাহার হৃদয়ে নামিয়া আসেন। যিনি নিরন্তর বিশ্বেশ্বর রুদ্রের সান্নিধ্যে কালযাপন করিতেছেন, বিশ্বের কোন রহস্য তাহার অবিদিত থাকে? তাহার জীবন সার্থক হয়। ইহাই ভক্তিযোগ।

এইরূপে ভক্তিযোগ আবার জ্ঞানযোগেরও পরিণতি। শান্তি লাভ করিতে হইলে সকল কামনাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটি মাত্র কামনা অবশিষ্ট থাকিলেও সেই কামনার সূত্র ধরিয়া অনেক দুঃখ কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। বিন্দুমাত্র কামনা থাকিলেও শান্তি লাভ পরাহত হয়। একেবারে নিষ্কিঞ্চন হইতে পারিলে, তবে মধুসূদন আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। সত্য বটে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, সৃষ্টি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহার, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়েরই উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। তথাপি তিনি আছেন—অর্থাত্ সত্তারূপ বিশিষ্টতা তাহার আছে; তথাপি তিনি কল্যাণময়—মানুষকে কল্যাণের প্রেরণা তিনিই দিয়া থাকেন। তিনি যদি প্রেরণা না দিতেন তবে জ্ঞানযোগের লক্ষ্য যে আত্মলাভ, তাহাতেও মানুষের প্রবৃত্তি হইত না। তিনি কল্যাণের প্রেরণা দিয়া থাকেন, এই বিশেষত্ব তাহার আছে। সকল শক্তির আধার তিনি, তাহার অনুগ্রহেই ব্রহ্মলাভ সহজসাধ্য হয়। তাহাকে ভুলিয়া অন্য বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিলে আত্মপাত ঘটে, মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়ে। অতএব অনুক্ষণ রুদ্রকে স্মরণে রাখিতে হইবে। তাহার প্রসাদেই মানুষ সাক্ষি-আত্মায় অবস্থিত থাকিতে পারে। যিনি রুদ্রকে স্মরণ রাখেন, রুদ্র তাহার নিকট তুচ্ছ হন না, বিনষ্ট হইয়া যান না, অতএব তাহার অশেষ কল্যাণ করেন।

বিশিষ্ট শ্লোক

(৪) যতঃ প্রবৃত্তির্ ভূতানাম্

কর্মযোগী প্রজ্ঞার আদেশ প্রতিপালনকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া জানেন। যিনি এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রজ্ঞাও তাহারই সৃষ্টি। ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারা সেই বিশ্বেশ্বর রুদ্রেরই অর্চনা করা হয়। এই জন্যই ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করে—সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তব্য যাহা তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়। ন্যায়নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর মঝ্‌দা তাহাকে পরম পুরুষার্থ দান করেন।

(৭) যদ্ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোত্‌স্য ইতিমন্যসে

মানুষের শক্তি কত অল্প তাহা যখন সে বুঝিতে পারে, তখনই মহেশ্বর মজ্‌দার আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছা প্রবল হয়— সে ভক্তিক্ষেত্রে পদার্পন করে।

অন্য বস্তু বা ব্যক্তির উপর প্রভুত্বতো দূরের কথা, নিজের মনের উপরই মানুষের প্রভুত্ব নাই। যাহা করিবে বলিয়া সংকল্প করে, সে সঙ্কল্প সে রাখিতে পারে না। যাহা করিবেনা ভাবে, তাহাই করিয়া বসে। মিথ্যা তাহার সঙ্কল্প—যদি মহেশ্বর মজ্‌দা সংকল্প রক্ষায় বল না দেন। প্রকৃতির শক্তি, প্রবৃত্তির প্রেরণা, মুহূর্তে তাহার সকল সংকল্প চূর্ণ করিয়া দেয়। তাহার শিক্ষাদীক্ষা, তাহার পূর্বকর্মরাশি যে পথে তাহাকে চালিত করিতে চায়, তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া বড়ই কঠিন।

(১০) তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ

মানুষ সংস্কারের দাস। যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা সে পায়, যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে সে বর্ধিত হয়, তাহার রুচিও সেই ভাবে গঠিত হয়। গোহত্যা দেখিলে ব্রাহ্মণ মর্মান্তিক যাতনা পায়, শূকর হত্যা দেখিলে একজন মুসলমান ক্রুদ্ধ হয়। যদি যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান পরিবেশের মধ্যে ইহারা বর্ধিত না হইত, তবে উভয় কার্য্যই হয়ত উদাসীনের মত দেখিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবমন্দির দেখিলে একজন ভক্তসাধক আনন্দপ্লুত হয়, একজন সমাজতন্ত্রী দৌর্ব্বল্যের দুর্গ মনে করিয়া তাহা ভাঙ্গিতে চায়। মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি কত কম, সংস্কার দ্বারা সে কত বেশী প্রভাবিত, একথা যিনি বুঝিয়া দেখেন, তিনি কোনও ব্যাপারেই অতিশয় বিরক্ত বা অতিশয় উল্লসিত হন না। যাহার প্রকৃতি সাত্ত্বিক সে সাত্ত্বিক কাজ করিবে, যাহার প্রকৃতি তামসিক সে তামসিক কাজ করিবে, ইহাতে কর্তার উপর ক্রুদ্ধ হইবার কিছুই নাই। "সকলেরই সাত্ত্বিকতা লাভের চেষ্টা করা উচিত, সাত্ত্বিকতা দ্বারাই মুক্তি অথবা নিরপেক্ষা লাভ করা যায়," কেবল এই কথা বলা যাইতে পারে।

(১১) নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং

যাহার প্রকৃতি সাত্ত্বিক তিনি সাত্ত্বিক কাজ করেন, যাহার প্রকৃতি তামসিক তিনি তামসিক কাজ করেন। সকলেই প্রকৃতির বশে চালিত হয়, একথা বুঝিলে অনেক অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই যদি শেষ কথা হইত তবে ইহার চেয়ে নৈরাশ্যের বাণী আর কী থাকিত? প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের কী সম্ভাবনা থাকিত? মানুষ প্রকৃতির দাস, গুণের প্রভাবের ফলে কাজ করে একথাও যেমন সত্য, গুণগুলিও স্বাধীন নহে একথাও তেমনি সত্য। গুণগুলিকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে গুণের প্রভাব স্বতঃ লুপ্ত হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণগুলি কত শক্তিশালী—মানুষকে তাহা কত প্রভাবিত করে। গুণগুলিকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন [গুণগুলিকে শক্তি যিনি দিয়াছেন] তিনি আরও কত অধিক শক্তিশালী। তাহার অনুগ্রহ লাভ করিলে, সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া মানুষ নিত্য সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ করিতে পারে।

(১২) ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্ :—

মানুষ যে যজ্ঞ (কর্তব্য) করে, ইহা রুদ্রের ইচ্ছায়। মানুষকে যজ্ঞপরায়ণ (কর্তব্য পরায়ণ) দেখিলে তিনি খুসি হন—যজ্ঞকে তিনি ভোগ করেন। সকল বিশ্ব তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার অধিপতি। আবার তিনি সকলেরই সুহৃদ্—কেমনে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা তিনি বলিয়া দেন, আর মায়ার আকর্ষণ (দ্বন্দ্বের প্রভাব) হইতে মুক্ত হইবার শক্তিও তিনিই দেন।

(১৪) চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্ :—

যাহারা ঈশ্বরোপসনায় রত হন, তাহারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একদল সুখের আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরোপাসনা করে—আর একদলে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। ইহাদের প্রত্যেকটী আবার দুইভাগে বিভক্ত। যাহারা সুখের প্রার্থী, তাহাদের একভাগ বর্তমান দুঃখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিকার চায়। ইহারা আর্ত। অপর ভাগ ভবিষ্যত্ সুখের কামনা করে, ইহারা অর্থার্থী। যাহারা ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে চায়, তাহারা দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগের জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে—তাহারা জিজ্ঞাসু। অপর ভাগ তাঁহাকে কতক জানিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানিভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(১৭) বহূনাং জন্মনাং অন্তে :—

জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে মানুষ মহেশ্বর মর্য্যাদাকে জানিতে পারে। বিশ্বের সর্বত্রই তিনি আছেন—তাহারা তাঁহাকে সর্বত্রই দেখিতে পায়।

(১৯) যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ

যাহারা বলেন সাকারোপসনা নিম্ন অধিকারীর উপযোগী, তাহারা অল্পদর্শী। নিরাকার ঈশ্বর—একটী তত্ব (principle) তুল্য। তাহাকে পুরুষ (ব্যক্তি=person) বলিয়া মনে করিলে, ভাবের আদান-প্রদান করিতে হইলে, সাকাররূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে। প্রেমের আদান-প্রদান না হইলে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়না—তিনি হৃদয় জুড়িয়া থাকেননা। দিব্যোন্মাদ হইতে পারেনা। দিব্যোন্মত্তের প্রেমই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। নিরাকারোপাসনা নিম্ন অধিকারীর যোগ্য। যাহার প্রেমে তিনি আকৃষ্ট হন রুদ্র তাহাকে সেই রূপেই দেখা দিয়া থাকেন।

(২৭) যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল ও মন্দ, সত্ব ও তম, সর্বত্রই রুদ্র অবস্থিত। অতএব যাহারই উপাসনা করা হউক না কেন—তাঁহারই উপাসনা করা হয়। সত্বগুণাশ্রিত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিলে সত্বর মুক্তিলাভ করে। তমোগুণাশ্রিত হইয়া উপাসনা করিলে তাহার ফল বিলম্বিত।

(২৯) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং

পত্র, পুষ্প, ধূপ, দীপ লইয়া পূজা করিতে বসিলে তন্ময়তার আবহাওয়া সৃষ্ট হয়। নতুবা পূজাটী সভায় ব্যাখ্যান দেওয়ার মতো একটা বাক্যস্রোতে মাত্র পর্য্যবসিত হয়। পত্র পুষ্প ফল তোয়—সহজ লভ্য বস্তু সমন্বিত উপাসকের কেমন একটী সুন্দর আলেখ্য। কিন্তু বিল্ব পত্র দিব কি তুলসী পত্র দিব, গন্ধরাজ দিব কি গোলাপফুল দিব, পদ্মফুলগুলি শূদ্রে তুলিয়া আনিয়াছে নাকি, এই চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত রাখিলে মহেশ্বর রুদ্র মন হইতে পলাইয়া যান।

(৩০) যত্ করোষি যদ্ অশ্নাসি

তিনি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। তাহাকে স্মরণ করিয়া কাজ করিলে যাহা কিছু করা হয়, তাহা দ্বারাই তাঁহার পূজা নিষ্পন্ন হয়। এরূপ ভক্তের পৃথক্ পূজা অর্চার কোনই প্রয়োজন নাই।

(৩২) সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু

ঈশ্বর যে ভক্তকে অনুগ্রহ করেন, তাহাতে তাহার পক্ষপাতিত্ব হয়না, তাহাকে তোষামোদ প্রিয় বলা চলেনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যেমন কর্ম করিবে, সে তেমন ফল পাইবে। যে ব্যক্তি সর্বদা সেই কল্যাণময়ের ধ্যান করে, তাহার চিত্তও কল্যাণ প্রবণ হইবেই। সচ্চিদানন্দ যাহার হৃদয় জুড়িয়া আছে—সে সদানন্দ হইবেই।

(৫৫) মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য

অনেকে প্রশ্ন করেন গীতার সময় জাতিভেদ প্রথা বর্তমান ছিল কিনা। তাহারা লক্ষ্য করিবেন শূদ্রতো দূরের কথা, দ্বিজ বলিয়া গণ্য বৈশ্যগণও তখন হীন জাতি বলিয়া বিবেচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল।

প্রেমময় গোবিন্দ কিন্তু আশারবাণী শুনাইয়াছেন—বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাই। বিষ্ণু ভক্ত স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র হইলেও মুক্তির অধিকারী বটে।

(৪১) জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে

ব্রহ্ম আছেন এইজন্য তিনি সত্। কিন্তু বস্তু থাকিয়াও যদি কাহারও জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয়, তবে তাহা থাকা না থাকা সমান কথা। অতএব কেবল অস্তিত্ব থাকিলেই চলেনা। যে নিজকে "আছি" বলিয়া জানে, সেই প্রকৃত আছে। অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য চিতের প্রয়োজন। আবার যাহার কামনা আছে, তিনি পূর্ণভাবে বর্তমান নন্। কামনা লব্ধ হইলে যেরূপ হইবে, তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ। যিনি পরিপূর্ণ তাহার কোনও কামনা নাই; কামনা অপূর্ণতার পরিচায়ক। যাহার কামনা নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সদানন্দ। ব্রহ্ম পরিপূর্ণ, অতএব সদানন্দ। পরিপূর্ণ অস্তিত্বের জন্যই চেতনা ও আনন্দের আবশ্যক। ব্রহ্ম "সচ্চিদানন্দ" বলিতে, "ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ভাবে বর্তমান" কেবল ইহাই বলা হয়। ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই অতএব জীবও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ, এই ধারণার নাম জ্ঞানযোগ।

(৪২) ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্ম হবির্

জ্ঞানযোগের পথ সংপূর্ণ পৃথক্। তাহাতে উপাসনার কোনও অবকাশ নাই। তথায় ব্রহ্মের সহিত অভেদ ধারণাই একমাত্র সাধনা। ব্রহ্মই তথায় উপাস্য, ব্রহ্মই উপাসক, ব্রহ্মই উপাসনার উপকরণ। কে কাহার উপাসনা করিবে?

(৪৩) অনন্য চেতাঃ সততং

রুদ্রের সান্নিধ্যে অবস্থানই ভক্তের কাম্য। তিনি আসিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হইলে, কিম্বা সাধক তাহার নিকট যাইতে পারিলে, তাদৃশ সান্নিধ্য লাভ হয়। তাঁহাকে স্মরণ করার অর্থই তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া। যে সাধক নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, সে নিরন্তর রুদ্রের সান্নিধ্যেই আছে। রুদ্র তাহার সুলভ।

(৪৯) ক্লেশোঽধিকতরস্ তেষাম্

একটী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধ্যান করাই অপেক্ষাকৃত সহজ। নিরাকার বলিতে ইহাই বুঝা ভাল, যে রুদ্র কোনও নির্দ্দিষ্ট আকারে সীমাবদ্ধ নহেন। জাতি সংগঠনের দিক দিয়া নিরাকারোপসনা ভাল, কারণ তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিমার উপাসনা দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়সমূহ গঠিত হইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রার্থনার পক্ষে সাকারোপাসনাই সহজ পথ। যে দেবতা যাহার প্রিয় (ইষ্ট) তাহাতেই মন সহজ সংবদ্ধ হয়।

(৫৭) অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ

রুদ্রের কোনও রূপ নাই। যিনি অক্ষর, তাহার কোনও সীমা নাই। কাজেই তিনি নিরাকার অথবা অব্যক্ত।

(৬৪) যো মাং পশ্যতি সর্বত্র

যিনি সর্বত্রই বিষ্ণুকে দেখিতে পান—বিষ্ণুতো সর্বদাই তাহার সমক্ষে বর্তমান। তিনি সর্বদাই বিষ্ণুর সঙ্গসুখ ভোগ করিতেছেন।

(৭০) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো

এটী অতি আশ্বাসের বাণী—মানুষ বিষ্ণুর প্রিয়। তিনিই তাঁহাকে টানিয়া কাছে নিবেন—আর ভয়ের কী কারণ আছে?

মানুষ যদি বিষ্ণুর প্রিয় নাই হইবে; তবে কেন তিনি অধিআত্মা রূপে জনে জনের অন্তরে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত সত্‌পথে চালিত করিতেছেন।

সাধু মহাত্মগণ চর্মচক্ষে তাহার দর্শন পান, ইহা অবিশ্বাস করিবার কী কারণ আছে? মানুষের প্রতি যদি তাহার প্রেমই না থাকিবে, তবে কেন নিজে আসিয়া দেখা দিবেন? "যখন মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি পাইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আমার দর্শন পাইবে” এই বলিয়া কেন বসিয়া থাকেন না? মানুষে যে পরার্থপরতা আছে, পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে কি তাদৃশ প্রেম নাই?

(৬৫) পুরুষঃ স পরঃ পার্থঃ—

প্রেমই মানুষকে আমূল পরিবর্ত্তিত করে। মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্যই সব কাজ করে। প্রেম কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রবণতা একেবারে উলটাইয়া দেয়—যাহাকে মানুষ প্রকৃতই ভালবাসে তাহার জন্য সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। দয়িতের সুখই তখন তাহার লক্ষ্য হয়—নিজের সুখ আর সে তখন চাহেনা। বস্তুগত্যা কে কাহার জন্য কতখানি আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহাই প্রেমের পরিমাপক। যে দয়িতের সুখের জন্য কিছুই বিসর্জন করিতে চায়না, তথায় প্রেম নাই, শুধুই ভোগেচ্ছা, শুধুই কামকার। মাতা পুত্রের জন্য, সাধ্বীপত্নী পতির জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয়না। ইহাই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ। প্রেম দুইয়ের স্বার্থকে এক করে—দুই ব্যক্তিকে এক করে।

যিনি বিষ্ণুকে ভাল বাসেন, তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রীত্যর্থে সকল কাজ করেন, বিষ্ণুকে পাইতে তাহার আর বেশী বাকী নাই।

(৭১) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য

কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্ত্তব্য, যুদ্ধটা কর্তব্য কিনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা তুচ্ছ কথা। যিনি বিশ্বের একমাত্র অধিপতি, যদি তাঁহার দর্শন পাওয়া সম্ভবপর হয়, তবে তাহা অপেক্ষা বড় কর্তব্য আর কিছুই নাই। যিনি এই কর্তব্য ব্রতী হইয়াছেন, তাহার ক্ষুদ্র কর্তব্যাকর্তব্য বিচারের কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার পা বেতালে পড়িবেনা—বিনা বিচারেও তাহার কর্তব্য করা হইয়াই যাইবে। কারণ যিনি কর্তব্যের নিয়ামক—যজ্ঞেশ্বর—তিনিই তখন তাহার রক্ষা কর্তা।

(৭২) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। তাহার সম্বন্ধে "আছেন" কিম্বা "নাই" একথাও বলা কঠিন। তিনিই যখন মায়োপহত হন, অর্থাত্ ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তি গ্রহণ করিয়া বিশ্ব রচনা করেন, তখন সর্বগুণাকর পরমেশ্বর রুদ্ররূপে তাহাকে প্রকটিত দেখিতে পাই। সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা পরমেশ্বর রুদ্র আছেন বলিয়াই বিশ্ব আছে, আর বিশ্বের সঙ্গে আমিও আছি। ভক্তিযোগী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, ব্রহ্মতত্ত্বই চূড়ান্ত তত্ত্ব নহে, বিষ্ণু তত্ত্বই চূড়ান্ত তত্ত্ব। যাহা হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা একটী সুপ্ত-চৈতন্য সত্তা মাত্র হইতে পারেনা, তাহা স্ফুট-চৈতন্য ব্যক্তি বা পুরুষ—তাহা principle নহে, person, নতুবা স্ফুট-চৈতন্য জীবই সুপ্ত-চৈতন্য বিশ্বস্রষ্টা হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত। অতএব বিশ্বস্রষ্টা একজন পুরুষ,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, পুরুষোত্তম। তিনিই ব্রহ্ম জ্যোতি—ব্রহ্মতত্ত্ব ধূমরাশির মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। অগ্নি না থাকিলে ধূম থাকেনা—পুরুষোত্তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না থাকিলে ব্রহ্ম থাকিতনা। অগ্নিই ধূমের প্রাণ—পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। যাহার সহিত ভাবের আদান প্রদান চলে, তিনিই পুরুষ কিম্বা ব্যক্তি (person)।

হেগলের দর্শন অনুসরণ করিলে আমরা সুপ্ত-চৈতন্য ব্রহ্মতত্ত্বে উপস্থিত হই। শঙ্করের দর্শন আলোচনা করিলে আমরা স্ফুট-চৈতন্য ব্রহ্মতত্ত্বে উপস্থিত হই। হেগেলের ব্রহ্ম (Absolute) চৈতন্য বিষয়ে মানুষ হইতে নিম্নস্তরের, শঙ্করের ব্রহ্ম মানুষ হইতে উচ্চস্তরের। যাহারা বলেন শঙ্করের ব্রহ্মবাদ দ্বারা ভক্তিযোগ প্রতিহত হইয়াছে, হেগল ও শঙ্করের ব্রহ্মবাদের পার্থক্য তাহারা বুঝেন নাই। উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ণ চৈতন্য ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শঙ্কর, ভক্তিযোগের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। ভক্তি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ তাই শঙ্কর দর্শনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম অনন্ত (infinite) বটেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ (perfect) কোনও অভাব পরিপূরণের জন্য তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অতএব "Absolute realising itself" অপূর্ণের পূর্ণতর হইবার চেষ্টাই জগত্সৃষ্টি, হেগেলের এই উক্তি সমীচীন নহে। ব্রহ্ম স্বয়ং-পূর্ণ, স্বতঃ-পূর্ণ; পূর্ণ পুরুষ। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কথিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুই চূড়ান্ত তত্ত্ব। শাক্তগণ ব্রহ্মজ্যোতি পুরুষোত্তমকে মহাকালীরূপে উপাসনা করেন। তাই তাহারা বলেন "তারা ব্রহ্মময়ী" অর্থাত্ তারা ব্রহ্মের অতিশায়ী সত্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত ব্রহ্মের অতিশায়ী যে সত্তা, তাহার অনুগ্রহে কী না সম্ভবপর? তিনিই রুদ্র—সাকার বিষ্ণু ও নিরাকার মজ্‌দারূপে তাহারই উপাসনা করিয়া ভক্তগণ বিমল আনন্দ উপভোগ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়।

সাধন পাদ।

আধ্যাত্মিক জীবনের তিনটী সোপান—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। কর্মযোগ আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ, জ্ঞানযোগ তাহার পরিপুষ্টি ও ভক্তিযোগে তাহার পরিণতি। জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মানুষের সকল কামনার অবসান হয়, সে সিদ্ধিলাভ করে। ইহাই মুক্তি। তখন পুরুষোত্তমে স্বতঃ আত্মসমর্পণের ইচ্ছা হয়। গীতা আমাদিগকে এই উপদেশই দিয়াছেন। মুক্তি-লাভের ও বিষ্ণুপ্রেমের উত্তম পন্থা গীতাই শিক্ষা দেয়। ইহা গীতার শ্রেষ্ঠতা।

আধ্যাত্মিকতা লাভ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার আধ্যাত্মিকতা লাভে আগ্রহ নাই, তাহার আধ্যাত্মি-কতা লাভ হয় না। আধ্যাত্মিকতা লাভে ইচ্ছা আছে অথচ চেষ্টা নাই, এরূপ ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সিদ্ধিলাভের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হয়, স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কেহ গন্তব্যে পৌছিতে পারে না, গন্তব্যে পৌছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইহারই নাম সাধনা।

আহার, বিহার, অশন, ভূষণ, শ্রম, ব্যায়াম, অধ্যয়ন সকল বিষয়েই একটা নির্দিষ্ট বিধান অবলম্বন করিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধিলাভের সহায়তা হয়। সোজা কথায় বলিতে গেলে যাহাদ্বারা শারীরিক ও মানসিক ও নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহারই নাম সাধনা। কারণ তাহাদ্বারাই সিদ্ধিলাভ সহজ হয়—সে সাধক কর্মযোগ ভক্তিযোগ অথবা জ্ঞানযোগ যে পথের পথিকই হউন না কেন। এই জন্য অষ্টাঙ্গ সাধনা, কর্মযোগী বৌদ্ধ, জ্ঞানযোগী জৈন, ও ভক্তিযোগী হিন্দু, সমান ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্যান্য বিষয়ে নিয়মের ভার মনুসংহিতা প্রভৃতি আচার প্রধান শাস্ত্রের উপর স্থাপন করিয়া, যে প্রধান আটটী প্রক্রিয়াকে দার্শনিকগণ সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই অষ্টাঙ্গ সাধন। কোনও কোনও গ্রন্থে ইহাই ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। ক্রিয়াযোগ বলিতে বুঝা যায় সেই সব প্রক্রিয়া—যাহাদ্বারা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী যোগ লাভের সহায়তা হয়। ক্রিয়াযোগ একটী প্রধান স্বতন্ত্র যোগ নহে। যোগ লাভের সহায়ক বলিয়াই ইহা যোগ নামে উক্ত হইয়াছে। ইহা মুখ্য যোগ নহে—গৌণ যোগ। যোগ বলিতে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া অন্য কোনও মুখ্য যোগ হইতে পারে না; কারণ বাসনা (will), চেতনা (knowing) ও বেদনা (feeling) ব্যতীত চিত্তের চতুর্থ আর একটী বৃত্তি নাই।

ক্রিয়াযোগ দুইভাগে বিভক্ত। যে সমস্ত ব্যবস্থা শরীরকে বশে আনিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠযোগ। আর যাহা মনকে বশে আনিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম রাজযোগ।

আসন ও প্রাণায়াম হঠযোগের অনুষ্ঠান। প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ইহারা রাজযোগের অনুষ্ঠান। এই ছয়টী আচারই ক্রিয়াযোগের প্রধান অঙ্গ। গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথ সম্প্রদায়ে ষড়ঙ্গাত্মক এই ক্রিয়াযোগের উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনেই অবশ্য ক্রিয়াযোগের বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। তথায় যম ও নিয়ম এই দুইটী অতিরিক্ত বিধান সংযোগ করিয়া ক্রিয়াযোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যম বলিতে নিষেধাত্মক বিধান—যাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; যেমন হিংসা, চুরি, মিথ্যাকথা প্রভৃতি। নিয়ম বলিতে বিধিমূলক বিধান (যাহা গ্রহণ করিতে হইবে) যেমন শৌচ, সন্তোষ, দয়া প্রভৃতি। যম ও নিয়ম মুখ্যযোগ, কর্মযোগের অঙ্গ, তাহাদিগকে গৌণযোগ ক্রিয়াযোগের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ছয়টী প্রক্রিয়াই ক্রিয়াযোগের অঙ্গ। দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের অভ্যাসদ্বারা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ যোগেই দৃঢ়তা লাভ হয়। আহার বিহার সম্বন্ধে গীতা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—“যত পারি উপবাস করিব” তাহাও নয়, “যত পারি আহার করিব” তাহাও নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে সমতা রক্ষা হয়, স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাই আহারের উদ্দেশ্য। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য বৃদ্ধি পাইলেই কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগে সমারূঢ় হইতে পারা যায়।

বিশিষ্ট শ্লোক

২। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য

শুচি স্থানে আসন স্থাপন করিবে। তাহা যেন অতি উচ্চও না হয়, অতি নীচও না হয়। কুশ অজিন ও বস্ত্র উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া আসন রচনা করিবে।

ইহা আসনের সূচনা মাত্র। পদ্মাসন, বীরাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি তাহার প্রকার ভেদ।

৩। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা

মনকে একাগ্র করিবে। চিত্তচাঞ্চল্য (বাসনা) দমন করিবে, ও ইন্দ্রিয়ের আহ্বান উপেক্ষা করিবে। এক আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, আত্মশক্তি লাভের জন্য যোগের অনুষ্ঠান (ইষ্টের সহিত যোগ—অভীষ্ট বিষয়ের চিন্তা) করিবে। ইহার নাম ধ্যান।

৬। যুঞ্জন্ এবং সদাত্মানং

এইরূপে আত্মাকে যোগ পরায়ণ করিতে করিতে সাধক নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করে। ইহার নাম সমাধি। তখন ধ্যাতা ধ্যেয় ও ধ্যান এক হইয়া যায়। চিন্তার বিষয় বস্তু কিছু থাকে না—নির্বিষয় চৈতন্য নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান হইতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। যদা বিনিয়তং চিত্তম্

অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অন্য কামনা হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া, আত্মচিন্তা (ইষ্ট চিন্তা) করিতে পারিলে রাজযোগে সিদ্ধিলাভ হয়। ইহার নাম ধ্যান।

১৩। যতো যতো নিশ্চলতি

বিক্ষিপ্ত মন নানাবিষয়ে ছুটিতে চায়। সেই সব বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার।

১৬। স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ বাহ্যান্

বাহ্য বিষয়ে মনোযোগ দিবে না। চক্ষুর দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করিবে। প্রাণ ও অপান (নিশ্বাস ও প্রশ্বাস) সমান ভারে ধারণ করিবে।

ইহাই পূরক, কুম্ভক রেচকরূপ প্রাণায়াম। আসনের সহিত একযোগে অনুষ্ঠিত প্রাণায়ামকেই মুদ্রা বলে।

শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইলে চিত্তচাঞ্চল্য নিবারিত হয়। চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে শ্বাস প্রশ্বাস চঞ্চল হইয়া উঠে। শ্বাস প্রশ্বাস ও চিত্তস্থৈর্য্যের সহিত সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। "চলেবাতে চলচ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলো ভবেত্।" যিনি নিজে প্রাণায়াম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাহার উপদেশ ছাড়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে গেলে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্থিতপ্রজ্ঞঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধনার কথা বলা হইয়াছে। অর্থাত্ত শারিরীক ও মানসিক কতকগুলি প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, যাহা অবলম্বন করিলে, (শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া) কর্ম জ্ঞান-ভক্তিরূপ আধ্যাত্মিক যোগত্রয়ে নিষ্ঠা বর্ধিত হয়—সাধক সিদ্ধি লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষের লক্ষণগুলি বর্ণিত হইয়াছে। এই সব লক্ষণদ্বারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে চিনা যায়। অপরপক্ষে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে কতটা অগ্রসর হওয়া যাইতেছে, এই সব লক্ষণ দ্বারা তাহা যাচাই করিয়া লওয়া যায়। এই সব লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে থাকিলে বুঝা যাইবে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে। নতুবা শাস্ত্রালোচনা নিস্ফল—টিয়া পাখীর রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণের মত বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র।

অধিকন্তু এই লক্ষণগুলি একদিকে যেমন মহাপুরুষের মানসিক অবস্থার নির্দেশক, অপর দিকে ইহারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভের কৌশলও বটে। যেমন বলা হইয়াছে "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ, লোকান্ নোদ্বিজতে চ যঃ"—যিনি কাহাকেও উত্ত্যক্ত করেন না, এবং যাহাকে কেহ উত্ত্যক্ত করিতে পারেনা, তিনিই মহাজন। মহাজনের পক্ষে মানসিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি বশতঃ এ অবস্থা স্বাভাবিক। তিনি ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছেন। ইতর লোকের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক নহে, মন তজ্জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই, কিন্তু বাহ্য আচরণে যদি তিনি ইহার অনুকরণ করিতে থাকেন, "কাহারও ব্যবহারে বিরক্ত না হইতে, ও নিজের ব্যবহার দ্বারা কাহাকেও বিরক্ত না করিতে" চেষ্টা করেন, তবে তিনি এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন। অর্থাত্ তাহার মানসিক সংস্থাও এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, যে তিনি এমন ব্যবহারই করিবেন না যাহাতে অন্যের প্রাণে আঘাত লাগে, কিম্বা এমন ধৈর্য্যশীল হইয়া উঠিবেন যে কোনও গুরুতর আঘাতেই তাহাকে ব্যাকুল করিবে না। এই জন্যই মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন, "তেরা বনত বনত বনি যাই"। প্রেমিকের অনুকরণ করিতে করিতে তুমিও প্রেমিক বনিয়া (হইয়া) যাইবে।

এই দৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে মহাপুরুষের লক্ষণগুলির মূল্য খুব বেশী। এমন কি একথাও বলা চলে, যে জীবন্মুক্তের লক্ষণদ্বারা গীতায় যে আদর্শের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সকল ধর্মতন্ত্রের সার সংগ্রহ তথায় আছে। বুদ্ধ ও জিন, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ, কনফুসিয়াস ও লাওত্সে, কেহই ইহার অতিরিক্ত কোনও কথা বলেন নাই। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টির সম্মুখে সংস্থাপিত রাখিলে মানুষ কখনও দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে পারেনা। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, একজনের যুক্তি অপরে খণ্ডিত করে। যে যুক্তি এক সময় সত্য বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয়, অন্য সময়ে তাহাতে নিজেরই সংশয় হয়। যুক্তি দ্বারা চলিতে গিয়া মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়—কিন্তু মহাপুরুষের আদর্শকে সন্মুখে রাখিয়া চলিতে গেলে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মহাপুরুষের পূর্ণ চিত্র—ইহাই পঞ্চদশীকারের উল্লিখিত চিত্রদীপ।

বিশিষ্ট শ্লোক

(১) দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা

যিনি সুখে দুঃখে অবিচলিত—দুঃখের আশঙ্কায় কাতর নহেন, সুখের আশায় উল্লসিত হননা, যাহার কোনও কামনা নাই, অতএব বাসনা ব্যর্থ হইবার ভয়, কিম্বা ইচ্ছায় বাধা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, নাই তিনিই মুনি।

(২) অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ

যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না, সকলকে নিজতুল্য দেখেন, সকলের সহিত অনুকম্পা করেন, যিমি আপনার জন বলিয়া কাহারও উপর অতিরিক্ত আসক্ত হননা, আত্মসুখের জন্য ব্যাকুল হননা, সুখ দুঃখে সমান, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীল তিনি মুনি।

অদ্বেষ্টা—মৈত্রঃ—করুণঃ—ইহারা ক্রমশ উচ্চতর সোপান। কাহারওই অনিষ্ঠ করিবেনা—ইহা ন্যূনতম আরম্ভ। তারপর মৈত্র, যে যেমন ব্যবহার করে, তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিবে, ইহা আর একটু অগ্রসর অবস্থা। তারপর করুণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরে যেমন ব্যবহারই করুকনা কেন, হিতৈষির ন্যায় তাহার যাহাতে হিত হয় তেমন ব্যবহার করিবে।

(৩) যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ

এই পংক্তিটী ছোট, কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখিবার যোগ্য এই বিধি। নিজের মনকে এমন কোমল করিবে, যে অপরকে কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি না হয়, অপরপক্ষে উহাকে এমন দৃঢ় করিবে যে অপরে যেমন ব্যবহারই করুকনা কেন তাহাতে কষ্ট বোধ না হয়। এরূপ হইতে হইলে সুখের আশা, অসহিষ্ণুতা ভয় কিম্বা উদ্বেগ বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

(২৫) মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ

অনেক লোক এক সঙ্গে মিলিয়া উপাসনা করিলে সে উপাসনার ফল বেশী হয়। অপরের শ্রদ্ধা দেখিয়া নিজের শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। উপাসনার শ্রদ্ধা তো বাড়েই তাহা ছাড়া উপাসকদের মধ্যে পরস্পর সৌহৃদ্য বর্ধিত হওয়াতে জাতীয় শক্তি অনেক বাড়ে। যৌথ-উপাসনা জাতি সংগঠনের এক প্রধান উপায়। বৈদিক যুগে সত্রোপাসনা দ্বারা জাতীয় শক্তি বর্ধিত করা হইত। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ে উপাসনার তেমন অবকাশ না থাকিলেও জাতীয় সংহতি বজায় রাখিবার জন্য তাহারা উপবসথ প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলিতেন 'উপোষথ,' জৈনেরা বলিতেন 'পোষহ'। উপবসথকে আমরা যৌথ উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে পারি। গুরুগোবিন্দ সিংহ দীবান উপাসনা নাম দিয়া ইহার পুনঃ প্রচলন করিয়া জাতিকে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। গীতার এই শ্লোক উপবসথের বীজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাস-বিলাস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মহাপুরুষের লক্ষণগুলি কী, কী কী লক্ষণ দেখিয়া মহাপুরুষকে চিনিতে পারা যায় তাহা বর্ণিত আছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মহাপুরুষের অন্তর্জীবনের নিগূঢ় পরিচয় আছে। যিনি জীবন্মুক্ত, যাহার কোনও বাসনাই নাই, তাহার জীবনের অবলম্বন কী, কী জন্য তিনি বাচিয়া আছেন, কী করিয়া তিনি কাল কাটান, এই গভীর রহস্যের আলোচনা চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে।

চতুর্দশ অধ্যায় গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ প্রশ্নের উত্তর। অন্য ধর্মশাস্ত্রে এই প্রশ্ন উত্থাপনই করা হয় নাই—মীমাংসা তো দূরের কথা। ধর্মালোচনা ভারতে উত্তম কোটিতে পৌছিয়াছিল; সর্ব-কামনাহীন (এমন কি মুক্তি কামনাহীন) মুক্ত পুরুষের কল্পনা সে করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন আসে, মুক্তপুরুষের মানসিক অবলম্বন কী?

এই প্রশ্নের উত্তর রাস-বিলাস বা কর্মজ্ঞান ও ভক্তি-যোগের সমাহার। রাস-বিলাসে কর্ম ও ভক্তিযোগের সহিত জ্ঞানযোগের পুণর্মিলন স্থাপিত হইয়াছে। কারণ জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া এক হিসাবে কর্ম ও ভক্তিযোগকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, এরূপ বলা চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানীর কাম্য কিছুই নাই, ইষ্ট ও অনিষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে না। ভাল মন্দ বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে সকল দ্বন্দ্বের অতীত। কর্তব্যের বন্ধনও একটা বন্ধন। জীব ব্রহ্মস্বরূপ। তাহার আবার বাধ্য বাধকতা কী আছে? অতএব জ্ঞানযোগী কর্তব্যের বন্ধন স্বীকার করেন না। কর্মযোগী অকল্যাণ দূর করিয়া কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। জ্ঞানীর পক্ষে কল্যাণ ও অকল্যাণ বলিয়া কিছুই নাই। জীবন মৃত্যু হইতে ভাল মনে করে বলিয়াই কর্মযোগী জীবে দয়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু জীবন যে মৃত্যু হইতে ভাল একথা তাহাকে কে বলিয়া দিল? মৃত্যুকেই সে ভাল মনে করে না কেন? জীবন ও মৃত্যু, দিন ও রাত্রি, এক ব্রহ্মেরই অবদান। জ্ঞানযোগী তাহাকে তুল্যভাবেই গ্রহণ করেন। আত্মারামতা ব্যতীত তাহার অন্য কোনও আদর্শই নাই, অতএব তাহার কোনও কর্তব্যও নাই। এইজন্য জ্ঞানযোগকে অনেক স্থলে নৈষ্কর্ম্যযোগ বলিয়া বলা হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বেদান্তের উৎকৃষ্ট প্রকরণ। তাই এক হিসাবে জ্ঞানযোগ কর্মযোগের প্রত্যাখ্যান।

এইরূপে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের প্রত্যাখ্যানও বটে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জগৎ মিথ্যা (অর্থাৎ নশ্বর) জীব যে ব্রহ্মেরই স্বরূপ এই উপলব্ধি লাভ করাই জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য। এই বিশ্বে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে কাহার পূজা করিবে? জ্ঞানযোগে ঈশ্বরের কোনও অবকাশ নাই। জীব যেমন সাময়িক তত্ত্ব, ঈশ্বরও সেইরূপ সাময়িক তত্ত্ব—আজ আছেন কাল নাই। ব্রহ্মই চূড়ান্ত তত্ত্ব, চিরস্থায়ী, অমৃত। ব্রহ্ম অদ্বৈত, ভেদ বর্জ্জিত। ঈশ্বর বলিতেই ভেদ আসে—ভাল মন্দের ভেদ আসে, শক্তিমত্তা ও শক্তিহীনতার ভেদ আসে। ভেদ ও দ্বন্দ্বই মায়া। অতএব "জীব" ও "ঈশ্বর," মায়ার রাজ্যেই ইহাদের স্থিতি। ব্রাহ্মী স্থিতি নিরঞ্জন, নির্দ্বৈত নির্দ্বন্দ্ব। তথায় জীবও নাই, ঈশ্বরও নাই। (বাহ্য বস্তু না থাকিলেও) স্বপ্নকালে জীব-চৈতন্যে যেরূপ নানা বাহ্য পদার্থের অবভাসন (আবির্ভাব) হয়, সেইরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের কল্পনামাত্র। ব্রহ্মচৈতন্যই একমাত্র সত্য পদার্থ, জীবের বাস্তবিক সত্তা নাই। জীব ও জগত্ থাকিলেই ঈশ্বর থাকিতে পারেন। যথায় জীবও নাই জগত্ও নাই, তথায় তাহার রচয়িতা ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব একমাত্র চূড়ান্ত সত্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তথায় ভক্তির কোনও অবসর নাই। একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই তত্ত্ব সর্বদা স্মরণে জাগরূক রাখাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য।

এই চরম কৈবল্যকে লক্ষ্য করিয়াই পঞ্চদশী বলিয়াছেন—

যথা স্রগাদি নিত্যত্বম্ দুঃসম্পাদ্যম্ তথাত্মনঃ।
অসঙ্গত্বম্ ন সম্ভাব্যম্ জীবতোর্ জগদীশয়োঃ॥

৬-২৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব ও ঈশ্বর জীবিত থাকিতে কৈবল্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থাত্ চরম কৈবল্যে জীব ও ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। তাহা অবিশেষ অদ্বয়তা—একমেবাদ্বিতীয়ম্। নিরবচ্ছিন্ন কৈবল্যে যেমন স্রগাদির সদ্ভাব নাই, অতএব তেমন পৃথগ্ ব্যক্তিরও (আত্মারও) সদ্ভাব নাই।

কিন্তু কৈবল্যলাভ একদিনে হয় না। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনও সত্তা নাই, যুক্তিদ্বারা ইহা বুঝিতে পারিলেও, অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভে সময় লাগে। পৃষ্ঠদেশে কেহ কশাঘাত করিলে, আঘাতের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বেদনার নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা ইহা বুঝিতে পারা মাত্রই দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট হয় না—আত্মপর বিভেদ, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়না, থাকিয়াই যায়। পঞ্চদশী বলিয়াছেন—

অবিদ্যা বৃত্তিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়ৈব বিনশ্যতঃ।
বিক্ষেপস্য স্বরূপস্তু প্রারব্ধক্ষয়ম্ ঈক্ষতে॥

৬-৫৩

আত্মজ্ঞানদ্বারা ভ্রমজ্ঞান নিবারিত হয়। কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের ফল যে চিত্তবিক্ষেপ, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত—যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে।

বিশেষতঃ কৈবল্যজ্ঞানের অর্থ দ্বৈতজ্ঞানের নাশ নহে, "দ্বৈতের সদ্ভাব মিথ্যা" এরূপ ধারণাই কৈবল্য। তাহা যদি না হইত, দ্বৈতের মিথ্যাত্বজ্ঞান কৈবল্য না হইয়া, দ্বৈতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনমুভূতিই যদি কৈবল্য হইত, তবে সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকেও মুক্তি বলা যাইত। কারণ সে অবস্থায় দ্বৈতের উপলব্ধি নাই। অতএব দ্বৈতের অনুপলব্ধিই কৈবল্য নহে, দ্বৈতের মিথ্যাত্বজ্ঞানই কৈবল্য। পঞ্চদশী বলিয়াছেন—

নাপ্রতীতির্ তয়োর্ বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ঃ
নোচেত্ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো নরঃ॥

৬-১৩

জগতের অপ্রতীতিই দ্বৈতজ্ঞানের বিনাশ (মুক্তি) নহে কিন্তু জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞানই মুক্তি। নতুবা সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকেও মুক্তি বলা যাইত।

অতএব জগতের উপলব্ধি থাকিয়াই যাইবে কিন্তু তাহা মিথ্যা (ক্ষণস্থায়ী) বলিয়া প্রতীত হইবে, ইহারই নাম মুক্তি। যেমন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন। অভিনয়ের উপলব্ধি আছেই. কিন্তু তাহা যে মিথ্যা সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আছে। সংসার একটা অভিনয় স্বরূপ, এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে লোকে তাহাতে আসক্ত হয় না—আসক্তির অভাব বশতঃ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হইতেও হইবে না।

কিন্তু সংসারের মিথ্যাত্বজ্ঞানের পরও সংসার ভো থাকিয়াই যায়। জীবও থাকে, জগতও থাকে. জীব ও জগতের স্রষ্টা ঈশ্বরও থাকেন। অতএব জগত ও ঈশ্বরের গোচরে জ্ঞানযোগীর ব্যবহার কীরূপ হইবে?

রঙ্গমঞ্চে দর্শক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া অভিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে জীব দর্শকও বটে, অভিনেতাও বটে। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা তাহার চলে না। সাক্ষিআত্মা দ্বারা সে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় উপভোগ করিবে, আবার অবরাত্মা অর্থাত্ চিত্তদ্বারা সে সংসারমঞ্চে অভিনয় করিতেও থাকিবে, ইহাই জীবের গতি, ইহারই নাম জীবন্মুক্তি।

জ্ঞানযোগীর পক্ষে বলা হইয়াছে যে তাহার ইষ্ট ও অনিষ্ট বলিয়া কিছুই নাই, অতএব তাহার কর্তব্য ও অকর্তব্য বলিয়াও কিছুই নাই। জ্ঞানযোগী কর্তব্য-বন্ধনের অতীত। জীবন্মুক্ত কর্তব্যবন্ধনের অতীত তো বটেই, কর্তব্য বলিয়া তাহার পক্ষে বিধি কিছুই নাই, পরন্তু অকর্তব্য বলিয়া তাহার পক্ষে নিষেধও কিছুই নাই। সকল কর্মই তিনি করিতে পারেন। যাহাতে তাহার আনন্দ হয় তাহাই তিনি করিবেন। যিনি জীবনকে অভিনয় মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে রাজা সাজা বা ভিক্ষুক সাজা উভয়ের মূল্যই তুল্য।

স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাম্ ন বুদ্ধঃস্পৃশ্যতে খলু।

পঞ্চদশী-৬-২১৮

এইজন্য গীতা বলিয়াছেন—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মত্প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

১৮-৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগী সকল কর্মই করিবেন। কর্মযোগের সহিত অসঙ্গতি জীবন্মুক্তির নাই। তিনি সর্বদা কর্মপরায়ণ।

আবার ভক্তিযোগের সহিত কোনও বিরোধও জীবন্মুক্তের নাই। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ঈশ্বরতত্ত্ব চরমতত্ত্ব নহে, ব্রহ্মতত্ত্বই চরমতত্ত্ব—কৈবল্যজ্ঞানে অবস্থানই জীবের চরম লক্ষ্য; কিন্তু কৈবল্যজ্ঞান অর্থ জগতের বিনাশ নহে, জগতকে অভিনয় মাত্র মাত্র মনে করিয়া তাহার অলীকত্ব প্রতীতি। জগত আছে এবং থাকিবেই, জগদীশ্বর আছেন এবং থাকিবেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুরুষোত্তম রুদ্রের লীলাক্ষেত্র। সত্ত্বরজস্তম-রূপ তিনটী শক্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ঘাতপ্রতিঘাতে সৃষ্ট বৈচিত্র্যের আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেছেন। ইহাই তাহার রাসলীলা। এই রাসলীলায় যোগ দিবার জন্য তিনি জীবকে সর্বদাই আহ্বান করিতেছেন। জীব ইচ্ছা করিলেই এই রাসচক্রে যোগ দিয়া ইহার আনন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হইতে পারে। তাহা না করিয়া সে যদি বলে যে এই আনন্দ আমি চাই না, ঈশ্বর চরমতত্ত্ব নহে, অতএব ঈশ্বরের কথা আমি মনে স্থান দিব না, তবে সে নিজকেই নিজে বঞ্চিত করিবে। কারণ ঈশ্বরও যেমন চরমতত্ত্ব নহে, সে নিজেও তেমন চরমতত্ত্ব নহে। যতদিন সে নিজে আছে ততদিন ঈশ্বরও আছেন। ততদিন ঈশ্বরকে বিস্মরণ হইতে চেষ্টা করা সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ঈশ্বরেরই দান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমব্রহ্ম জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েরই অতীত। অতএব ঈশ্বর-তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া পরমব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। তাই গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

১৪—২৭

আমিই ব্রাহ্মর প্রতিষ্ঠা—আমাহইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আমি না থাকিলে জ্ঞান বলিয়া কিছু থাকিতনা—ব্রহ্মজ্ঞান লাভও সম্ভবপর হইত না।

বিশেষতঃ এই জড়ের রাজ্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, মানুষ সর্বদাই ভুলিয়া যায় যে সচ্চিদানন্দতাই তাহার নিত্য স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ তাহাকে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত করে। যে বিষয়ে সে মনোনিবেশ করে, যে বিষয় ধ্যান (চিন্তা) করিতে থাকে, তাহাতেই আসক্তি জন্মিয়া, তাহাই তাহার বন্ধনের কারণ হয়। কেবল মহেশ্বর মজ্‌দার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, তিনি এই দিনরাত্রিময়, পাপপুণ্যময়, সুখদুঃখময় সংসার রচনা করিয়া নির্লিপ্ত থাকিয়া কিরূপে ইহার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাহা মনে করিলেই, মানুষ সচ্চিদানন্দত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

যে বিষয়ে মনোনিবেশ করা যায়, তাহাতে আসক্তি জন্মিয়া, তাহাই বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব একমাত্র পরমপুরুষ মুকুন্দের লীলা কথায় কালক্ষেপ করাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের একমাত্র অবলম্বন। তাহাতে জীবের আত্মপাতের—সচ্চিদানন্দ অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। তাই ভাগবতে বলা হইয়াছে—

তম্ সত্যম্ আনন্দনিধিং ভজেত।
নান্যত্র সজ্জে্ত যতঃ-আত্মপাতঃ॥

ভাগবত—২-১-৩৯

বিশেষতঃ কঠোর মায়াবাদীদের মতেও ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বে বিভেদ করা একটা কাল্পনিক ভেদমাত্র—বুঝিবার সুবিধার জন্য একটা কৌশল মাত্র। জলে রেখা টানার ন্যায় এই বিভেদের প্রকৃত সত্তা নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর, যিনি ঈশ্বর তিনিই ব্রহ্ম। এই দুই তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরে অধ্যস্ত। ব্রহ্ম না থাকিলে ঈশ্বর থাকেনা, কারণ ব্রহ্মই তাহার মূল। ঈশ্বর না থাকিলে ব্রহ্ম থাকেনা, কারণ কে কাহাকে জানিবে, কোন শক্তিবলে জানিবে। ভক্তিযোগী তো জানেন যে পুরুষোত্তম বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব হইলে, সাত্ত্বিকতায় প্রেরণার মূল খুজিয়া পাওয়া যায়না। অতএব মুকুন্দের লীলা কথায় মগ্ন থাকাই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা। ইহাই জীবন্মুক্তি, ইহাই রাসলীলা।

এই তথ্য পরিস্ফুট করিবার জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিযোগকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মতে ভক্তি, মুক্তির সাধন বলিয়া উপজীব্য এমন নহে, ভক্তি স্বয়ংই পুরুষার্থ। ভক্তিই মুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর লীলাকীর্ত্তনে সময় যাপন ছাড়া জীবন্মুক্তের আর কোনও অবলম্বন নাই। তাই গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

১৮-৫৪

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভক্তিকে একটী মুখ্য পুরুষার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মূল এইখানে। এই শ্লোকই শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ।

নিরন্তর অনাবিল আনন্দ যিনি উপভোগ করিতে চান, তিনি আত্মস্থ থাকিয়া, কেবল সাক্ষি চৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়া এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে (সত্ত্বরজ তমোময়ী) মায়া শক্তির অভিনয় দর্শন করিতে থাকুন। যতটা নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন, ততই আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং এই আনন্দই উপভোগ করিতেছেন। জীবের পরম সৌভাগ্য যে সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থান করিবার অধিকার দিয়া, বিশ্বেশ্বর জীবকেও এই আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। এই আনন্দ উপভোগের জন্যই তিনি জীবকে তাহার রাসনৃত্যে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন। ইহা কল্পনা মাত্র নহে, দার্শনিকের বিচারবুদ্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত সত্য, ভক্তপ্রেমিকের সাধনালব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান—জীবের পরম পুরুষার্থ—, জীবনের চরম সার্থকতা। যে নর এই রাসলীলায় যোগ দিতে চায় না, সে অতীব মূঢ়; মূঢ়তা বশতঃই জীবন্মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। এই মুহূর্তকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক কবি হাফেজ বলিয়াছেন—

বুতে চু মাহ জানু জাদ
　　　　ময় চু লাল পেশ আওরদ।
তু গোয়ি তায়েবম্ হাফেজ্
　　　　আজ সাকি সরমদার আখির ॥

ইন্দুনিভাননা সাকী নতজানু হইয়া প্রবালরক্তিম মদ্যপূর্ণপাত্র তোমার অধরে ধরিতেছে, আর হাফেজ তুমি কিনা বোকার মত বলিতেছ "আমি জ্ঞানপন্থী"। সাকীর মুখের দিকে চাহিয়া একথা বলিতে কী তোমার লজ্জা করে না?

এই উচ্ছসিত আনন্দের কথা — বিশ্বেশ্বরের লীলাসাহচর্য্যের আনন্দঘন উল্লাসের কথা স্মরণ করিয়া, বেদ উদাত্তস্বরে সামগান করিয়াছেন—

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
　　　　অগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্।
কিং নূনং অস্মান্ কৃণবদ্ অরাতিঃ
　　　　কিমু ধূর্তিঃ অমৃতে মর্ত্তস্য ॥

ঋগ্বেদ—৮-৪৮-৩

আমি সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি, আলোক পাইয়া মহেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি। এখন কে আমার কী অনিষ্ট করিতে পারে? অমৃতত্ব লাভ করিবার পর মানুষের আর কী ভয় থাকিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বেশ্বরের স্মৃতি যাহাতে সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকে, যাহাতে তাঁহার ধ্যান সহজ সাধ্য হয়, এই অভিপ্রায়ে যথায় যথায় তাঁহার বিশিষ্ট প্রকাশ, গীতা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশিষ্ট শ্লোক

(১) রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্

জীবন্মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ, জীবনের চরম সার্থকতা। এই জন্য "রাজবিদ্যা রাজগুহ্য" বলিয়া ইহাকে অভিহিত করিয়া, ইহার শ্রেষ্ঠতা কীর্তিত হইয়াছে।

(২) কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেত্

কোনও কর্ম করিয়া একটী ফল লাভ করিবার পর তখনই আর একটী ফলের বাসনা মনে উদিত হইয়া আবার মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়। কর্মের অবসান নাই। এই দৃষ্টিতে বলা যায়, কর্মফল পাওয়া যায় না। একটী ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অপর একটী প্রাপ্তব্য ফল তখন আসিয়া দেখা দেয়। কর্ম অনেক করা হয় বটে, কিন্তু প্রাপ্তব্য থাকিয়াই যায়। প্রথমোক্ত কর্মটী না করিলেও পরিণাম ইহাই হইত—প্রাপ্তব্য থাকিয়া যাইত। অতএব প্রথম কর্মটী করিয়া বিশেষ কি লাভ লইল। তাহা না করার মতই হইল। কাজেই প্রাপ্তব্যতা দিয়া বিচার করিলে কর্ম ও অকর্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

আবার কর্ম করিলে যেমন একরূপ ফল পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, কর্ম না করিলেও কর্ম না করার ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব অকর্মও একরূপ কর্মই—না-করা-রূপ কর্ম। গমন করিলে তাহা গমনরূপ কর্ম্ম, গমন না করিলে, তাহা নিশ্চেষ্টথাকারূপ কর্ম। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অকর্ম, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাও একরূপ কর্ম। অতএব অকর্ম ও কর্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

যাহারা কর্ম করিবনা বলিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা ভ্রান্ত জ্ঞানযোগী। অকর্মও যে কর্ম্ম, ইহারা তাহা বোঝেন না।

আবার যাহারা কোনও বিশিষ্ট ফল লাভের বাসনায় কর্ম করেন তাহারাও ভ্রান্ত। সে ফল লাভের পরও প্রাপ্তব্য যে থাকিয়াই যায়, কর্মের পরিসমাপ্তি হয় না—কর্মও যে একপ্রকার অকর্ম, এ কথা তাহারা বোঝেন না।

যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি কর্ম ত্যাগ করেন না। সকল কর্মই করেন। আবার বিশিষ্ট ফলের জন্য কোনও কর্ম করেন না। কোনও বিশিষ্ট কাম্যই তাহার লক্ষ্য নহে—কর্ম হইতে কর্মান্তর ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন কর্তনই তাহার লক্ষ্য। কর্মই তাহার লক্ষ্য, কর্মফল নহে। কর্ম ও অকর্ম তাহার পক্ষে সমান।

(ঙ) অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র

যেমন অদ্বৈত সিদ্ধি অর্থ জগতের নাশ নহে, সেইরূপ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থ সকল কর্ম পরিত্যাগ নহে, পরন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়ের বশ না হইয়া, কর্মফলে স্পৃহা না রাখিয়া, কর্ম করিয়া যাওয়া।

(৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা—

ব্রহ্মতত্ত্বই চূড়ান্ত সত্য নহে, পুরুষোত্তমই চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা। জগতের স্রষ্টা একটা অন্ধশক্তি নহে, তিনি চক্ষুষ্মান্ পুরুষ—পুরুষোত্তম। অন্ধশক্তিকে মানুষ নিজ হইতে বড় মনে করিতে পারেনা। নির্গুণ ব্রহ্ম সাত্ত্বিক মানুষ নিজ হইতে নিম্নস্থ হন। শুদ্ধ-সত্ত্বময় পুরুষোত্তমই চূড়ান্ত তত্ত্ব। অতএব যিনি ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন তিনি সর্বদা ঈশ্বরের লীলারসেই জীবন যাপন করেন।

(৫) সর্বকর্মাণ্যপি সদা

যিনি জীবন্মুক্ত, কর্মের সহিত তাহার কোনও বিরোধ নাই। তিনি সকল কর্মই করেন। অবশ্য যাহাতে আত্ম-পাত হয়, জীবন্মুক্তি অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, সে কাজে তাহার প্রবৃত্তিই হয় না। তাই মহাভারত বলিয়াছেন—"ত্যজ ধর্মংঅসংকল্পাদ্ অধর্মং চাপ্য লিপ্সয়া" ধর্মে আবশ্যকতা-জ্ঞান নাই,—অধর্মে লিপ্সা নাই, ইহাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

(৬) শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে

ভক্তিযোগের দুইটী অবস্থা—একটীতে ভক্তি গৌণ পুরুষার্থ, মুক্তির সাধক বলিয়া অবলম্বনীয়। আর একটীতে ভক্তি মুখ্য-পুরুষার্থ, জীবন্মুক্তের একমাত্র অবলম্বন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিলাভের জন্য যে পরমেশ্বরের আরাধনা তাহা গৌণ ভক্তি। কিন্তু অন্য যে কোনও বিষয়েই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিবে, তাহাই আসক্তি জন্মাইয়া আত্ম-পাতের কারণ হয়, সাক্ষিচৈতন্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া তাহাকে মন ও বুদ্ধির রাজ্যে লইয়া আসে, এই জন্য সিদ্ধ পুরুষ ঈশ্বরের লীলা শ্রবণে জীবন যাপন করেন। তাহাই মুখ্যা ভক্তি।

ভক্তি তখন আর মুক্তির সাধন নয়, ভক্তিই মুক্তি। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। গীতার এই শ্লোকই তাহার মূল। ভক্তিকে যদি মুক্তির সাধক বলিয়া গৌণ পুরুষার্থ বিবেচনা করা হয়, তাহা কৃষ্ণ গতি,—কারণ রাসলীলার পূর্ণ আনন্দ তাহাতে উপভোগ করা যায়না। আর ভক্তি যেখানে মুখ্য পুরুষার্থ, রাসলীলার পূর্ণ সৌন্দর্য্য যখন পূর্ণিমার কৌমুদীর ন্যায় পরিস্ফুট তাহাই শুক্ল গতি।

(৭) মচ্চিত্তা মদ্‌গত প্রাণাঃ

যৌথ উপাসনার ইহাই বীজ। কেবল নিজের ঘরে বসিয়া ধ্যান ধারণা করিলে চলিবেনা। গুরুদ্বারায় মিলিত হইয়া —সাধু সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে তাহাতে ফল অধিক। অপরের উৎসাহ দেখিয়া—নিজের উৎসাহও বর্ধিত হয়। এইজন্য গণনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহ দেবান-উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবান-উপাসনাকে গৌতম বুদ্ধ বলিতেন, "উপোষথ" আর বর্ত্তমান জিন বলিতেন "পোসহ,, অর্থাত্ উপবাস—একত্র বাস, সম্মিলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) যদ্ যদ্ বিভূতিমত্ সত্ত্বম্

ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত, তথায় উত্তমাধম ভেদ নাই। পরমেশ্বর সগুণ—সর্বগুণময়, ভালমন্দ সবই তাহাতে আছে। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে সে তদনুযায়ী ফল পায়, উচ্চাবস্থা লাভ করে। আর যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের তমোগুণকে আশ্রয় করে, সে তদনুযায়ী ফল পায় নিম্নাবস্থায়ই থাকিয়া যায়। সচ্চিদানন্দ অবস্থাই জীবের সর্বোত্কৃষ্ট অবস্থা—সত্ত্বগুণের অবলম্বনদ্বারাই এই অবস্থা লাভ হয়। সত্ত্বগুণের ধ্যান দ্বারা, নিরন্তর সত্ত্বগুণের কথা মনে ভাবিতে থাকিলে, সত্ত্বগুণের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়। অতএব সত্ত্বগুণের চিত্র মনের মধ্যে জাগরূক রাখিতে হয়। তাই পরমেশ্বর সর্বগুণময় হইলেও, অর্থাত্ তমোগুণও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকিলেও, তাহা উপেক্ষা করিয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় স্বরূপে তাহাকে ধ্যান করা জীবের কল্যাণকর, তাহার সাত্ত্বিকতা বর্ধক। এইজন্য পরমেশ্বরকে শক্তিসৌন্দর্য্য ও কল্যাণের আকররূপে ধ্যান করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। বিশেষতঃ পুরুষোত্তম যিনি, তিনি মানুষ হইতে হীন নন। কাজেই নৈর্ঘৃণ্য কাপট্য প্রভৃতি অকল্যাণগুণ তাহাতে নাই। মহেশ্বরের সৃষ্ট মায়া রাজ্যে পাপ ও ক্লেশ আছে। তিনি মায়াতীত কল্যাণগুণের আকর। দ্বেষ প্রেমের অবিকশিত অবস্থা। মিথ্যা সত্যের অপূর্ণরূপ। মায়ার রাজ্যে দ্বেষ ব্যতীত প্রেম বুঝা যায়না, মিথ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই সত্যকে বুঝা যায়। কিন্তু মায়াতীতের রাজ্যে দ্বৈত-বর্জিত অদ্বৈতই বর্তমান। তথায় কেবল আলোক, কেবল প্রেম, কেবল সত্য। আমাদের দ্বৈত প্রতিহত বুদ্ধিতে সে অবস্থার ধারণা হয়না। কিন্তু জগতের মূল কারণ যদি একটী তত্ত্ব মাত্র (principle) না হইয়া ব্যক্তি (person) হইয়া থাকেন, অন্ধশক্তি মাত্র না হইয়া, সচেতন পুরুষ হইয়া থাকেন, তবে তিনি হেয় প্রত্যনীক ও কল্যাণগুণের আকর। অর্থাৎ তাহাতে কোনও দোষ নাই, কেবল গুণই আছে। এই যুক্তির বলেই রামানুজ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মর্ধাদা পুরুষ, পুরুষোত্তম— অতএব সর্বগুণাধার, দোষ বর্জিত। জগতের মূল কারণ ব্যক্তি (person) না হইয়া তত্ত্বমাত্র (principle) যদি হয়, তাহা জীব চৈতন্য অপেক্ষা হীন অবস্থা। ইহা সমীচীন মনে হয়না, অতএব জগতের মূল কারণ সচেতন পুরুষ, অচেতন শক্তিমাত্র নহে। আর সেই পুরুষ সাধারণ জীবের মত গুণদোষময় নন। তিনি পুরুষোত্তম—দোষ তাহাতে সম্ভবেনা। মায়ার রাজ্যে দোষ ও গুণ পরস্পর সংপৃক্তা রাত্রি ছাড়া দিনের ধারণা হয়না, দোষ ছাড়া গুণের ধারণা হয়না; কিন্তু মায়াধীশের সত্তায় দোষ ছাড়া কেবল গুণ সম্ভবে, নাস্তিত্ব দ্বারা তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন।

যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাহার কর্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই নাই—তিনি সর্ববন্ধনমুক্ত। সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়া, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ত্রিগুণের অভিনয় দেখিয়া তিনি আনন্দে বিভোর। এই আনন্দ উপভোগের জন্যই বিশ্বেশ্বর ইন্দ্র এই মায়া নাট্যের অভিনয় অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। জীবকেও এই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়াছেন। নাট্যে রাজা অথবা ভিক্ষুক যে ভূমিকা তাহাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তাহা তাহার যথার্থ স্বরূপ নহে, ক্ষণস্থায়ি ভূমিকা মাত্র; তাহার যথার্থ স্বরূপে জীব এই রঙ্গাভিনয়ের দর্শক। অভিনয় দর্শনের আমোদ উপভোগই তাহার উপজীব্য। এই তথ্য যতই উপলব্ধ হইতে থাকিবে. যিনি এই নাট্যাভিনয়ের আস্বাদের সুযোগ তাহাকে দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি জীবের অনুরক্তি ততই বর্ধিত হইতে থাকিবে; ততই তাহার কণ্ঠে বিশ্বেশ্বরের মহিমা গান স্বতঃই স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ইহাই বিশ্বরূপ স্তোত্র। তাহাই পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিষয়।

তখন আর শোনা কথা ভাল লাগেনা—বিশ্বেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিশ্বেশ্বরও ভক্তকে নিরাশ করেন না—প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা বেদ আলোচনা করেন নাই তাহারা বলিতে চাহেন যে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা পুরাণের যুগেই প্রবর্তিত, অন্ততঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই বৈদিক ঋষি কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছে—

উত ঘা তে পুরুষ্যা ইদ্ আসন্
যেষাম্ পূর্বেষাম্ অশৃণোঃ ঋষীণাম্।
অধাহং ত্বাং মঘবন্ জোহবীমি
ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব॥

ঋগ্বেদ—৭-২৯-৪

যে সব পূর্ববর্তী ঋষিগণের কথা তুমি শুনিতে, হে ইন্দ্র তাহারা তো আমাদের মত মানুষই ছিল? [তবে কেন আমাদের প্রার্থনা শুনিবেনা?], হে মঘবন্, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে পিতার মত সুমতি দিয়া কৃতার্থ কর।

আর পরমেশ্বর ইন্দ্রও তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—

অয়মস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ
বিশ্বা জাতানি অভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্তি
আ দর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি॥

ঋগ্বেদ—৮-১০০-৪

হে আমার প্রিয় স্তোতা; আমি আসিয়াছি। এই আমাকে দেখ। বিশ্ব জগত্ আমার শক্তিদ্বারা অভিভূত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার আদেশ ন্যায়কে বর্ধিত করে, আমিই আবার কঠোর হস্তে বিশ্বকে চূর্ণ করিয়া ফেলি।

ইহা বিশ্বরূপ দর্শন। ইহার পরে জীবের আপ্তব্য আর কিছুই নাই। এখানেই গীতার পরিসমাপ্তি।

বিশিষ্ট শ্লোক

(১) কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাম্ দ্রষ্টুম্ অহং তথৈব॥

এই শ্লোকে সাকার ও নিরাকার উপাসনার সমাধান। ভক্তি আর প্রেম একই কথা—ঈশ্বরে তীব্র প্রেমই ভক্তি। প্রেম সাড়া চায়—একটা তত্ত্বের উপর, অন্ধ শক্তির উপর, যে ভালবাসা, তাহা নিয়ম মাফিক মাত্র, মৃত। ব্যক্তির প্রতি ভালবাসাই জীবন্ত—প্রতিক্ষণেই দান প্রতিদানের বিনিময় লীলা চঞ্চল। নিরাকারে পূর্ণ প্রেম হয় না। সাকারেই পূর্ণ প্রেমের অভিব্যক্তি।

সহস্র বাহুত্ব নিরাকার ও সাকারের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। তথায় আকার আছে বটে, কিন্তু বাহুর অসংখ্যত্ব দিশেহারা হইতে হয়। তাহার সহিত নিবিড় প্রেম চলে না। তাই ভক্ত অর্জুন সহস্রবাহু ইন্দ্রকে, সীমাবদ্ধ চতুর্ভুজ বিষ্ণু হইতে বলিলেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিতই নিবিড় প্রেম সম্ভবপর।

ব্রহ্ম নির্গুণ। তিনিই সগুণ নিরাকার মজ্দা। আবার তিনিই সাকার বিষ্ণু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্খ তাহারা যাহারা বলে সাকারোপাসনায় নিরাকার ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা হয়, অতএব সাকারোপাসনা অপেক্ষা নিরাকারোপাসনা শ্রেষ্ঠ—সাকারোপাসনা নিম্ন অধিকারীর যোগ্য।

তাহারা প্রেমের স্বরূপ জানে না—কেবল দার্শনিক বুলি (প্রজ্ঞাবাদ) বলিতে শিখিয়াছে।

সাকারোপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা—সাকারের সহিতই নিবিড় প্রেম সম্ভবপর।

যদি ঈশ্বর প্রেমে তন্ময় থাকিতে হয়, তবে সাকার রূপেই তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। যাহারা সাকাররূপে ঈশ্বরকে ভাবিতে (ধ্যান করিতে) শিখাইয়াছেন, তাহারা মনুষ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ উপকারক, ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠ নেতা।

আর যিনি সর্বশক্তিমান, সকলের হৃদয়ক্ষেত্রে সাক্ষি-চৈতন্যরূপে যুগপৎ বর্তমান, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনিও প্রত্যেকের নিকট বিভিন্নরূপে, তেত্রিশ কোটী মানবের নিকট তেত্রিশ কোটী দেবতা রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। যে জন ইহাতে বিশ্বাস করে না সেই মূর্খই পরমেশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ বলিতে চায়। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" সাধক যেমনটী চায়, ব্রহ্ম সেইরূপেই আবির্ভূত হন।

পরমেশ্বরকে সাকাররূপে উপাসনা করায় কোনও দোষ নাই। কিন্তু তাহার অদ্বয়ত্ব ভুলিয়া যাওয়াই পাপ; তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা কল্পনা করিলে, ঈশ্বর আর সর্বময় ঈশ্বর থাকে না— খণ্ডিত ঈশ্বর হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে ঈশ্বরের উপাসনাও হয় না, জাতীয়তাও খণ্ডিত হইয়া, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়া জাতিকে পঙ্গু করে।

এই দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই গুরুগোবিন্দ সিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সাকারোপাসনায় ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব লোকে সহজেই ভুলিয়া যায়। তাই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল গুরুদ্বারায় তিনি সাকার মূর্ত্তির অবস্থিতি মর্ষণ করেন নাই। পরন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সাকারোপাসনায় প্রবল বাধাও দেন নাই; কেবল রুদ্র যে নিরাকার সেই কথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পরন্তু জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতি সংগঠনের জন্য, গুরুগ্রন্থের উপযোগ তিনি যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আর কোনও ধর্মরাজ (Prophet) তাহা করেন নাই। তাহারই কথায় আবৃত্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি—

আজ্ঞা-ভয়ী অকাল কে
তভি চলায়ো পন্থ।
সব সিংহকো হুকম হৈ
গুরু মানিবো গ্রন্থ॥

গুরুগ্রন্থ (গীতা) সদাসর্বদা নিত্যদা পাঠ্য। সকল শিখের প্রতি এই নির্দ্দেশ যে গুরুগ্রন্থকে গুরু বলিয় মানিবে। এই উদ্দেশ্যেই অকাল রুদ্রের আদেশে আমি শিখ পন্থা স্থাপন করিলাম।

সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র।

গীতা পঞ্চদশী

মুখবন্ধ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৫	তহো	তাহা
১৪	১৪	মুঢ়তা	মূঢ়তা
১৪	১৭ ১৮	চুড়ান্ত	চূড়ান্ত
৩১	৫	চিত্ত	চিত্র
৩২	২১	যাহারা	তাহারা
৩৫	২০	বৃত্তকে	বৃত্রকে
৩৭	২২	ইইতে	হইতে
৩৮	৬	বর্তব্য নষ্ঠ	কর্তব্যনিষ্ঠ
৬২	৫	আযোগ	০
৬৭	৬	বৈষয়িক	বৈনয়িক
৭২	১১	চুড়ান্ত	চূড়ান্ত
৭৮	২২	পুণ্যাতীত	গুণাতীত
৯৫	১২	ও তত্ সত্	ওঁ তত্ সত্

গীতা পঞ্চদশী

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১২	সিংহনাদ	সিংহনাদং
৫	২৮	দৃষ্টে মং স্বজনং	দৃষ্টে মান্ স্বজনান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৩৩	শ্যালা	শ্যালাঃ
৬	৩৫	জ্জনাদন	জ্জনার্দন
৭	৪৩	ধর্মানাং	ধর্মাণাং
৭	৪৫	পাণয	পাণয়ঃ
৮	৫১	ভোক্তু	ভোক্তুং
৯	৫৫	এবমুক্তা	এবমুক্তা
১০	৫৯	অধীর	ধীর
১২	৭৪	ভুভানি	ভূতানি
১৫	৮	লোলুপ্তং	লোলুপ্তং
১৭	২৫	ক্রুরান্	ক্রূরান্
১৯	৪	তুষ্পুরেণা	তুষ্পূরেণা
২১	১৬	সংস্পৃর্শজা	সংস্পর্শজা
২১	১৯	তেযুপজায়তে	তেষূপজায়তে
২৯	১	মুক্তসঙ্গ	মুক্তসঙ্গঃ
২৯	১	সমাচার	সমাচর
২৯	৪	দাস্যান্তে	দাস্যন্তে
৩০	১০	শ্রোত্রাদীণী	শ্রোত্রাদীনী
৩৫	৪৬	মণীষিনঃ	মনীষিণঃ
৩৬	৪৮	মণীষিণাম্	মনীষিণাম্
৩৬	৪৯	এতাণ্যাপি	এতান্যপি
৩৬	৪৯	কর্তব্যাণীতি	কর্তব্যানীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭	৫৫	ত্যক্তা	ত্যক্ত্বা
৩৮	১	নিরাগ্নি	নিরগ্নি
৩৮	৪	হর্জুন	হর্জুন
৪১	২২	কমণাং	কর্মণাং
৪৩	৪	কর্মানি	কর্মাণি
৪৪	৭	স্বভাজম্	স্বভাবজম্
৪৫	১৫	কশয়ন্তঃ	কর্শয়ন্তঃ
৪৫	১৮	কটম্ন	কট্বম্ন
৪৬	২৬	পরিচক্ষতে	পারিচক্ষ্যতে
৪৯	৩	বন্ধুর	বন্ধুর্
৫০	৭	তিষ্ঠন্ত	তিষ্ঠন্তং
৫৫	৮	সংস্তুতি	সংস্তুতিঃ
৫৫	৯	পক্ষযো	পক্ষযোঃ
৫৬	১৩	ভুর্র্	ভূর্র্
৫৬	১৪	ভুত্বা	ভূত্বা
৫৭	২৩	প্রভুঃ	প্রভুঃ
৫৮	৩২	ন্যশেষণি	ন্যশেষেণ
৫৯	৩৬	লব্ধা	লব্ধ্বা
৫৯	৩৯	তস্মদ	তস্মাদ্
৬১	৬	মহাভূত্যা	মহাভূতা
৬১	৮	বার্জরং	হ্রার্জবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	১৪	পানি	পাণি
৬২	১৪	সবমাবৃত্য	সর্বমাবৃত্য
৬২	১৭	ভুতেষু ভুতভর্ত্তৃ	ভূতেষু ভূতভর্ত্তৃ
৬৩	২১	সদসত্	সদসদ্
৬৩	২৪	নির্গুণত্বাং	নির্গুণত্বাত্
৬৩	২৬	ভারতঃ	ভারত
৬৪	২৭	ভুত	ভূত
৬৬	৪২	বায়ুং	বায়ুঃ
৬৬	৪৬	শব্দ	শব্দঃ
৬৭	৪৮	ভুতানাং	ভূতানাং
৬৭	৫১	মন্ত্রোহ্মম	মন্ত্রোহ্ম
৭০	৬৮	যদ	যদ্
৭০	৬৮	নিবতন্তে	নিবর্ত্তন্তে
৭৩	১৭	মা	মাং
৭৬	৩৮	যুক্তৈবম্	যুক্তেবম্
৭৮	৪৯	প্রাপ্নবন্তি	প্রাপ্নুবন্তি
৮০	৬৩	মনুষ্যা	মনুষ্যাঃ
৮০	৬৬	ভবঃ	ভব
৮২	২	নাত্যুচ্ছি তা	নাত্যুচ্ছ্রিতং
৮৪	১৫	অশ্নতে	অশ্নুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৫	২০	কৃস্নম্	কৃত্স্নম্
৮৭	৩৩	সবদ্বারাণি	সর্বদ্বারাণি
৯২	১৯	মত্যেষু	মর্ত্যেষু
৯৩	১৪	সমন্বিতা	সমন্বিতাঃ
৯৬	৯	নিয়স্য	নিয়ম্য
৯৬	১১	ব্রহ্মভুযায়	ব্রহ্মভূয়ায়
৯৯	২৯	ত্ব	ত্বং
১০২	৫০	তেজতেজস্বিনাম্	তেজস্তেজস্বিনাম্
১০৩	৫৫	বিভুতি	বিভূতি
১০৫	১০	বক্ত	বক্ত্র
১০৬	১৫	ব্রহ্মান	ব্রহ্মাণ
১০৭	২১	পৃষ্কলাভিঃ	পুষ্কলাভিঃ
১০৮	২৩	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
১০৮	২৪	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
১০৮	২৫	দৃষ্টৈব	দৃষ্ট্বৈব
১১০	৩৩	ভুঙ্ক্ষ	ভুঙ্‌ক্ষ্ব
১১২	৪১	প্রণয়েন	প্রণয়েণ
১১৩	৪৮	দ্রষ্টং	দ্রষ্টুং
১১৪	৫৩	দ্রষ্টং	দ্রষ্টুং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi